মতিউর রহমান মল্লিক

জীবন ও সাহিত্য

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

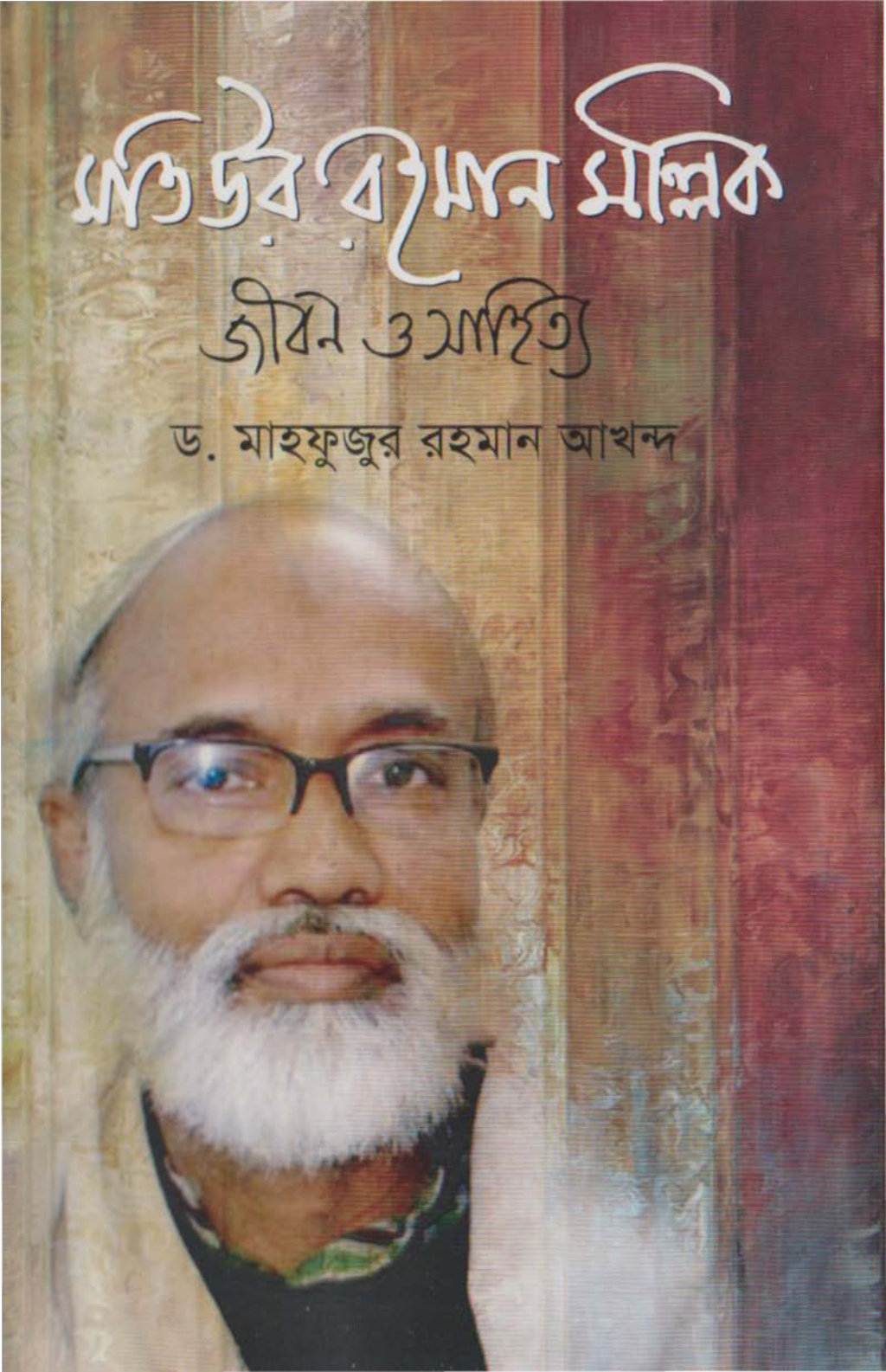

www.pathagar.com

মতিউর রহমান মল্লিক: জীবন ও সাহিত্য
ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

প্রকাশক
প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ২০১৬
গ্রন্থ স্বত্ব: পিদিম প্রকাশন
প্রচ্ছদ: হামিদুল ইসলাম
প্রুফ: ইয়াসিন মাহমুদ
বর্ণবিন্যাস : রফিকুল ইসলাম
মূল্য: ১৬০/- (একশত ষাট টাকা মাত্র)

যোগাযোগ:
ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা।

Matiur Rahman Mallik
Dr. Mahfuzur Rahman Akhanda,
Published by Pidim Prokashon,
Cover- Hamidul Islam

Bookfaire 2016; Price 160 tk.

www.pathagar.com

খন্দকার আবদুল মোমেন
সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, প্রেক্ষণ সম্পাদক
এবং
বিশুদ্ধ সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার ধারাকে বেগবান করতে যারা অনবরত শ্রম
দিয়ে যাচ্ছেন;
মহান আল্লাহ সবাইকে হায়াতে তাইয়্যেবা দান করুন।

মতিউর রহমান মল্লিক জীবন ও সাহিত্য

www.pathagar.com

মাহফুজুর রহমান আখন্দ'র গ্রন্থসমূহ

জ্বীন পরী আর ভূতোং [২০১৪, শিশুতোষ ছড়া, ৫০ টাকা]
স্বপ্নফুলে আগুন [২০০৯, ছড়া, ৬৫ টাকা]
ধনচে ফুলের নাও [২০০৭, শিশুতোষ ছড়া, ৫০ টাকা]
পদ্মাপাড়ের ছড়া [২০০৪, সম্পাদনা, ৬০ টাকা]
জীবন নদীর কাব্য [২০১৫, কবিতা, ১০০ টাকা]
জ্বীনের বাড়ি ভূতের হাড়ি [২০১১, শিশুতোষ গল্প, ৫০ টাকা]
হৃদয় বাঁশির সুর [২০১২, গান, ১৫০ টাকা]
গুমর হলো ফাঁস [২০০৭, লিমেরিক, ১০ টাকা]
প্রকাশক: পরিলেখ, ঐশিক, রাণী নগর, ঘোড়ামারা, রাজশাহী। ০১৭১২ ০৩৭৭০৭

.....

তোমার চোখে হরিণমায়া [২০১০, অনুকবিতা, ২০ টাকা]
প্রকাশক: অন্তমিল প্রকাশ, বগুড়া, ফোন: ০১৭২৮৫৭০৫৯৬।

.....

মামদো ভূতের ছাও [২০০৮, শিশুতোষ ছড়া, ২০ টাকা]
প্রকাশক: শব্দশিল্প প্রকাশনী, চট্টগ্রাম। ০১৮১৯৬১৬৪৩৫

.....

ছড়ামাইট [২০১১, সমকালীন ছড়া, ১৪০ টাকা]
প্রকাশক: আত্মপ্রকাশন, পল্লবী-মিরপুর, ঢাকা, ১২২১, ফোন ০১৭১৪ ৫৭৯০৮২

.....

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুসলমানদের ইতিহাস [২০১৫, গবেষণা, ৩৮০]
প্রকাশক: আবদুল্লাহ এন্ড সন্স, ৩২/২-খ, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১১০০। ০১৭১১ ৬২৩৮৪২

.....

সমকালীন বিশ্বে মুসলিম সংখ্যালঘু [২০১৪, গবেষণা, ৩৭০ টাকা]
প্রকাশক: গ্রন্থ কুটির, ২৬ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০। ০১৭১১ ১৭২৫১৮

.....

History of Islam: Prophet Muhammad (saws) and Khulafae Rashedin [2014, History, 250 taka]
Published by: BIIT, H# 4, R# 2, S#9, Uttara Model town, Dhaka-1230. 02 8924256

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: ৬-২৪
জীবন পরিক্রমার কয়েক ধাপ
যে মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছেন মতিউর রহমান মল্লিক
শিক্ষাজীবন
সংগঠক মল্লিক
সবুজ মিতালী সংঘ
সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী
বিপরীত উচ্চারণ
কর্মজীবন ও সংসার
দ্বিতীয় অধ্যায়: ২৫-৫৯
মল্লিকের কাব্য প্রতিভা
আবর্তিত তৃণলতা
অনবরত বৃক্ষের গান
তোমার ভাষায় তীক্ষ্ণ ছোরা
চিত্রল প্রজাপতি
নিষণ্ন পাখির নীড়ে
রঙিন মেঘের পালকি
ছড়া কবিতার মূল্যায়ন
তৃতীয় অধ্যায়: ৬০-৯০
গানের জগতে মল্লিক
হাম্‌দ বা আল্লাহর প্রশংসা সূচক গান
নাতে রাসুল বা রাসুলের স্তুতিজ্ঞাপক গান
গণমুখী বা মানবতাবাদী আধুনিক গান
গীতিকার হিসেবে মূল্যায়ন
চতুর্থ অধ্যায়: ৯১-১০৪
মল্লিকের প্রবন্ধ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক দর্শন
প্রবন্ধ সাহিত্য
মল্লিকের পত্রসাহিত্য
পঞ্চম অধ্যায়: ১০৫-১১২
মল্লিকের ব্যক্তিত্ব ও জীবনবোধ
পরিশিষ্ট: ১১৩-১২২

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

জীবন পরিক্রমার কয়েক ধাপ

মতিউর রহমান মল্লিক হযরত খান জাহান আলী রহ. এর এক যোগ্যতম ভাবশিষ্য ছিলেন। হযরত খান জাহান আলী রহ. একজন অলিয়ে কামিল, মুকুট বিহীন সম্রাট। বাংলাদেশের মাটি ও মানুষকে আলোকিত করেছেন তিনি। বাগেরহাটে শায়িত হয়ে বিশ্বদরবারে মর্যাদার আসনে পরিচিত করেছেন বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের পবিত্র এ আঙিনা। ষাটগম্বুজ মসজিদ, খান জাহান আলী দিঘিসহ হাজারো স্মৃতি এখনও ভ্রমণ পিপাসুদের তৃষ্ণা মিটায়; পবিত্র করে তোলে হৃদয়ের সবুজ ভূমি। সেই পবিত্র মাটিতেই জন্মগ্রহণ করেছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। খান জাহান আলীর দরাজদিল, মানবতাবোধ, পরোপকার চেতনা, কল্যাণকামী হৃদয়, মেধা-মনন সবকিছুরই প্রভাব পড়েছিল তাঁর উপর। তাই তো তিনিও শুধু বাগেরহাটের নয়, বাংলা-ভাষাভাষী সকল বিশ্বাসী হৃদয়ের এক হীরকখন্ড- হিসেবে সমাদৃত হয়ে আছেন।

যে মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছেন মতিউর রহমান মল্লিক

১৯৫৬ সাল। ভাষা আন্দোলন হয়েছে মাত্র চার বছর আগে। শহিদ সালাম, বরকত, জব্বারসহ অনেক তরুণের রক্তে ভিজে নতুন প্রাণ ফিরে পেয়েছে বাংলা ভাষা। নতুন স্বপ্নডানায় ভর করে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে সাফল্যের দিকে। কবিরাও নতুন প্রেরণায় লিখছেন কবিতা, ছড়াকারের হাতে নির্মিত হচ্ছে নতুন ছড়া, কথাসাহিত্যেও এসেছে নতুন জোয়ার। ভাষার এ স্বপ্নযাত্রায় যোগ হয়েছে যুক্তফ্রন্টের বিজয় মিছিল। চারিদিকে শুধু সম্ভাবনা আর আশার আলো। এমন শুভক্ষণে বাসন্তি হাওয়ায় দুলে পৃথিবীতে এলেন মতিউর রহমান মল্লিক। ১ মার্চের এ মধ্যফাগুনে শুধু মা আছিয়া খাতুনের কোলই আলোকিত হয়নি। নতুন স্বপ্নে ভরে গেছে বাবা মুন্সী কায়েমউদ্দীন মল্লিক এর হৃদয় আঙিনা। প্রভুর নেয়ামত হয়ে মায়াময় পৃথিবীতে এলেন মতিউর রহমান মল্লিক।

গ্রামের নাম বারুইপাড়া। বাগেরহাট জেলা সদর থেকে মাত্র ১৫ কিলোমিটার পথ। পূর্বদিকে এগিয়ে গেলেই পাওয়া যায় এ গ্রামটি। বনবীথি ছায়াঢাকা গ্রাম। হাজার প্রজাতির সবুজ গাছে সারাদিন পাখিদের কিচির-মিচির, মিলন মেলা। ফল-ফুলের সমারোহে ভরে ওঠে মন। গ্রামের বুক জুড়ে আদিগন্ত মাঠ। ধানক্ষেত।

www.pathagar.com

মরিচ, মুলো, আলু-কপিসহ হাজারো সবজি বাগানে জুড়িয়ে যায় চোখের মণি। এ শান্ত শীতল গ্রামীণ পরিবেশেই কবির জন্ম এবং বেড়ে ওঠা।
বারুইপাড়ার কোলঘেঁষে বয়ে গেছে ভৈরব নদী। এখানকার রকমারী সুস্বাদু মাছ কার না পছন্দ? ধোপাকোলার বিল। এতো এক অসাধারণ দৃশ্য। বিলের বুকে বেড়ে ওঠা অসংখ্য প্রজাতির জলজ লতা, কচুরীপানা, শাপলা-পদ্ম। এর মাঝে বক-ডাহুকের ছুটাছুটি। এমন অনুপম দৃশ্যপটের ভেতরই কেটেছে কবি মল্লিকের শৈশব ও কৈশোর।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক অত্যন্ত সৌভাগ্য নিয়েই জন্মেছেন। সংস্কৃতিবান পরিবার এবং কবি মনের বিকাশে পেয়েছিলেন সবুজে ঘেরা প্রাকৃতিক পরিবেশ। কবি মতিউর রহমান মল্লিকের পিতা মুন্সী কায়েমউদ্দীন মল্লিক ছিলেন কবি। গ্রামের স্বল্প শিক্ষিত মানুষ হলেও তিনি ছিলেন স্বভাব কবি। কথায় কথায় ছড়া কাটতেন। খুব সুন্দর জারিগান রচনা করতেন তিনি। কবির চাচারাও কম ছিলেন না। সেই জারিগান বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে পরিবেশন করতেন তারা। তাদের কণ্ঠও ছিল খুব সুরেলা। কবি মল্লিকের মা আছিয়া খাতুনও ছিলেন প্রতিভাবান মহিয়সী নারী। তিনিও কথায় কথায় ছড়া কাটতেন। অন্তমিল দিয়ে ছন্দ মিলিয়ে কথা বলতে খুব পটু ছিলেন তিনি। খোদাভীরুতা ও পরহেজগারিতার দিক দিয়ে তাঁর বাবা-মা দুজনই অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন। মল্লিকের বড় ভাই আহমদ আলী মল্লিকও একজন নাম করা কবি। সুতরাং একদিকে যেমন পারিবারিক ঐতিহ্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতির সবল ধারা তিনি পেয়েছেন, অন্যদিকে পেয়েছেন কবি মনে বেড়ে ওঠার প্রাকৃতিক খোরাক। কাব্যময় এ গ্রামের গাছ-গাছালির ছন্দময় আলো-আঁধারি প্রকৃতি, পাখির সুরেলা গান, হালকা হাওয়ায় নেচে ওঠা ফসলের মাঠ, ধোপাকোলা বিলের শাপলা-শালুকের শোভা, ভৈরব নদীর মায়াবী টান মতিউর রহমান মল্লিকের কবি মনকে সমৃদ্ধ করেছে।

ছয় ভাইবোনের মধ্যে মতিউর রহমান মল্লিক ছিলেন সবার ছোট। বড় ভাই আহমদ আলী মল্লিক অত্যন্ত ছন্দ সচেতন কবি। ইতোমধ্যে তাঁরও চারটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। মূলত অত্যন্ত ছোটবেলাতেই তাঁর কাছে তিনি বিশুদ্ধ উচ্চারণ, ছন্দ ও শব্দখেলার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। সাথে সাথে মায়ের ছড়াকাটা, অন্তমিল দিয়ে কথা বলা এবং বাপ-চাচাদের জারিগান তাঁকে সংস্কৃতি চর্চার প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছে।

www.pathagar.com

শিক্ষাজীবন

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের লেখাপড়ার হাতেখড়ি পারিবারিকভাবেই। তবে বারুইপাড়া মাদরাসায় তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয়। অ-আ, ক-খ, আলিফ-বা, কিংবা এ.বি.সি থেকে শুরু করে শুদ্ধ উচ্চারণে বাংলা পাঠগ্রহণ, কুরআন তেলাওয়াত ও ইংরেজি শিক্ষার মূল পর্বটা এখানেই শুরু হয়েছে। মাদরাসায় অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসেবে উস্তাদগণের ভীষণ স্নেহও পেয়েছিলেন তিনি। ছোটবেলা থেকেই গানের সুরেলা কণ্ঠের কারণে সবাই তাঁকে ভালোবাসতো ভীষণভাবে। কবিতা আবৃত্তি ও কুরআন তেলাওয়াতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাই ইসলামি জালসা, কুরআনের মাহফিল, কিংবা মাদরাসার যে কোন অনুষ্ঠান বা প্রতিযোগিতায় তাঁর সাফল্যময় উপস্থিতি ছিল।

ক্লাসে ভালো ছাত্র হলেও লেখাপড়ায় খুব মন টিকতো না মতিউর রহমান মল্লিকের। ক্লাসের বইয়ের পাতায় ভেসে উঠতো কচুরীপানার সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে ফুটে থাকা দুধসাদা ও ডিমকুসুম দামফুল। শাপলা ফুলের সৌরভ তাঁকে প্রায়ই টেনে নিতো ধোপাকোলা বিলের ধারে। সবুজ ক্ষেত-খামার তাঁকে পাগল করে বেধে রাখতো মাঠে। সবুজ সবুজ গাছে গাছে লুকিয়ে থাকা পাখিরা গান শোনানোর জন্য তাঁকে ডেকে নিতো হিজলতলায়, বাঁশ বাগানের ঝোঁপ ঝাড়ে। প্রকৃতির এ ব্যাকুল করা আহ্বানের ছবি আঁকতেন তিনি ক্লাসের খাতায়- কবিতা ও গানের ভাষায়। ক্লাসের ছাত্ররা মজা করে শুনতেন তাঁর লেখা ছড়া, কবিতা ও গান।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক বারুইপাড়া মাদরাসায় সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। লেখাপড়ার তুমূল প্রতিযোগিতা। মল্লিকও পিছিয়ে নেই। তাঁর ভালো ফলাফলের সাথে যুক্ত হয়েছে কো-কারিকুলার একটিভিটিজ। গান, কবিতা আবৃত্তি, কুরআন তেলাওয়াত, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা সব শাখাতেই তাঁর সফল পদচারণা। নিজের লেখা কবিতা ও গানে বন্ধুদের মাতিয়ে রাখতেন। শিক্ষকরাও মুগ্ধ হতেন তাঁর লেখা কবিতা ও গান শুনে।

মতিউর রহমান মল্লিক দাখিল পাশ করেন ১৯৬৬ সালে। বারুইপাড়া মাদরাসার মুখ উজ্জ্বল করে তিনি আলিমও সেখানেই সম্পন্ন করেন। আলিম পাশ করার পরপরই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়। এ সময় আত্মভোলা মল্লিকের লেখাপড়ায় খানিকটা ভাটা পড়ে। তিনি ফাজিল ক্লাসে ভর্তি হয়ে ক্লাস করলেও ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেননি।

www.pathagar.com

কবিতা ও গানের প্রতি তার প্রবল ঝোঁক তাঁকে প্রথাগত শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহী করে তোলে। ফলে লেখাপড়ার পথে খানিকটা অন্ধকারই নেমে আসে।

সাহিত্যপ্রেম তাঁকে প্রাতিষ্ঠানিক পাঠবিমুখতার দিকে টেনে নিয়ে গেলেও সময়ের বিবর্তনে সাহিত্যই আবার তাঁকে সাধারণ শিক্ষার আঙিনায় টেনে নিয়ে যায়। স্বাধীনতার পর তিনি ভর্তি হন পিসি কলেজ বা প্রফুল্লচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে। অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সেখানে বন্ধু-বান্ধবসহ শিক্ষকদের মাঝে প্রিয়ভাজন হয়ে ওঠেন। কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি স্বরচিত লেখা পাঠ করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। মল্লিক মাদরাসায় লেখাপড়া করে এলেও বাংলা উচ্চারণ ছিল খুব সুন্দর। তাঁর নির্ভুল উচ্চারণের আবৃত্তি, কলেজের শিক্ষকদেরকে অভিভূত করতো। তিনি ১৯৭৬ সালে ঐ কলেজ থেকে মানবিক শাখায় দ্বিতীয় বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইতোমধ্যে মাদরাসা ও কলেজের সতীর্থদের মাঝে তিনি কবি, গীতিকার ও শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন।

ঢাকা শহর। বাংলাদেশের রাজধানী। নিজেদের স্বপ্ন পূরণে অনেকেই ছুটে আসেন এখানে। মতিউর রহমান মল্লিকও এসেছেন। তবে নিজের ভাগ্য গড়তে নয়, তিনি এসেছেন সাহিত্যের টানে, সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশের আকাঙ্ক্ষায়। তিনি বাংলা সাহিত্যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য জগন্নাথ কলেজে [বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়] বাংলা বিভাগে বি.এ অনার্সে ভর্তি হন। এখানেও তিনি নিজেকে মেলে ধরেছেন সাহিত্য প্রতিভার আলোতে। এখানকার বাংলার অধ্যাপক বিশিষ্ট কবি ও গবেষক আবদুল মান্নান সৈয়দসহ অনেক শিক্ষকেরই প্রিয় ছাত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান তিনি। অধ্যাপক আবদুল মান্নান সৈয়দ তো আমৃত্যু তাঁর হৃদয়ে মল্লিককে ঠাঁই দিয়েছিলেন সকল প্রিয় ছাত্রের শীর্ষে। তিনি বলেন, 'মল্লিক আমার প্রিয় ছাত্রদের একজন, আমার যে সব কৃতি ছাত্র আছে কবি ও গীতিকার মতিউর রহমান মল্লিক তাদের একজন বলে মনে করি।' মল্লিকের অন্যতম সহযাত্রী কবি হাসান আলীম এ প্রসঙ্গে বলেন, 'খুলনার বাগেরহাট বারুইপাড়া গ্রাম থেকে আশির দশকের শুরুতে তিনি ঢাকায় এলেন। বাংলায় বি.এ অনার্সে ভর্তি হলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রখ্যাত কবি সাহিত্যিক সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দ ছিলেন তাঁর প্রিয় স্যার। কবি মল্লিকও ছিলেন প্রিয় সৈয়দ স্যারের প্রিয় ছাত্র।'

www.pathagar.com

নিজের ভাগ্য গড়ার জন্য নয়, মল্লিক ঢাকায় এসেছিলেন সুস্থ সংস্কৃতিক আবাদ করতে- এ কথা আগেই বলেছি। তাই তিনি যতটা নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তা করেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি ভেবেছেন সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে। দীর্ঘ চার বছর ধরে অনার্স তৃতীয় বর্ষ পর্যন্ত অধ্যায়ন করেছেন। কিন্তু তিনি সাহিত্য-সংস্কৃতির আন্দোলনের চেয়ে অনার্স পাশকে কখনো বড় করে দেখেন নি। [যদিও এ বিষয়ে তিনি নিজেকে দুষতেন মাঝে মধ্যে]। সবশেষে চূড়ান্ত পরীক্ষা না দিয়েই তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করেন।

সংগঠক মল্লিক

'যে রাধে সে চুলও বাঁধে'। তবে সবার ক্ষেত্রে কথাটি পুরোপুরি সত্য না হলেও মতিউর রহমান মল্লিকের ক্ষেত্রে একেবারে সত্যে পরিণত হয়েছে। সব কবিই সংগঠক হয় না আবার সব সংগঠকই কবি হয় না। মল্লিক দুটো গুণই সমানতালে পেয়েছেন। স্কুল জীবনেই যেমন কবিতার খাতা ভরতে শুরু করেছে, কণ্ঠে নিজের লেখা গানের সুর উঠেছে তেমনি তা সাংগঠনিক রূপদানের জন্য সংগঠন প্রতিষ্ঠাতে সফল ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছেন।

সবুজ মিতালী সংঘ

বন্ধু-বান্ধবদের সাথে নিয়ে ১৯৬৮ সালেই বারুইপাড়া গ্রামে একটি সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলেন মতিউর রহমান মল্লিক। সংগঠনটির নাম 'সবুজ মিতালী সংঘ।' সংগঠনটি নানামুখী কর্মসূচি পালন করতো। প্রথমত, তরুণ লেখকদের লেখালেখিতে উৎসাহিত করার জন্য 'দুঃসাহসী' নামে একটি দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করা হতো। বিশেষ দিবস ছাড়াও প্রায় প্রতি সপ্তাহের শুক্রবারে একটি করে সংখ্যা দেয়ালিকা প্রকাশ করা হতো। সংখ্যাগুলো মতিউর রহমান মল্লিক নিজ হাতে লিখতেন। নতুন লেখকদের লেখা সম্পাদনা করে দেয়ালিকায় প্রকাশের ব্যবস্থাও করতেন তিনি। ফলে তাঁর বন্ধুদের প্রায় সকলেই সাহিত্যের সাথে কম বেশি সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে।

সবুজ মিতালী সংঘের অন্যতম কর্মসূচি ছিল 'ডিবেট'। সুবক্তা তৈরির জন্য বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো। সাহিত্য আসর ও ক্রীড়ার আয়োজন ছাড়াও সবুজ মিতালী সংঘ নানামুখী আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডও পরিচালনা করতো। বিশেষ

www.pathagar.com

করে বর্ষা মৌসুমে রাস্তাঘাট ও সাঁকো নির্মাণসহ জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে ভূমিকা পালন করতো সংগঠনটি। কবি মতিউর রহমান ফারাজী, অধ্যক্ষ মুজিবুর রহমান, মাওলানা তালেবুর রহমান, ইব্রাহীম হাসান, শেখ আকবর আলী, আকবর আজাদ, শেখ লিয়াকত আলী, হালদার ইবারত আলী, মোল্লা হুমায়ুন ও মাহফুজুর রহমান প্রমুখ ছিলেন সবুজ মিতালী সংঘের অন্যতম সহযাত্রী।

সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী

সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী। পরিশীলিত বিশ্বাসী সংস্কৃতিচর্চার প্রধান পাদপীঠ। গান, নাটক, কবিতা সবখানে বিশ্বাসের সুবাস মাখে। সে বিশ্বাস ঈমানের, সে বিশ্বাস মানবতার, সে বিশ্বাস স্বদেশের, স্বজাতির। সমস্ত কালোকে বদলে দেবার বিশ্বাস। আলোকিত হবার বিশ্বাস। নিজেদেরকে সত্যিকারের শুদ্ধ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবার বিশ্বাস। একটি পরিশীলিত রুচিশীল বিনোদন সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার বিশ্বাস। অনৈতিক ও অপসংস্কৃতির উচ্ছেদ করে প্রকৃত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল প্রতিষ্ঠার বিশ্বাস। প্রাণের বাংলাদেশকে সে বিশ্বাসের ধারায় এবং রুচিশীল ও নৈতিক সংস্কৃতির আদলে গড়ে তোলার প্রয়াসে এ শিল্পীগোষ্ঠীর পথচলা। বিশ্বাসের পতাকা হাতে এগিয়ে চলা এ সাইমুমের সূচনাও হয়েছে মতিউর রহমান মল্লিকের হাতে।

'মানিকেই মানিক চেনে' কথাটি একেবারেই সত্যি। সবুজ গাঁয়ে বেড়ে ওঠা মতিউর রহমান মল্লিকের প্রতিভাকে প্রথমেই চিনতে পেরেছিলেন বাংলাদেশের বিশ্বাসী মিডিয়া জগতের অন্যতম প্রধান দিকপাল মীর কাসেম আলী। এদেশে ইসলামি ভাবধারায় সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম প্রধান স্বপ্নদ্রষ্টাও তিনি। তিনিই মল্লিককে ঢাকায় নিয়ে আসেন বাগেরহাটের বারুইপাড়া থেকে।

১৯৭৫ সালের কথা, মীর কাসেম আলী গিয়েছিলেন খুলনার কোন একটা অনুষ্ঠানে। সেখান থেকে আনসার উদ্দিন হেলাল নামে তাঁর জনৈক সুহৃদ তার ফকিরহাটের গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যান বেড়াতে। মীর কাসেম আলীর কোমল হৃদয় গ্রামের পরিবেশে খুব মাতিয়ে উঠে। সেই সবুজাভ গ্রামীণ পরিবেশেই মতিউর রহমান মল্লিককে আবিষ্কার করেন তিনি। মনে হয় যেন প্রতিভার সন্ধানেই তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। মল্লিকের কণ্ঠে গান শুনে তিনি

www.pathagar.com

অভিভূত হলেন। কবিতা শুনেও চমকিত হলেন মীর কাসেম আলী। ভাবলেন এ হীরকখণ্ডকে ঢাকায় নিয়ে যেতে পারলে তাঁর ইসলামি সংস্কৃতি বিস্তারের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। তাই তাঁকে ঢাকা আসার জন্য অনুরোধ করেন। এ বিষেয়ে মীর কাসেম আলী তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন- 'আধুনিক গানের সুরে গাওয়া ইসলামি গান আমাকে বিস্মিত করলো। বুঝতে পারলাম এ এক সোনার খনি। বললাম- ঢাকা চলে আসুন, সব দায়িত্ব আমাদের। মল্লিক ভাই ঢাকা চলে আসলেন।'

শুরু হলো নতুন জীবন, নতুন চিন্তা। মল্লিক ঢাকায় এলেন। শহুরে পরিবেশে তিনি নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন। বিশেষভাবে বড় স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তিনি নিজের পছন্দ-অপছন্দ সব বিষয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করলেন। দেশব্যাপী ইসলামি সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেবার জন্য তিনি কাজ শুরু করলেন। সাংগঠনিক রূপ দেবার আগেই তিনি লোক তৈরির চিন্তা করলেন। পেয়েও গেলেন বেশকিছু যোগ্য ও চিন্তাশীল সঙ্গী।

সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী নামে কাজ শুরু হলো ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি থেকে। এ নামের প্রস্তাবক ছিলেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি সাহিত্য-সংস্কৃতির ব্যাপারে ভীষণ আন্তরিক ছিলেন। সংগঠনের নাম দেওয়ার আগে থেকেই তিনিও কবি মল্লিকের সাথেই সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করতেন। সে সূত্র ধরেই নারায়ণগঞ্জ জেলার মুরাপাড়া কলেজের ছাত্রসংসদের অভিষেক অনুষ্ঠানে তাঁরা যাচ্ছিলেন পারফর্ম করতে। সে যাত্রাকালেই এ গোষ্ঠীর নামকরণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব বলেন, 'ডেমরা ফেরীঘাট থেকে নৌকায় করে যেতে হবে মুরাপাড়া। আমরা তিনজন ছাড়াও মল্লিক ভাই তাঁর ৪/৫ জন সহশিল্পীকে সাথে নিলেন। নৌকা ভ্রমণের আনন্দই আলাদা। নৌকায় বসে শুরু হলো আড্ডা। হঠাৎ করেই মল্লিক ভাই বললেন, মুরাপাড়া কলেজে অনুষ্ঠান তো করবো, কিন্তু আমাদের শিল্পীগোষ্ঠীর একটা নাম থাকলে ভালো হতো না? আমি তাৎক্ষণিকভাবে প্রস্তাব করলামঃ 'সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী' নামটি কেমন লাগছে? মল্লিক ভাইসহ সবাই একযোগে সমর্থন করলো। আমার ভালো লাগলো নামটি সবার পছন্দ হওয়ায়। সেই থেকে মল্লিক ভাই সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠীর পরিচালক।' মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব এর সাথে ছিলেন রেজাউল করিম সাদিক, যিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা থাকাকালে ইন্তেকাল

www.pathagar.com

করেছেন। আর অন্যদিকে কবি মতিউর রহমান মল্লিকের সাথে ছিলেন, তাফাজ্জল হোসাইন খান, যিনি প্রখ্যাত গীতিকার, সুরকার-শিল্পী, বিশিষ্ট ব্যাংকার; মিডিয়া ব্যক্তিত্ব হাসান আকতার, বিশিষ্ট টিভি ব্যক্তিত্ব নূরুজ্জামান ফারুকী, সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আব্দুল হালিম প্রমুখ।

মুরাপাড়া কলেজের অনুষ্ঠানে মন ভরেনি মতিউর রহমান মল্লিকের। অনুষ্ঠান শেষ করে তিনি অনেক কেঁদেছিলেন। তবে এ কান্না ভেঙে পড়ার জন্য নয়-সামনে যাবার নতুন প্রতিজ্ঞার অশ্রু হিসেবেই ঝরেছিল। শুরু হয় সামনে যাবার দৃঢ় প্রত্যয়, সাংগঠনিক যাত্রা। এ যাত্রায় আরো যুক্ত হয়েছিলেন শিল্পী আবুল কাশেম, শিল্পী রাশিদুল হাসান তপন, জাহিদ হোসেন, আমজাদ হোসেন, লোকমান হোসেন, নজরে মাওলা, ড. নোমান আল আযামী, ইরফানুল হক, সিরাজউদ্দীন হোসাইন, ডা. স. ম. রফিক, কবি আসাদ বিন হাফিজ, মাওলানা তারেক মুহাম্মদ মুনাওয়ার হোসাইন, অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর প্রমুখ। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও চৌকস। কর্মজীবনে প্রত্যেকেই স্ব স্ব অবস্থানে আলোকিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন।

বহমান এ ধারা আর থেমে থাকেনি। শুধুই সামনেই চলেছে, চলেছে বিজয়ের গান গেয়ে। সালমান আল আযামী, আকরাম মুজাহিদ, মানজুর মোয়াজ্জাম, নুরুল হুদা সাত্তারী, শরীফ বায়জীদ মাহমুদ, হাসনাত আবদুল কাদের, মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, লিটন হাফিজ চৌধুরী, মুস্তাগিছুর রহমান মুস্তাক, জাফর সাদিক, বদিউর রহমান সোহেল, আব্দুল্লাহিল কাফী, মুহাম্মদ ইকবাল হুসাইন, হুসনে মুবারক, রবিউল ইসলাম ফয়সাল, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, এবিএম নোমান, আবু রায়হান প্রমুখের যোগ্য নেতৃত্বে সাইমুম থেকে তৈরি হয়েছে হাজারো গীতিকার সুরকার, কণ্ঠশিল্পী, আবৃত্তিশিল্পী, নাট্যকার, সাহিত্যিক ও সংগঠক। সাইমুম আজও বিশ্বাসী মানুষের প্রাণের সংগঠন, আশার আলোক মিছিল। এ প্রসঙ্গে মীর কাসেম আলী উল্লেখ করেন, 'সাইমুম দিয়েই যাত্রা শুরু। হিমালয়ের শিখর থেকে ঝরনা ধারা গড়িয়ে পড়তে পড়তে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা বহু নদ-নদী ছাড়িয়ে ছড়িয়ে দিল আবে-হায়াতের ফল্গুধারা। মল্লিকের মাধ্যমে আল্লাহ পাক ইসলামি সংস্কৃতির এক প্লাবন সৃষ্টি করার তৌফিক দিলেন।' সত্যিই এ এক অসাধারণ ঝরনাধারা, যার স্রোত বয়ে চলেছে সারাদেশে-সারাবিশ্বে।

www.pathagar.com

বিপরীত উচ্চারণ

সংস্কৃতিকে রসদ যোগায় সাহিত্য। সাহিত্য ছাড়া সংস্কৃতি অচল। গান মানেই ছড়া কিংবা কবিতা। নাটক মানেই গল্প। সুতরাং সাহিত্য থেকেই সংস্কৃতির যাত্রা। তাই সাহিত্য আন্দোলন ছাড়া সাংস্কৃতিক আন্দোলন ফলপ্রসূ করা সম্ভব নয়, কবি মতিউর রহমান মল্লিক এ কথাটি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন। এজন্য দরকার সাহিত্য সংগঠন, সাহিত্য আড্ডা, পত্রিকা প্রকাশসহ নানামুখী কর্মতৎপরতা। মল্লিক ঢাকায় এসেই এ কাজে মনোনিবেশ করেন। ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব, ড. মাহবুবুর রহমান মোর্শেদ ও সাংবাদিক-সাহিত্যিক মাসুদ মজুমদার এর মতো প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সাহচর্যে সাহিত্য সংগঠন গড়ে ওঠে। সে সংগঠনের নামকরণ করা হয় 'বিপরীত উচ্চারণ'। কবিতা, ছড়া, গল্প-উপন্যাস লেখা, আবৃত্তি প্রশিক্ষণ, সাহিত্যের ছোট কাগজ প্রকাশসহ বিভিন্ন সৃজনশীল কাজে নেতৃত্ব দিয়েছে বিপরীত উচ্চারণ। এ সংগঠনের বিকাশেও চিন্তার অগ্রভাগে ছিলেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক।

'বিপরীত উচ্চারণ' একটি নাম- একটি ইতিহাস। বিপরীত উচ্চারণ মানেই আশির দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সংগঠন। 'বিপরীত উচ্চারণ' মানেই সারাদেশের বিশ্বাসী সাহিত্যিকের মিলনকেন্দ্র। বিপরীত উচ্চারণ মানেই এক ঝাঁক সম্ভাবনার স্ফুলিঙ্গ। বিপরীত উচ্চারণ মানেই সাহিত্যের একটি নতুন ধারা। কবি আহমাদ মতিউর রহমান, কবি গোলাম মোহাম্মদ, কবি হাসান আলীম, কবি বুলবুল সরওয়ার, কবি আসাদ বিন হাফিজ, কবি সোলায়মান আহসান, কবি মুকুল চৌধুরী, কবি মোশাররফ হোসেন খানসহ অসংখ্য প্রতিভাবান সাহিত্যিকের প্রিয় প্রাঙ্গণ ছিল 'বিপরীত উচ্চারণ'। এ ছাড়াও আমেরিকা প্রবাসী ডা. হোসেন আল আমিন, ডা. সৈয়দ ওয়াজেদ ও ড. মাহবুবুর রহমান ছিলেন এ সংগঠনের প্রিয় সাথী। পরবর্তীতে বিপরীতের হাত ধরেই নাসির মাহমুদ, মুর্শিদ-উল-আলম, রফিক মুহাম্মদ, নাঈম মাহমুদ, নোমান রেজওয়ান, সালেহ মাহমুদ, শাহিদ মুবিন, নিয়াজ শাহিদী, ওমর বিশ্বাস, শফিক শাহীন, নকীব হুদা, মৃধা আলাউদ্দিন, সৈয়দ সাইফুল্লাহ শিহাব, আযাদ ওবায়দুল্লাহ, আহমা বাসির, রেদওয়ানুল হক, আফসার নিজাম, সাইফ বরকতুল্লাহ, শাহাদৎ তৈয়ব, শাকিল মাহমুদ, আবিদ আজম, সাইফ মাহদীসহ অনেক কাব্যপ্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব উঠে এসেছে। আর সকলের মধ্যমণি ছিলেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক।

www.pathagar.com

বহুমুখী সংগঠক মল্লিক

মতিউর রহমান মল্লিকের হাতে গড়া সংগঠন সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী কিংবা বিপরীত উচ্চারণ এর কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না। তিনি ছিলেন সারা দেশের বিশ্বাসী সংস্কৃতির মাঠে প্রসিদ্ধ সাংস্কৃতিক চাষী। সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী ও বিপরীত উচ্চারণ প্রতিষ্ঠার পরই সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠন ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে। সূচনালগ্নেই চট্টগ্রামের পাঞ্জেরী শিল্পীগোষ্ঠী, খুলনার টাইফুন শিল্পীগোষ্ঠী, বরিশালের হেবাররশ্মি শিল্পীগোষ্ঠী, রাজশাহীর প্রত্যয় শিল্পীগোষ্ঠীসহ বেশকিছু সাংস্কৃতিক সংগঠন দেশের প্রতিনিধিত্বকারী শিল্পীগোষ্ঠী হিসেবে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকে। অতি অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয় আরো অসংখ্য সংগঠন। বগুড়ার অভিযান শিল্পীগোষ্ঠী, সমন্বয় সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ, মাহী সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংসদ ও সম্মিলন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংসদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকল্প সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ, ঢাকার উচ্চারণ শিল্পীগোষ্ঠী, অনুপম সাংস্কৃতিক সংসদ, সন্দীপন শিল্পীগোষ্ঠী, প্রবাহ সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ, জাগরণ শিল্পীগোষ্ঠী, সারগাম, সওগাত সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ, প্রতীতি ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণ সাংস্কৃতিক সংসদ; মানিকগঞ্জের তরঙ্গ শিল্পীগোষ্ঠী, গাজীপুরের স্পন্দন সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ, টাঙ্গাইলের আলিগড় সাংস্কৃতিক সংসদ, নারায়ণগঞ্জের ঐতিহ্য সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ, নরসিংদীর উজ্জীবন শিল্পীগোষ্ঠী, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঙ্গিত সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংগঠন, মোমেনশাহীর উত্তরণ সাংস্কৃতিক সংসদ, জামালপুরের দিগন্ত সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ, নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ঝর সাংস্কৃতিক সংসদ, ফরিদপুরের ঝংকার শিল্পীগোষ্ঠী, রাজবাড়ির চেতনা শিল্পীগোষ্ঠী, মাদারীপুরের নীহারিকা সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ, শরিয়তপুরের প্রভাত সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ, চট্টগ্রামের পারাবার সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ, দখিনা শিল্পীগোষ্ঠী, প্রতিধ্বণি সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নিবার শিল্পীগোষ্ঠী, কক্সবাজারের অনির্বাণ শিল্পীগোষ্ঠী, কুমিল্লার সিন্দাবাদ সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ, গোমতী সাহিত্য সাংস্কৃতিক-সংসদ,

www.pathagar.com

প্লাবন সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ ও কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের লালমাই থিয়েটার; বি-বাড়িয়ার তিতাস শিল্পীগোষ্ঠী, চাঁদপুরের মোহনা শিল্পীগোষ্ঠী, নোয়াখালীর হিল্লোল শিল্পীগোষ্ঠী, কাণ্ডারী সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ ও আল-আমীন শিল্পীগোষ্ঠী, ফেনীর স্বরূপ সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ, লক্ষীপুরের অনুপম শিল্পীগোষ্ঠী ও মেঘনা শিল্পীগোষ্ঠী, সিলেটের দিশারী মৌলভীবাজারের মৌসাস সাহিত্য সংসদ, সুনামগঞ্জের রংধনু সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ, রাজশাহীর বরেন্দ্র সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ, অন্বেষা শিল্পীগোষ্ঠী, নাটোরের রেঁনেসা সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জের অভিযাত্রী শিল্পীগোষ্ঠী, নওগাঁর দিশা সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ, পাবনার অনির্বাণ সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ, সিরাজগঞ্জের ব্যতিক্রম সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ, গাইবান্ধার নবউচছ্বাস সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ, জয়পুরহাটের উদ্ভাবন সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ, রংপুরের অঙ্গীকার সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ ও কম্পন সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ, লালমনিরহাটের টর্নেডো সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ, দিনাজপুরের রাহবার সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ, নীলফামারীর উত্তাল সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ, ঠাকুরগাঁও-এর সাইক্লোন শিল্পীগোষ্ঠী, খুলনার কাণ্ডারী শিল্পীগোষ্ঠী ও সাইক্লোন শিল্পীগোষ্ঠী, বাগেরহাটের খানজাহান সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ, সাতক্ষীরার কপোতাক্ষ শিল্পীগোষ্ঠী ও উত্তাল সাংস্কৃতিক সংসদ, যশোরের তরঙ্গ শিল্পীগোষ্ঠী, প্রতিফলন শিল্পীগোষ্ঠী ও দিগন্ত সাংস্কৃতিক সংসদ, নড়াইলের দিশারী শিল্পীগোষ্ঠী, মাগুরার প্রতিশ্রুতি সাহিত্য সাংস্কৃতিক জোট, ঝিনাইদহের দিশারী শিল্পীগোষ্ঠী ও সাইক্লোন শিল্পীগোষ্ঠী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার ব্যতিক্রম সাহিত্য সাংস্কৃতিক জোট, কুষ্টিয়ার হিল্লোল শিল্পীগোষ্ঠী, বরিশালের হেরার রশ্মি শিল্পীগোষ্ঠী, ঝালকাঠির দিশারী শিল্পীগোষ্ঠী, পিরোজপুরের আলোর দিশা শিল্পীগোষ্ঠী, পটুয়াখালীর তরঙ্গ শিল্পীগোষ্ঠী, বরগুনার ঝংকার শিল্পীগোষ্ঠী, ভোলার আল হেরা শিল্পীগোষ্ঠীসহ সারাদেশের বিভাগ-জেলা ও গুরুত্বপূর্ণ শহরে অসংখ্য শিল্পীগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর সব শিল্পীগোষ্ঠীর শেকড় পোঁতা হয়েছে কবি মতিউর রহমান মল্লিকের হৃদয়ের সাথে। কবি মল্লিক ছিলেন সকল শিল্পীর প্রাণের মানুষ, সাংস্কৃতিক অভিভাবক। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একই ধারা। সারাদেশে অসংখ্য সাহিত্য সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যাদের মাধ্যমে সাহিত্য আড্ডা, ছোট কাগজ প্রকাশনা এমনকি গ্রন্থ প্রকাশনাতেও এগিয়ে এসেছে। এসব সংগঠনও মল্লিকের হৃদয়ের সাথে গ্রথিত ছিল।

www.pathagar.com

পার্শসংগঠন কিংবা বন্ধুপ্রতীম সংগঠন ও সংস্থাও যে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন তা কবি মতিউর রহমান মল্লিক হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই তিনি এ ধরনের অসংখ্য সংগঠনের সাথে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন অত্যন্ত কৌশলী দৃষ্টিভঙ্গিতে। অনেক ক্ষেত্রে তিনি মূল ভূমিকা পালন করলেও স্থান কাল পাত্র ভেবে অন্যকে দায়িত্বশীল হিসেবে ফোকাস করতেন।

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসেবে 'ঐতিহ্য সংসদ, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে 'কবিতা বাংলাদেশ' ও জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ, সদস্য হিসেবে 'বাংলা সাহিত্য পরিষদ, 'বাংলাদেশ মসজিদ মিশন, আজীবন সদস্য হিসেবে 'কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য পরিষদ সিলেটসহ বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের সাথেও তিনি জড়িত থেকেছেন ওতপ্রোতভাবে। বাংলা সাহিত্যে ছোটকাগজ আন্দোলনের অন্যতম প্রতিনিধিত্বকারী কাগজ খন্দকার আবদুল মোমেন সম্পাদিত 'সাহিত্য ত্রৈমাসিক প্রেক্ষণ' ও সাধারণ জ্ঞানভিত্তিক মাসিক ম্যাগাজিন 'কারেন্ট নিউজ, এমনকি ঢাকা আত্তাহযীব ইন্টারন্যাশনাল ক্যাডেট মাদরাসাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন।

কর্মজীবন ও সংসার

সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী ও বিপরীত উচ্চারণকে ঘিরেই আবর্তিত হতো কবি মতিউর রহমান মল্লিকের স্বপ্ন। সেই স্বপ্নকে আরো প্রাণবন্ত করতে তাঁর সাথে যুক্ত হলেন আরেক মননশীল প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ সাবিনা মল্লিক। ১৯৮৫ সালে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন তাঁরা। বিয়ে মানেই সংসার। বিয়ে মানেই অন্য ব্যস্ততার জগতে প্রবেশ। কিন্তু মল্লিকের জীবনে এমনটি দেখা যায়নি কখনো। বিয়ের আগে ও পরের কোন পার্থক্যই ঘটেনি মল্লিকের জীবনে। ছোটবেলায় যেমন ঘরকেই পর করেছিলেন– বিয়ের পরও সেরকমই ছিল তাঁর জীবন। 'আম্মা বলেন ঘর ছেড়ে তুই যাসনে ছেলে আর, আমি বলি খোদার পথেই হোক এ জীবন পার।' এর কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি সাবিনা মল্লিকের সংস্পর্শে এসেও। সাবিনা মল্লিক। একজন কথাশিল্পী, কবি, সম্পাদক, সংগঠক ও ব্যাংকার। সমাজ বিজ্ঞানে এম.এ পাশ করা এ মেধাবী মানুষটি এসএসসি পাশ করেই এসেছিলেন কবি মল্লিকের জীবন সঙ্গিনী হিসেবে। ছন্নছাড়া মল্লিকের সংস্পর্শে থেকে পুরো সংসারধর্ম সূচারুরূপে

www.pathagar.com

পালন করে তিনি অর্জন করেছেন বি.এ অনার্সসহ এম.এ ডিগ্রী। শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যের ভূবনেও তাঁর অগাধ পদচারণা। তিনি একাধারে একজন সুগৃহিনী, আদর্শ মা এবং সর্বোপরি একজন ভালো মানুষ। মতিউর রহমান মল্লিকের ছন্নছাড়া জীবনেও তিনি এনে দিয়েছিলেন প্রশান্তি। সবরের কষ্টিপাথরে নিজেকে ঝালিয়ে নিয়ে অভাব-অনটনকে মাড়িয়ে সকল না পাওয়াকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছেন তিনি। 'সবরে মেওয়া ফলে' এর বাস্তব প্রমাণ মিলেছে তাঁর জীবনে। তিলে তিলে নিজেকে গড়ে তুলে এখন তিনি বাংলা কথাসাহিত্যে একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ গল্পকার। প্রবন্ধের হাতও পাকিয়েছেন সরস ভাষার জাত গবেষকের মতো। প্রচলিত অর্থে ক্যারিয়ার বলতে যা বুঝায় তাও তিনি অর্জন করেছেন সফলভাবে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের মতো বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের বড় কর্মকর্তা তিনি।

পারিবারিক জীবনেও সবরের ফল পেয়েছেন সাবিনা মল্লিক। বিয়ের তিন-চার বছরের মাথায় তাঁদের কোলজুড়ে এসেছে প্রথম সন্তান জুম্মি নাহদীয়া। সত্যিই যেন পূর্ণিমার চাঁদ। একদিকে মেয়ের মায়াবী মুখ, অন্যদিকে সাবিনা মল্লিকের লেখাপড়া এবং কবি মল্লিকের সংস্কৃতিপাগল জীবন। সব মিলিয়ে তাল সামলাতে হয়েছিল সাবিনা মল্লিককেই। মেয়ের চাঁদমুখও মল্লিককে ঘরে টানতে পারেনি। সংস্কৃতি চিন্তায় তাঁর সময় কেটেছে সাইমুম অফিসে, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার বিআইসিতে এবং সারাদেশে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বৃদ্ধির প্রয়াসে জেলা থেকে জেলায় সফরে সফরে।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক কর্মজীবনে প্রবেশ করেছেন ১৯৮৫ সালে। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার বা বিআইসি নামের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেন। ইসলামের জীবন দর্শন, সামাজিক পরিবেশ, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ইতিহাস ঐতিহ্যের বিষয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠান এটি। অসংখ্য গবেষণামূলক গ্রন্থ' প্রকাশিত হয় এখান থেকে। বইগুলো অনেক তথ্যসমৃদ্ধ ও গবেষণালব্ধ। সেখান থেকেই সাহিত্য-সংস্কৃতির ছোট কাগজ 'মাসিক কলম' প্রকাশিত হতো। কবি মতিউর রহমান মল্লিক সেখানে যোগদান করেন কলমের সহকারী সম্পাদক হিসেবে। তখন কলম পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন বিশিষ্ট গবেষক আবদুল মান্নান তালিব। সম্পাদক ছিলেন সমকালীন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ছড়াশিল্পী সাজজাদ হোসাইন খান। মূলত এ কলম পত্রিকাটিই ছিল লেখক তৈরির অন্যতম প্রধান কারখানা। সারাদেশ থেকে লেখক খুঁজে বের করে তাদের হাতে কলম তুলে দিয়েছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। পাঠক থেকে লেখক হয়েছে সারাদেশে এমন সংখ্যা

www.pathagar.com

একেবারে কম নয়। এ 'কলম' থেকেই তৈরি হয়েছে অসংখ্য 'কলম সৈনিক।' লেখকদের আড্ডাও জমতো এ কলম অফিসে। সত্যিকার অর্থে, কলমের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৭২ সালে, অনিয়মিত সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে। তারপর ১৯৮১ সালের দিকে এটি ত্রৈমাসিক হিসেবে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৯০ সালের পরে 'মাসিক নতুন কলম' নামে প্রকাশ করে। কবি মতিউর রহমান মল্লিক কলমের সহকারী সম্পাদক হিসেবে পাঁচ বছর দায়িত্ব পালনের পর ১৯৯০ সাল থেকে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। ইতোমধ্যে তাদের কোলজুড়ে আসে আরেকটি হীরকখণ্ড 'নাজমী নাতিয়া'। সে নাকি কবি মতিউর রহমান মল্লিকের মায়ের অবিকল ছবি নিয়ে দুনিয়ায় এসেছে। কবি মল্লিক তাকেও অনেক বেশি ভালোবাসতেন। কিন্তু তাই বলে ঘরে আটকাতে পারেনি তাঁর মায়ের আকৃতির এ মায়াবী মেয়েটিও। কবি মল্লিক বিআইসি অফিস, সাইমুম আর সংস্কৃতির মাঠে দৌড়ে বেড়িয়েছেন দিন রাত্রি সমান করে।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক কলম পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১৯৯৭ সালে। মাসিক কলম ইতোমধ্যে সারাদেশে ব্যাপক সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়েছে। সারাদেশের লেখক-গবেষকদের প্রিয় পত্রিকা তখন 'মাসিক কলম।' মল্লিকের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক দর্শনের অনুকূলে ইতোমধ্যে অনেক লেখক ও পাঠক তৈরি হয়েছে। মল্লিকের সংসার জীবনেও এসেছে আরেক সন্তান হাস্‌সান মুনহামান্না। দুই কন্যার পরে এক পুত্র। এ যেন চাওয়া-পাওয়ার এক অপূর্ব সমন্বয়।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে মতিউর রহমান মল্লিকের দক্ষতা ছিল অসাধারণ। প্রতিটি লেখা অত্যন্ত যত্নসহকারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সংশোধন করে তারপর তিনি তা কম্পোজে পাঠাতেন। সংশোধনগুলো করতেন অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে। নতুন লেখকদের লেখা ছাপানোর জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তবে তা গুণগতমান ঠিক করে। প্রয়োজনে তিনি লেখকের সাথে কথা বলে সংশোধনে হাত দিতেন। যে কোন একটি দুর্বল লেখাকে কাটাছেঁড়া করে প্রকাশনার উপযোগী করাতে তাঁর কোন জুড়ি ছিল না। তাঁর প্রুফ দেখার স্টাইলটাও ছিল দেখার মতো। লাল কালিতে সুন্দর ডিজাইন করে করে শব্দগুলো শুদ্ধভাবে লিখতেন। সত্যিই সম্পাদক হিসেবে তিনি ছিলেন অনন্য দায়িত্ববান মানুষ।

www.pathagar.com

সাহিত্য-সংস্কৃতিকেন্দ্র বিশ্বাসী অঙ্গনের একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। বিশিষ্ট লেখক আবদুল মান্নান তালিবের তত্ত্বাবধানে সংস্থাটি পরিচালিত হতো। ১৯৯০ সালে মতিউর রহমান মল্লিককে এ সংগঠনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সাহিত্য-সংস্কৃতিকেন্দ্র তখন খুব ছোট একটি প্রতিষ্ঠান। তরুণ লিখিয়ে ও সংস্কৃতি কর্মীদের নিয়ে কাজ শুরু করেছে সংগঠনটি। কবি মতিউর রহমান মল্লিক হৃদয়ের ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে এখানে কাজ শুরু করেন। এর অফিস ছিল মগবাজার ওয়ারলেস গেটের ডাক্তারের গলির ভেতর বাংলা সাহিত্য পরিষদের অফিসের একটি কক্ষে। মতিউর রহমান মল্লিক বিআইসির অফিস সেরে প্রায়ই বিকেলে আসতেন সাহিত্য-সংস্কৃতিকেন্দ্রের অফিসে। দীর্ঘ সময় তিনি এখানে তরুণ লেখক ও সংস্কৃতিকর্মীদের সাথে সময় কাটাতেন। তরুণদের সাথে বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হাসান আবদুল কাইউম সেলিম, সুসাহিত্যিক মাহবুবুল হক, সংস্কৃতি প্রেমী মোহাম্মদ আবদুল হান্নান, কবি গোলাম মোহাম্মদ, শিল্পী আবুল কাশেম, কবি তৌহিদুর রহমান, কবি মুর্শিদ-উল-আলম, কবি নাসির হেলালসহ অনেক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরাও এখানে কাজ করতেন।

কলমের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালেই মতিউর রহমান মল্লিকের সাংস্কৃতিক দর্শন ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে। প্রত্যেক জেলায় তাঁর পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠেছে অসংখ্য সংস্কৃতিপ্রেমী। তৈরি হয়েছে অসংখ্য সাহিত্য-সংস্কৃতিকর্মী। তিনি এ সময় থেকেই ভাবতেন সারাদেশে প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে নিয়ে একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনে রূপ দিতে। তাই তিনি আন্দোলনের প্রক্রিয়া নিয়ে বিকল্প চিন্তাভাবনা শুরু করেন। নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে সাপ্তাহিক সোনার বাংলা পত্রিকায় একটি সাক্ষাৎকারে এ বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন তিনি। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সাংবাদিক তাঁকে এ স্বপ্নের উপযোগিতা ও সম্ভাব্যতা নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জেলার তরুণ লেখক ও সংস্কৃতিকর্মীদের নাম উল্লেখ করে বলেছিলেন, এরাই আমার স্বপ্নের সংগঠক, আন্দোলন সফলের কাণ্ডারী। সে সাক্ষাৎকারের মধ্যে বগুড়া অঞ্চলের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সম্ভাবনাময় কাণ্ডারী হিসেবে 'মাহফুজুর রহমান আখন্দ' শব্দটিও ব্যবহার করেছিলেন যা আমাকে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

www.pathagar.com

১৯৯৭ সালের শেষ প্রহর। অবশেষে-স্বপ্ন পূরণের পালা। প্রত্যাশিত সাংস্কৃতিক প্রাঙ্গণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ হলো তাঁর। ঢাকা মোহাম্মদপুরের ৫/৫ গজনবী রোডে বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সব আয়োজন প্রস্তুত হলো। তাঁকে ঘিরে যারা সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে স্বপ্ন দেখতেন তাঁরাও হাত বাড়ালেন সহযোগিতার। এগিয়ে এলো ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.। মানবতাবাদী এ ব্যাংকের চিন্তাশীল কর্ণধারগণ এক্ষেত্রে এগিয়ে এলেন আন্তরিকভাবে। সাথে থাকলেন কবি মতিউর রহমান মল্লিকের সতীর্থ, বন্ধু-স্বজন ও সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অনুজ কর্মীবৃন্দ। শুরু হলো দিনরাত পরিশ্রম। দাঁড়িয়ে গেলো প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো।

আমার এম.এ পরীক্ষা শেষ হলো ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে। কবি মতিউর রহমান মল্লিকের আহ্বানে ঢাকা গেলাম এবং অফিসিয়াল প্রক্রিয়া শেষ করে ১৯৯৮ সালের জানুয়ারি থেকেই সংস্কৃতিকেন্দ্রে কাজ শুরু করার সুযোগ তৈরি হলো। অফিসিয়াল ডেকোরাম অনুযায়ী কবি মতিউর রহমান মল্লিক সদস্য সচিব, মাহফুজুর রহমান আখন্দ সহকারী সদস্য সচিব এবং শিল্পী হাসিনুর রব মানু অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। অনেক প্রত্যাশার এ প্রাঙ্গণ কবি, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিকর্মী, নাট্যকর্মীসহ শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির সকল শাখার মানুষের প্রত্যাশার স্থল হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই সংস্কৃতিকেন্দ্রের প্রাঙ্গণটির নাম দেয়া হয় 'প্রত্যাশা প্রাঙ্গণ'। সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার প্রাণখোলা পাদপীঠ এটি।

গজনবী রোডের এ প্রাঙ্গণে শুরু হয় প্রাণের আনাগোনা। শিল্পী, গায়ক, সুরকার, গীতিকার, কবি, ছড়াকার, অঙ্কনশিল্পী, ক্বারী, আবৃত্তিকারসহ সব ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মীরা মুখরিত করে তোলেন এ প্রাঙ্গণ। শিশু-কিশোর, নারী-পুরুষ, সব বয়সী সংস্কৃতিপ্রেমীদের আড্ডাস্থলে পরিণত হয় প্রতিষ্ঠানটি। শিশুদের আঁকা-আঁকির ক্লাস, আবৃত্তির ক্লাস, কুরআন ক্লাস, অভিনয়ের ক্লাস, গানের ক্লাস প্রভৃতির সমন্বয়ে শিশু-কিশোরদের কলকাকলী ও অভিভাবকদের প্রাণবন্ত উপস্থিতি প্রাঙ্গণকে মুখরিত করে রাখতো। শিল্পী ফরিদী নুমানের আঁকিবুকি ক্লাস, কবি নাঈম আল ইসলাম মাহিন এর শিশুনাট্য ও গানের ক্লাস, বিপরীত উচ্চারণের সাহিত্য আড্ডা, কবি নাঈম মাহমুদ, নিয়ায শাহিদী, আযাদ ওবায়দুল্লাহ, মৃধা আলাউদ্দিনসহ অসংখ্য তরুণ কবিদের কাব্যচর্চায় মুখরিত থাকতো এ প্রাঙ্গণ। কবি সৈয়দ আলী আহসান ও কবি আল মাহমুদের একক বক্তৃতা তরুণ বুদ্ধিজীবীদের প্রাণের

www.pathagar.com

খোরাক যোগাতো। নাট্যকার আরিফুল হক, ওবায়দুল হক সরকার, চলচ্চিত্র পরিচালক হাফিজ উদ্দিনসহ গুণীগুণী অভিনেতাদের নির্দেশনায় অভিনয় চর্চা করতো অভিনয় শিল্পীরা। কবি নাসির মাহমুদ, শিল্পী গোলাম মাওলাসহ সাইমুমের সাবেক ও তৎকালীন গুণীশিল্পীদের সুকণ্ঠের আবৃত্তি-গানে গমগম করতো প্রাঙ্গণের প্রতিটি কক্ষ। এ প্রসঙ্গে কবি নাসির হেলাল বলেন, মোহাম্মদপুরের গজনবী রোডে ছিল প্রত্যাশা প্রাঙ্গণের অফিস। এর দায়িত্বে কবি মতিউর রহমান মল্লিক থাকার কারণে কবি-সাহিত্যিকরাও মৌমাছির মত সেখানে গুণগুণ করতো। তাঁর ডাকে বিভিন্ন আলোচনা সভা, সেমিনার ও কবিতা পাঠের আসরে প্রায়ই যেতে হতো। আমাদের মতো দরিদ্র লেখকদের ব্যাপারটি তিনি সর্বদাই মাথায় রাখতেন।'

প্রত্যাশা প্রাঙ্গণকে অনেকটা সরাইখানাই মনে করা হতো। ঢাকার বাইরের মফস্বল অঞ্চলের লেখক-শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীরা ঢাকায় এসে এখানেই উঠতেন। রাত্রি যাপন করতেন, মত বিনিময় হতো। এখানে দু'একটি রাত্রি যাপন করে নিজেদের সমস্যাগুলো কবি মতিউর রহমান মল্লিকের সাথে আলোচনা করে সমাধানের পথ খোঁজার চেষ্টা করতেন। এটা ছিল অনেকটা রিসার্চ সেন্টার। বাইরের লেখকদের সময় দেবার জন্য কবি মল্লিকের অফিসিয়াল সময় ও ছুটির কোন দিনক্ষণ ঠিক ছিল না। ফজর থেকে মধ্যরাত্রি, কিংবা অবশেষে অফিসেই ঘুমিয়ে যেতেন তিনি। শুধু অফিসেই দুই-তিন দিন কাটিয়ে দিয়েছেন এমন নজিরও কম ছিল না। অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীরা সাপ্তাহিক ছুটি কিংবা সময়সূচির কথা বললে তিনি বলতেন, 'ভাইরে এটাতো ফরমাল কোন অফিস নয়, এটা সংস্কৃতিকেন্দ্র। সময় ক্ষণ ঠিক করলে অফিস হবে, সাংস্কৃতিক আন্দোলন হবে না। আমি তো সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যেতে চাই।'

সাহিত্য-সংস্কৃতিতে নারীদের অংশগ্রহণকে ভীষণ গুরুত্ব দিতেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। বাংলাদেশ লেখিকা সংসদের মাধ্যমে তাদের কর্মকাণ্ডকে বেগবান করার চেষ্টা করেছেন তিনি। সাপ্তাহিক সাহিত্য আড্ডা, নারী বিষয়ক সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, বিভিন্ন দিবস পালনসহ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তিনি নারীদের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করেছেন। অধ্যাপিকা চেমন আরা, কবি ও কথাশিল্পী জুবাইদা গুলশান আরা, শিল্পী আঞ্জুমান আরা, সুসাহিত্যিক খোন্দকার আয়েশা খাতুন, কথাশিল্পী সাবিনা মল্লিক, কবি কামরুন্নাহার মাকসুদা, কবি ও গবেষক আতিয়া ইসলাম, সাংবাদিক রাশিদা আমিন,

www.pathagar.com

কবি হাজেরা নজরুলসহ অসংখ্য প্রবীণ ও নবীন লিখিয়েদের মিলন মেলায় পরিণত হয়েছিল প্রত্যাশা প্রাঙ্গণ। লেখিকা সংসদের কোন অনুষ্ঠান থাকলে অফিসের সবাইকে ভীষণ ব্যস্ত রাখতেন তিনি। সেইসূত্র ধরে লেখিকা প্রাঙ্গণের কর্মকাণ্ড এখনও বহমান।

প্রত্যাশা প্রাঙ্গণ সারাদেশের প্রত্যাশার নকীব। এ প্রত্যাশা প্রাঙ্গণে কবি মতিউর রহমান মল্লিকের অফিসিয়াল সহযাত্রী হিসেবে ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ ও শিল্পী হাসিনুর রহমানসহ আরো যারা ধন্য হয়েছেন তারা হলেন- কবি ও সম্পাদক শাহিদ মুবীন, কবি ও সম্পাদক জাকির আবু জাফর, চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব শেখ আবুল কাশেম মিঠুন, শিশু সংগঠক হাসান মুর্তাজা, নাট্য ব্যক্তিত্ব মুস্তাগিছুর রহমান মুস্তাক, শিল্পী মালিক আবদুল লতিফ, গীতিকার সুরকার শিল্পী মাসুদ রানা, জনাব ওয়াসিক মামুন, কবি ও সম্পাদক আফসার নিজাম প্রমুখ।

বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরপরই সারাদেশে সংস্কৃতিকেন্দ্রের কর্মকাণ্ডকে ছড়িয়ে দেয়ার কাজ শুরু হয়। অল্পদিনের মধ্যেই রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, খুলনা, যশোর, রংপুর, বগুড়া, কক্সবাজারসহ প্রায় সব জেলাতেই এর শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়। তবে চট্টগ্রাম সংস্কৃতিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই। কবি মতিউর রহমান মল্লিক প্রায় সব কেন্দ্রেই তাঁর সহযাত্রীদের নিয়ে সফর করেছেন। নির্মাণ করেছেন পরিশীলিত শুদ্ধ সংস্কৃতির বুনিয়াদ।

বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্র বা প্রত্যাশা প্রাঙ্গণ প্রতিষ্ঠায় কবি মতিউর রহমান মল্লিকের সামনে ও পিছনে অনেক কারিগরকে পেয়েছিলেন। তাঁরা সবাই কবি মল্লিকের অগ্রজ-অনুজ বন্ধুপ্রতীম ব্যক্তিত্ব। মানবতাবাদী লেখক ও বুদ্ধিজীবী শাহ আবদুল হান্নান, বিশিষ্ট অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ আবু নাছের মুহাম্মদ আবদুজ জাহের, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মীর কাসেম আলী, সফল সংগঠক সাইফুল আলম খান মিলন, ইঞ্জিনিয়ার ইস্কান্দার আলী, মরহুম মুহাম্মদ ইউনুস, ইতিহাস গবেষক মোহাম্মদ আবদুল মান্নানসহ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ ও ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের সাথে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ থেকে শুরু করে ঢাকা ও ঢাকার বাইরের অনেক লেখক-সুহৃদকে তিনি পেয়েছিলেন একান্ত আপন করে। সকলেই যেন বিশুদ্ধ বিশ্বাসের সাংস্কৃতিক

www.pathagar.com

বুনিয়াদ নির্মাণে কবি মতিউর রহমান মল্লিকের পৃষ্ঠপোষক, সহযাত্রী এবং অনুজপ্রতীম কর্মী হিসেবে একযোগে কাজ করার প্রেরণায় উজ্জীবিত। কিন্তু মহান আল্লাহর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। কবি মতিউর রহমান মল্লিক ২০১০ সালের ১১ আগস্ট দিবাগত রাতে প্রথম রোজার সাহরীর সময় চলে গেলেন সবাইকে ছেড়ে। আলহামদুলিল্লাহ, তিনি চলে যাওয়ার পরও সংস্কৃতিকেন্দ্রের এ ধারা বহমান রয়েছে। কেননা কবি মতিউর রহমান মল্লিক শুধু ব্যক্তি মল্লিকই ছিলেন না, তিনি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন। আর তাঁর পৃষ্ঠপোষকগণও একই স্বপ্নের কাণ্ডারী। সুতরাং এ ধারা থামবে না কখনো ইনশাআল্লাহ।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়
মল্লিকের কাব্য প্রতিভা

মতিউর রহমান মল্লিকের রক্তে কবিতার ধারা প্রবাহিত ছিল বংশগতভাবেই। পারিবারিক ঐতিহ্যের ভিত্তিতেই তিনি কবিতার প্রতি ঝুঁকে পড়েন। বারুইপাড়া মাদরাসায় অধ্যায়নকালে সপ্তম-অষ্টম শ্রেণিতেই তিনি কবিতা ও গান লিখতেন। কবিতার ছন্দ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণাও পেয়েছেন তাঁর বড় ভাই কবি আহমদ আলী মল্লিকের কাছে থেকে। মাদরাসায় পড়াকালীন তিনি কবিতা লিখতেন এবং বন্ধুবান্ধবদের শোনাতেন। সবুজ মিতালী সংঘের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হতো 'দুঃসাহসী' নামের দেয়ালিকা। সেখানে মতিউর রহমান মল্লিক নিজের লেখা প্রকাশের পাশাপাশি সম্পাদনার প্রশিক্ষণটাও গ্রহণ করেছেন। নতুন লেখকদের লেখাগুলো সম্পাদনা করে নিজের হাতেই লিখে দেয়ালিকা প্রকাশ করতেন তিনি। বারুইপাড়ার গ্রামীণ পরিবেশে থেকেই তিনি লেখালেখিতে হাত পাকিয়ে ঢাকায় এসেছেন। সেই বহমান স্রোত আরো বেশি প্রাণবন্ত হয়ে কাব্যজগতে মতিউর রহমান মল্লিককে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর প্রকাশিত প্রতিটি কাব্যগ্রন্থই বাংলা সাহিত্যের একেকটি অমূল্য সম্পদ।

আবর্তিত তৃণলতা

লেখালেখির দিক থেকে অনেক এগিয়ে গেলেও কবি মতিউর রহমান মল্লিকের প্রকাশনা জগতে প্রবেশ ঘটে অনেক দেরিতে। শিশু সংগঠক ও নাট্যকার ডা. আবু হেনা আবিদ জাফরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ বন্ধ্যাত্ব ঘোচে।

www.pathagar.com

তিনি ছিলেন ঢাকা মোনালিসা প্রকাশন-এর সত্বাধিকারী। শহিদুল হাসান ও খালেদ শামসুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে ১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে বই মেলা উপলক্ষে প্রকাশিত হয় মতিউর রহমান মল্লিকের প্রথম কাব্যগ্রন্থ'আবর্তিত তৃণলতা'। শিল্পী হামিদুল ইসলামের প্রচ্ছদ ডিজাইনে প্রকাশিত বইটির গ্রন্থস্বত্ব দেয়া হয় কবিপত্নী 'সাবিনা মল্লিক' নামে। 'মহাকবি ফররুখ আহমদ পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু' স্মরণ করা হয় উৎসর্গ পত্রে। গ্রন্থটি মুদ্রিত হয় কাদেরিয়া পাবলিকেশন্স এন্ড প্রোডাক্ট লি. ও প্যানোরমা প্রিন্টিং প্রেস থেকে। বিনিময় রাখা হয় 'বাইশ টাকা মাত্র'।

'আবর্তিত তৃণলতা' তিন ফর্মার একটি কাব্যগ্রন্থ। আটত্রিশটি কবিতা স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থে। প্রতিটি কবিতাতেই ভিন্নতার স্বাদ পাওয়া যায়। প্রথম কবিতাতেই তিনি ইতিহাসের সাথে নিজেকে বেঁধে ফেলেছেন। 'মিনার' নামক এক কবিতায় তিনি বলেন-

'জীবনের মত
মৃত্যু কামনা করি।
বেঁচে রবো আমি ইতিহাস ভালবেসে।
অমরত্বের
মিনার কিছুটা গড়ি
কবিতার মত উদার তেপান্তরে।'
[আবর্তিত তৃণলতা,পৃ. ৭]

সত্যিই কবি মতিউর রহমান মল্লিক নিজেই আজ ইতিহাস হয়ে গেলেন। সে ইতিহাস জীবনের, সে ইতিহাস মননের, সে ইতিহাস সমাজ ও সংস্কৃতির। তবে ইতিহাসের সিঁড়ি হিসেবে শক্তিশালী ভিত গড়ে দিয়েছে তাঁর কবিতা। এমনকি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আবর্তিত তৃণলতা' তাঁকে বিজয়ের সুরে এ পথে হাঁটতে শিখিয়েছে। 'কেমন নিপুন ক্রীড়াবিদের মত টপকে এলাম মৌমাছি বয়স' এমন অসংখ্য উপমাশোভিত পঙ্‌ক্তি তাঁর কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর কবিতায় স্বদেশ থেকে বিদেশের চিত্রও ফুটে উঠেছে নিখুঁতভাবে। আন্তর্জাতিকতা যেমন ফুটিয়ে তুলেছেন 'ইউরোপ' কবিতায়, 'একটি হৃদয়' কবিতায় তুলে এনেছেন মননশীলতা-বাংলাদেশের অনুভূতি, 'আমার শেষ মাটিটুকু' কবিতায় তুলে এনেছেন জীবনের নির্মমতা, তেমনি অন্যান্য সব কবিতায় এসেছে জীবনের নানা অনুষঙ্গ। ইউরোপ কবিতায় কবি

www.pathagar.com

মতিউর রহমান মল্লিক বলেন-

পৃথিবীর সবদিকে মেলে শ্যেন চোখ
ওরা গড়ে তোলে লাল-শ্বেত-ভল্লুক;
বিবিধ তন্ত্র বুলডগ্ হাতিয়ার!
মূলত ওরাই আনে যুদ্ধ ভয়াল।

তিনি আরো বলেন-

মাতালের মহাদেশে বুড়োরা আকাল-
অচল মুদ্রা বড় অহেতুক বোঝা!
মানুষের চেয়ে প্রিয় ওখানে কুকুর
হৃদয়বাদের সব আলোক নিখোঁজ।
[আবর্তিত তৃণলতা, পৃ. ১৪]

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের কবিতায় বরাবরই বৃক্ষের সম্পৃক্ততা খুব বেশি। সবুজ পরিবেশ ও গাছপালা তাঁর কবিতার সাথে পুরোপুরি সম্পৃক্ত থাকে। 'আবর্তিত তৃণলতা'র নামকরণ থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি কবিতাতেই বৃক্ষের পরশ দেখা যায়। হৃদয়কেও দেখেন তিনি বৃক্ষের মূলের মতো করে–
একটি হৃদয় ফুলের মত, সুরমা নদীর কূলের মত,
বট পাকুড়ের মূলের মতো।
[আবর্তিত তৃণলতা, পৃ. ১৮]

'আবর্তিত তৃণলতা' কবি মতিউর রহমান মল্লিকের প্রথম কাব্যগ্রন্থ' হলেও এটি তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কবিতাগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। আশির দশকের কবিদের প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যকার এটি একটি সাড়া জাগানো গ্রন্থ'। অনেকেই এটাকে আশির দশকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ বলে চিহ্নিত করেছেন। কবি মতিউর রহমান মল্লিকের অন্যতম সহযাত্রী কবি মোশাররফ হোসেন খান বলেন, 'আবর্তিত তৃণলতা', কাব্যগ্রন্থ এক ধরনের কবিতা দ্যুতি, বিশ্বাসের ফল্গুধারায় ও সাহসী উচ্চারণের জোয়ার উপচে উঠেছে। একজন শক্তিমান কবি হিসাবেও তিনি তাঁর প্রমাণ রেখেছেন এই কাব্যগ্রন্থে। আমাদের কবিতার জমিটাকে করেছেন আরও উর্বর ও পলিসমৃদ্ধ। তাঁর সেই

www.pathagar.com

কবিতার শক্তি বহমান ছিল। মাঝে মাঝেই বিদ্যুৎ চমকের মতো ঝলকে উঠতো।'

কবি মতিউর রহমান মল্লিক ছিলেন ভীষণ অন্তরাল পরায়ণ মানুষ। যেখানে ১৯৬৭-৬৮ সালে কবিতা ও গানে হাত পাকিয়েছেন, ১৯৮৫ সালে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছেন, অথচ একটা কবিতার বইও তৎক্ষণে বের করেননি। এ ধরনের লেখককে অন্তরালপ্রবণ কবিও বলা যায়। অথচ বিশ বছর যাবৎ তিনি পত্র-পত্রিকায় লিখে আসছেন দাপটের সাথে। হাতও পাকিয়েছেন প্রতিষ্ঠিত লেখক হিসেবে। তাই তাঁর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশনা উপলক্ষে কবি আল মাহমুদ অন্তরাল পরায়ণ বলেই তাঁকে উল্লেখ করেছেন। কবি আল মাহমুদের সে মন্তব্য 'আবর্তিত তৃণলতা' গ্রন্থে'র প্রচ্ছদ মলাটে উল্লেখ করা হয়েছে- 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র সাহিত্য পরিসরে যে ক'জন অন্তরাল পরায়ণ কবি আছেন এদের মধ্যে মতিউর রহমান মল্লিকের রচনা আমাকে স্পর্শ করে বেশি। কোলাহল বিমুখ এইসব কবিদের কাব্যপ্রতিভাই আমাদের সাহিত্যের প্রাণশক্তি। আমাদের কাব্যাঙ্গনে আস্থা ও বিশ্বাসের একটি স্বতন্ত্রধারা নির্মাণে এদের অবদান একদিন নিশ্চয়ই গ্রাহ্য করা হবে। আর এদের সাফল্যই হল আস্থাপূর্ণ সাহিত্যের বিজয়।' কবি আল মাহমুদের সে প্রত্যাশা আজ পুরোপুরিভাবেই সত্যে পরিণত হয়েছে।

অনবরত বৃক্ষের গান

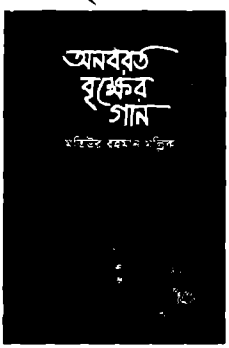

'অনবরত বৃক্ষের গান' মতিউর রহমান মল্লিকের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে ২০০১ সালের একুশে বইমেলায়। ১৯৮৭ সালের পর দীর্ঘ বিরতি। প্রায় চৌদ্দ বছর পরে আরেক গ্রন্থ। সম্ভবত এমন বিরতি খুব কম

www.pathagar.com

লেখকের জীবনেই ঘটে থাকে। কবি আল মাহমুদের সেই অন্তরাল পরায়ণ শব্দের সার্থক প্রয়োগ বলা যায় বৈকি। হয়তো কোন ক্ষোভ-অভিমান কিংবা লুকিয়ে থাকার প্রবণতাই তাঁকে বিরতিতে সহায়তা করেছে। তবুও সংস্কৃতিপ্রেমী আবু সাঈদ মুহাম্মদ ফারুক, কবি নাঈম মাহমুদ ও কবি আহমদ বাসিরের পীড়াপীড়ির কারণে তিনি শেষ পর্যন্ত বইটি প্রকাশে আগ্রহী হয়েছিলেন। তারাই মূলত 'বিপরীত উচ্চারণ' থেকে প্রকাশ করেছেন বইটি। কবি মতিউর রহমান মল্লিক অবশ্য তাদের কৃতজ্ঞতা জানাতে ভোলেননি। কবিপত্নী সাবিনা মল্লিককে গ্রন্থ স্বত্ব দিয়ে বইটির মূল্য রাখা হয়েছে পঞ্চাশ টাকা। নামকরণের সাথে সঙ্গতি রেখে দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদ করেছেন শিল্পী ফরিদী নুমান। 'মীর কাসেম আলী শ্রদ্ধাভাজনেষু' লিখেছেন উৎসর্গ পাতায়।

'অনবরত বৃক্ষের গান' তিন ফর্মার একটি কাব্যগ্রন্থ। ঊনত্রিশটি কবিতার সমাবেশ ঘটেছে এ বইয়ে। প্রতিটি কবিতার ছত্রে ছত্রে চিত্রিত হয়েছে প্রেম, প্রকৃতি, স্বদেশের পটভূমি, সামাজিক পরিবেশ, ইতিহাস, ঐতিহ্যচেতনা, মানবিক বোধ- বিশ্বাস এবং আদর্শিক ভাবধারায় নন্দনতত্ত্বের এক উজ্জ্বল আভা। 'আবর্তিত তৃণলতার' মতোই এ গ্রন্থের বৃক্ষ ও সবুজ প্রকৃতিকে ঠাঁই দিয়েছেন শীর্ষ উপমা হিসেবে। মনে হয় সবুজের সাথে একটা সুনিবিড় টান প্রতিভাত হয়েছে এখানে। বারুইপাড়ার সবুজ প্রকৃতি কবির মন-মানসিকতায় এতটাই গ্রথিত হয়েছে যে, সবুজ প্রকৃতির চোখেই তিনি দেখেছেন জীবনবোধ, মানবিক সংকট, শহুরে খটখটে ইট-পাথরের জীবন প্রণালী। লাল সবুজের শোভিত প্রিয় বাংলাদেশকে হৃদয়ের ক্যানভাসে এঁকেছেন একেবারে সবুজাভ দৃশ্যপটে। তাইতো এ বইয়ের নামও বৃক্ষের সাথে সঙ্গতি রেখেই 'অনবরত বৃক্ষের গান' রেখেছেন কবি।

মতিউর রহমান মল্লিক আধুনিক বিশ্বাসী ধারার কবিদের অন্যতম। কবি কাজী নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদ ও আল মাহমুদের যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে বিশ্বাসী ধারাকে উচ্চকিত করেছেন তিনি। তবে মল্লিকের বিশ্বাসী ধারায় খানিকটা ভিন্নতা আছে। তিনি ইসলামের পুরো আঙ্গিককে বিশ্বাসের ছায়ায় তুলে এনেছেন। তাঁর বিশ্বাসে কোন খণ্ডিত বিষয় ছিল না।

একজন পূর্ণ মুমিন হিসেবে জীবন যাপনের জন্য ইসলামের বিজয় যে অনিবার্য এ বিষয়টি তিনি অকপটে ঘোষণা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি কোন রাখঢাক করা পছন্দ করতেন না। তবে সাহিত্যের যে মর্যাদা, সাহিত্যিক অনুভূতি, কাব্যসত্ত্বা, কবিতার কবিতাত্ব অক্ষুণ্ন রেখেই তিনি তা বলেছেন। নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক খোন্দকার আয়েশা খাতুন এ প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন–

www.pathagar.com

"নজরুলের খেয়ায় চড়ে ফররুখের নারঙ্গী বনের সবুজ পাতার কাঁপন মল্লিক অনুভূতির কুঁড়িতে বিপ্লবের শিশির জড়িয়ে জাগ্রত করেছেন বিশ্বাসকে। নজরুল যখন মাগরিবের আযান শুনেন, ফররুখের আকুতি 'তবুও তুমি জাগলে না', মল্লিক তখন আশাবাদ ব্যক্ত করেন– 'কোন একদিন এদেশের আকাশে কলেমার পতাকা দুলবে।" মঞ্জিল হিসেবে কবি পবিত্র কুরআনের আলোকিত পথ ও আল্লাহর সন্তোষকেই দেখে থাকেন। 'অনবরত বৃক্ষের গান' গ্রন্থের 'মনজিল কত দূরে' নামক দীর্ঘ কবিতার সব শেষ অংশে কবি মতিউর রহমান মল্লিক উল্লেখ করেন–

তবুও আমার মনজিলে যাওয়া চাই:
যেখানে পূর্ণ ইনসানিয়াত বিকাশের রাহা পায়;
যেখানে মানুষ পূর্ণ হিসাব-নিকাশের রাহা পায়।
খোদার রহম- ঋদ্ধ সেই সে মনজিল পাওয়া চাই,
আল-কোরানের দীপ্ত দৃপ্ত মনজিল পাওয়া চাই,
সকল বর্ণ-জাত ও জাতির তীর্থ-তৃপ্ত মনজিল পাওয়া চাই,
যতদূরে থাক তবু যে আমার মনজিলে যাওয়া চাই।
[অনবরত বৃক্ষের গান, পৃ. ২৭]

'অনবরত বৃক্ষের গানে' কবি মতিউর রহমান মল্লিক বিশ্বাসকে উচ্চকিত করেছেন দৃঢ়ভাবে। শুধু তিনি একাই নন, বিশ্বাসী ধারাকে শক্তিশালী করতে তিনি অনেককেই সহযাত্রী হিসেবে পেয়েছেন। যে কারণে আশির দশক থেকে বাংলা সাহিত্যে বিশ্বাসী লেখকদের একটি শক্তিশালী ধারা প্রবাহমান হয়েছে। কবি ও প্রাবন্ধিক রফিক মুহাম্মদ এ সম্পর্কে আরো খোলসা করে বলেছেন। তিনি উল্লেখ করেন– 'বাংলা কবিতাকে নাস্তিক্য ও মার্কসীয় বস্তুবাদ থেকে মুক্ত করার সংগ্রাম আশির দশকের কবিরা শুরু করেছিলেন। আর এই সংগ্রামী কবিদের অগ্রনায়ক ছিলেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। তিনি তাঁর বিশ্বাসী চেতনার রঙে রাঙিয়েছেন তাঁর কবিতাকে। তাঁর কবিতা রোমান্টিক আবহে আধ্যাত্মিক রসে সিঞ্চিত। মানবপ্রেম এবং প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যদিয়ে মতিউর রহমান মল্লিক তাঁর কবিতার বিশ্বাসী চেতনাকে অত্যন্ত নিপুণতার সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর লেখা দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'অনবরত বৃক্ষের গান' পুনরায় পাঠের পর আমার এমনই মনে হয়েছে।'
কবি মতিউর রহমান মল্লিকের কবিতাগুলো মূলত রোমান্টিকতার আবরণে আবৃত।

www.pathagar.com

উপমা উৎপ্রেক্ষাতেও প্রকৃতিকে টেনে এনেছেন বারবার। শব্দ চয়নেও অত্যন্ত আধুনিকতাকে স্পর্শ করেছেন। তাই তাঁর বিশ্বাসী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে মনোমুগ্ধকর শৈল্পিক আঙ্গিকে। তিনি মানুষের হৃদয়বৃত্তি এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যদিয়ে আধ্যাত্মবাদকে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'অনবরত বৃক্ষের গান' এর প্রথম কবিতা 'বোরকাধারয়িতা ও দারুবৃক্ষের স্তোত্র' কবিতায় তিনি উল্লেখ করেন-

দারুবৃক্ষের মত রুচিশীল বৃক্ষ আমি আর দেখিনা
আমি আর দেখিনা এমন বিনয়ী বৃক্ষ...
...
তাহলে একটি পূর্ণাঙ্গ দারুবৃক্ষ কি
একটি পরিমার্জিত পাহাড়ের সৌসাদৃশ্য
অথবা এক বোরকাধারয়িতা ললনার
পবিত্রতম প্রতিচ্ছবি।
[অনবরত বৃক্ষের গান, পৃ. ৯]

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের কবিতায় নারী উঠে আসে ভিন্ন মাত্রায়, অন্যরকম আঙ্গিকে। বোরকা পরিহিতা ললনাকে তিনি পবিত্রতম প্রতিচ্ছবি হিসেবে দারুবৃক্ষের উপমায় টেনেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে সব গাছ যেমন বৃক্ষ নয়, সকল কাব্যরচিয়তাই যেমন কবি নয়, তেমনি সব মহিলাকেই তিনি নারী হিসেবে আখ্যায়িত করতে নারাজ। তিনি উল্লেখ করেন-
কুসুমিত মহিলারাও দেখি নক্ষত্রের মত
আছে সর্বত্রই;
শুধু নারীই কমে গেছে কবে;
চোখে পড়ে না।
[অনবরত বৃক্ষের গান, পৃ. ২৮]

www.pathagar.com

নারীকে তিনি দেখেছেন বিচিত্র ভঙ্গিতে। সত্যিকার নারী মানেই জীবনের বসন্ত, শান্তির প্রতীক, আনন্দ সঞ্চারী। আর নারী নামের কিছু মহিলাকে তিনি অসহ্য যন্ত্রনার ভাণ্ডার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অত্যন্ত সহজ আকর্ষণীয় উপমায় তিনি নারীকে চিত্রিত করেছেন এভাবে-

নারী।
কখনো কখনো চৈত্রের দাবদাহ
কখনো কখনো আগুনে বানানো শাড়ি
নারী।
কখনো কখনো বসন্তকাল
অনন্ত কোন আনন্দ সঞ্চারী
[অনবরত বৃক্ষের গান, পৃ. ৩৫]

'অনবরত বৃক্ষের গান' কাব্যের একটি তাৎপর্যপূর্ণ কবিতা 'ঘর পুড়ে যাচ্ছে ঘর'। আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ, বাংলাদেশের মানুষ, নদ-নদী, দেশের স্বাধীনতা, লোকালয়, বিবেক ও এদেশের ষড়ঋতু, মানুষের বিশ্বাস ও ইনসাফ, দেশের সংবিধান ও আইন কানুন, মানবিক নিরাপত্তা, সরকার ও গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও ভাঙ্গাগড়াকে ঘিরে লিখেছেন এ কবিতাটি। কবিতার শব্দচয়ন, উপমা ও কাব্যময়তায় নতুনত্বের স্বাদ রয়েছে। বর্ণনাভঙ্গিও অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তবে সব কিছুতেই খানিকটা হতাশার কথা থাকলেও তা বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে সৌন্দর্যের মোড়কেই উপস্থাপিত করেছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। কবিতার সূচনা করেছেন তিনি এভাবে-

ঘরের মধ্যে কী সুন্দর ঘর পুড়ে যাচ্ছে,ঘর
মনের মধ্যে কী সুন্দর তুষের আগুন
ঠিক যেমন দেশের মধ্যে দেশ
প্রতিদিন বিদগ্ধ হলো।

কবিতার শেষের অংশে গিয়ে উন্নয়ন ও নির্মাণের বিষয়টি তুলে এনেছেন এভাবে-
উন্নয়নে মধ্যে কী সুন্দর উন্নয়ন জ্বলে যাচ্ছে, উন্নয়ন!
গড়ে তোলার মধ্যে কী সুন্দর ভাঙনের শব্দাবলী
ঠিক যেমন স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন
অনবরত ধর্ষিত হলো।
[অনবরত বৃক্ষের গান, পৃ. ৪৬-৪৭]

www.pathagar.com

'অনবরত বৃক্ষের গান' কাব্যের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনায় একথা বলাই যায় যে, আবর্তিত তৃণলতায় তিনি কাব্যজগতে নিজের অস্তিত্বের জানান দিয়েছেন, আর 'অনবরত বৃক্ষের গান' কাব্যে নিজেকে মেলে ধরেছেন কাব্য জগতের উজ্জ্বল সভায়। গ্রন্থটির প্রকাশকের বক্তব্যের সূত্র ধরে বলাই যায়- 'একজন স্বপ্নচারী কবির সামাজিক সংকট ও চাহিদার সু-গভীর উপলব্ধি কতটা হৃদয়পূর্ণ, 'অনবরত বৃক্ষের গান' পাঠ করলে তার জবাব পাওয়া যায়।' কবি মতিউর রহমান মল্লিক যে একজন সৌন্দর্যবাদী রোমান্টিক বিশ্বাসী কবিপুরুষ তা এ কাব্যগ্রন্থটি পাঠ করলেই সহজে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তোমার ভাষায় তীক্ষ্ণ ছোরা

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থের নাম 'তোমার ভাষায় তীক্ষ্ণ ছোরা'। ২০০৫ সালে এ গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে বাংলা সাহিত্য পরিষদ। গ্রন্থস্বত্ব সাবিনা মল্লিক। প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছেন কবি আফসার নিজাম। তিন ফর্মার এ কাব্যগ্রন্থটির মূল্য ধরা হয়েছে পঞ্চাশ টাকা। গ্রন্থের উপঢৌকন দেয়া হয়েছে তরুণ প্রজন্মের চারজন কবিকে। সে সৌভাগ্যবান কবিরা হচ্ছেন- কবি জাকির আবু জাফর, কবি ওমর বিশ্বাস, কবি আফসার নিজাম ও কবি রেদওয়ানুল হক।

'তোমার ভাষায় তীক্ষ্ণ ছোরা' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোতে পূর্বের দুটি কাব্যের চেয়ে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে। তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ হিসেবে কবি মতিউর রহমান মল্লিকেরও তৃতীয় ধাপের উন্নয়ন লক্ষ্য করা গেছে এ কবিতা গ্রন্থে। এ গ্রন্থে দুই ধরনের কবিতা ঠাঁই পেয়েছে। আঠারটি কবিতাকে বলা হয়েছে স্বল্পদৈর্ঘ্য কবিতা এবং ছয়টি দীর্ঘ কবিতা নামে উপস্থাপন করা হয়েছে।

www.pathagar.com

কবিতার বিষয়বস্তু উপমা ও শব্দপ্রয়োগেও আগের দুই গ্রন্থের চেয়ে ভিন্নতর। এ কাব্যে বৃক্ষ ও প্রকৃতিকে ততো বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়নি। তবে রাজনীতি, মানবিক বিপর্যয়, মানবতার অবমূল্যায়ন, অন্যায়, জুলুম, নির্যাতন, পেশিশক্তির যথেচ্ছ ব্যবহার, ক্ষমতার অপব্যবহার, বিশ্বমোড়লদের দেউলিয়াপনা ও মাতব্বরী এ কাব্যে বেশি ফুঁটে উঠেছে। ভাষা প্রয়োগেও আধুনিকতাকে আরো বেশি স্পর্শ করেছেন কবি।

'কবি ও কবিতা' এ গ্রন্থের প্রথম কবিতা। এ কবিতায় কবি স্বত্ত্বার বিবরণ উঠে এসেছে। শুধু শিল্পের জন্য শিল্প নির্মাণ কবিদের মৌলিক কাজ নয়– সামাজিক দায়বদ্ধতাকে বুকে জড়িয়েই শিল্পচর্চা কবিদের মৌলিক দায়িত্ব হওয়া উচিত বলে মতিউর রহমান মল্লিক মনে করেন। কবি যা দেখেন তারও গভীরে তার বিচরণ হয়। ইংরেজ লেখক Aldous Huxlex তাঁর Tragedy and the Whole Truth প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন, 'আমাদের মতো সাধারণ লোকের সঙ্গে কবিদের পার্থক্য এই যে, তারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি দেখেন, অনেক বেশি অনুভব করেন এবং সেটা প্রকাশ করার অসামান্য ক্ষমতা রাখেন।' তাইতো কবি আল মাহমুদ যথার্থই বলেছিলেন, 'আমি বহুকাল ধরে বলেছি আমার চোখে কোনো অসুখ নেই। আর যদি থেকেই থাকে সেটা এক বেশি বেশি দেখার দৈব বিমার। আমি গাছের দিকে চেয়ে শত বছর পরে সে যে ফুল ফোঁটাবে সেইসব কুসুমের সমারোহ দেখি।' মূলত কবির চোখ শুধু উপরের দৃষ্টিতেই থেমে থাকে না গভীরে পৌঁছে তার অস্থিমজ্জা খুঁজে আনে। কবির মন শুধু আকাশে উড়ে না- দিগন্তের সকল সম্ভাবনাকে টেনে আনে। শুধু আলংকারিক সাহিত্য সৃষ্টিই কবির কাজ নয়- কবির কাজ মানবতার কল্যাণে ঝরনাধারার অনুসন্ধান করা। আর সেটা হতে হবে বিশ্বাসকে ঘিরেই। সত্যিকার অর্থে কবি মতিউর রহমান মল্লিক এর অন্তদৃষ্টি, তাঁর অনুভূতির প্রগাঢ়তা এবং তাঁর প্রকাশ ভঙ্গির নৈপুণ্য অসাধারণ। যেমন কবি মল্লিক বলেন-

কবি কি অলংকারের স্বর্ণ ঈগল
উপমার জালের ভেতর পালক ঝরায়
এবং সে তার ইচ্ছেমতো দেয়না উড়াল দিগন্তরে
কবি কি ডুব দেবে না
ভাবের স্বচ্ছ সম্ভাবনায়

www.pathagar.com

শিকড়পন্থী মহান মানুষ
তৃপ্ত রবেই ডালপালাতেই?
[তোমার ভাষায় তীক্ষ্ণ ছোরা, পৃ. ৭]

'পারিব না এ কথাটি বলিও না আর' কবিতার মধ্যে কবি কালী প্রসন্ন ঘোষ যেমন না বলাকে নিরুৎসাহিত করেছেন তেমনি সে বিষয়টিকে কবি মতিউর রহমান মল্লিক চিত্রিত করেছেন একেবারে অত্যাধুনিক ঢঙে। উপমাতেও তিনি স্বভাবগত ও হৃদয়ঘটিত বৃক্ষকে তুলে এনেছেন। 'বৃক্ষের নামতা' কবিতার শুরুতে কবি মতিউর রহমান মল্লিক বলেন–

তুমি কেবলই না না করো
অথচ বিষয়ের প্রতিটি প্রান্তেই কী
না না'র মতো পতাকা উড়ছে?

মরুভূমিকে দেখলেই হতাশ হতে হবে এমন নিরাশাবাদকে কবি মতিউর রহমান মল্লিক দূরে ঠেলতে বলেছেন। যেখানে অসম্ভব ভিড় করে সেখানেও সম্ভাবনাকে খুঁজে দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। তিনি এ কবিতার শেষ স্তবকে বলেন-

একটা বৃক্ষের সমস্ত শরীর জুড়েই হাঁ-হাঁ
মূলত এখন তোমার বারবারই
বৃক্ষের নামতা পড়া দরকার।
[তোমার ভাষায় তীক্ষ্ণ ছোরা, পৃ. ৮]

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের ছন্নছাড়া জীবন ছিল শুরু থেকেই। বিষয়বৈভব, অর্থবিত্ত, সাজানো সংসার, বাড়িঘর কোন কিছুর প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল না। 'পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়, মরণ একদিন মুছে দেবে সকল রঙিন পরিচয়।' তাই রঙিন পরিচয়কে তিনি প্রাধান্য না দিয়ে শেকড়কে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি সেই জীবনকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন যে জীবনের শুরু আছে শেষ নেই। তাই তিনি অর্থকে অনর্থের মূল ভেবেই সত্যেই পিছনে ছুটেছেন, ছুটেছেন প্রভুর সন্তোষের দিকে। মানুষদের অর্থের পিছনে ছুটাছুটিকে তিনি নিরুৎসাহিত করেছেন- অবাক বিস্ময়ে তিনি এর বিরোধীতা করেছেন। অতি তুচ্ছ হিসেবে দেখেছেন এসব কাজকে। তবে তা চিত্রিত করেছেন একেবারে শৈল্পিক ও কাব্যিক শর্ত মেনেই।

www.pathagar.com

কী অদ্ভূত তাঁর বাক্যগঠন-শব্দচয়ন, উপমার সমাবেশ-

'মানুষ কি কেবলই তিনটি মুদ্রিত হরিণ
অথবা একটি স্বাক্ষরিত শাপলার
পেছনেই ছুটে বেড়াবে?
উপর্যুপরি দুই হাতের তালুতে প্রাণপঙ্কগুলো
ডলে ডলে ধুরন্ধর চিলের মতো
শিকার করে বেড়াবে
মৃত্যুমুখে পতিত ধেড়ে ইঁদুর, স্বার্থের ইঁদুর।
[তোমার ভাষায় তীক্ষ্ণ ছোরা, পৃ. ১৪]।

ইতিহাস কবিতা নয়, তবে কবিতা অনেক সময় ইতিহাস হয়ে যায়। ইতিহাসের গলিপথ ঘুরে আসে কবিতা। কবিতার পঙ্‌ক্তির পরতে পরতে ঝুলে থাকে ইতিহাসের রঙিন ফুল-ফল-ফসল। আর এমন কবিতাই হয়ে যায় কালজয়ী-ইতিহাসের ইতিহাস, ইতিহাসের উপাদান। ইতিহাস সচেতন কবি মতিউর রহমান মল্লিকের কবিতার পরতে পরতে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস থেকে শুরু করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইতিহাসের উপাদান ছড়িয়ে আছে শৈল্পিক ও কাব্যিক ঢঙে- এখানেই কবি মতিউর রহমান মল্লিকের অনেক বড় স্বার্থকতা। প্রতারণা, মুনাফেকী ও বেঈমানী না থাকলে সর্বত্রই সম্ভাবনার সমারোহ দেখা যায়। আমাদের প্রিয় জন্মভূমি এ বাংলাদেশের অফুরন্ত সম্ভাবনাকে সমূলে বিনষ্ট করে দেয় আমাদের দ্বৈতয়িক আচরণ। তাইতো কবি মতিউর রহমান মল্লিক উল্লেখ করেন-

দেখো সিরাজউদ্দৌলা একা না হয়ে গেলে
পৃথিবীর চেয়েও বড় একটা বাংলাদেশ
আমরা পেয়ে যেতাম-
অন্যদিকে অনেকগুলো মীরজাফর ছিল বলেই
আমাদের আর মীরজাফরের অভাব হয় না।
[তোমার ভাষায় তীক্ষ্ণ ছোরা, পৃ. ২৩]।
'পৃথিবীর চেয়েও বড় একটা বাংলাদেশ' পঙ্‌ক্তিটি বাহ্যত অবাস্তব ও অতিকথন বলেই মনে হয়। কিন্তু না, এটা একটা কুশলী শব্দ। কেননা আমাদের সততা থাকলে সম্ভাবনাময় এ বাংলাদেশকে পৃথিবীর সবচেয়ে

www.pathagar.com

উন্নত দেশে পরিণত করা সম্ভব হতো। সত্যিই কি অসাধারণ শব্দের ব্যবহার।

কবিরা সাধারণত দেশ জাতি কালের ভেতরেই শুধু থাকেন না, তারা যোগ্যতা বলে হয়ে ওঠেন এ সবের উর্ধ্বে। তারা সকল কালের, সকল দেশের সকল মানুষের। কবি মতিউর রহমান মল্লিকও এখন সকলের, সকল দেশের সকল সময়ের। তথ্য প্রযুক্তির কারণে গোটা বিশ্ব এখন এপাড়া ওপাড়া। সকলের খবর পাওয়া যায় এক নিমিষে। তাইতো বলা হয়, পৃথিবী এখন হাতের মুঠোয়। একটু নজর দিলেই চোখে পড়ে মানবতার আর্তনাদ, হত্যা, খুন, ধর্ষণ, বারুদ আর বারুদ। বসনিয়া, চেচনিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, আরাকান, কাশ্মির, ভারতসহ গোটা বিশ্বের মুসলমানদের আর্তনাদ। সর্বত্র হায়েনাদের ছোবল, লোলুপ শ্যেনদৃষ্টি, রক্তপিচ্ছিল ইতিহাস। মানবতাবাদী কবি মতিউর রহমান মল্লিক এসবের বিরুদ্ধে সাহসী উচ্চারণ করেছেন বিভিন্ন কবিতা ও গানে। তবে তিনি হতাশাবাদী মানুষ নন। ঘনকালো অমাবশ্যাতেও তিনি আলোর প্রত্যাশী। 'তবুও আকাশে চাঁদ' নামের দীর্ঘ কবিতায় তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন-

রোহিঙ্গাদের বুকের ওপরে স্বাধীনতা বিরোধীরা
আরাকানীদের মাথার ওপরে গৃধ্রের কালো ছায়া
আরব সাগরে সাদা ভল্লুক নামে
নীল দরিয়ায় সাদা ভল্লুক নামে
ফিলিস্তিনের পথে প্রান্তরে মাগদুব-দল্‌লীন
সুদ- খেকো গৃধ্রেরা
এবং এখন দাঁতাল শুয়োর
সাদা ভল্লুক কোনখানে নামেনি যে
কোন খানে নামেনি যে
তবুও আকাশে চাঁদ।
হঠাৎ কখন ভুরুর আড়ালে
তলোয়ার-বাঁকা-চাঁদ।

আশাবাদী কবি মতিউর রহমান মল্লিক আরো উল্লেখ করেন-

চাঁদের ভেতরে অবিসংবাদী আলো
চাঁদের ভেতরে দশ কোটি পথ জ্বলে

www.pathagar.com

চাঁদের ভেতরে সমুদ্র দশ কোটি
চাঁদের ভেতরে দশ কোটি সূর্যরা
চাঁদের ভেতরে দশ কোটি আশ্বাস
প্রতিপক্ষের তপসার কাছে পরাভব মানে না তো
পদক্ষেপের দোরগোড়াতেই
সাহসের মতো দোল
আল্লাহর আয়াত প্রেরণার দোল
ভুরুর আড়ালে হঠাৎ কখন
তলোয়ার-বাঁকা-চাঁদ
ঈদের তন্বী চাঁদ।
[তোমার ভাষায় তীক্ষ্ণ ছোরা, পৃ. ২৯-৩০]

কবি মতিউর রহমান মল্লিক যে একজন আদর্শবাদী বিপ্লবী ও প্রতিবাদী কবি 'তোমার ভাষায় তীক্ষ্ণ ছোরা' কাব্যগ্রন্থটি পড়লে তা পুরোপুরি অনুভব করা যায়। তাঁর প্রতিবাদ মানবতার পক্ষে, সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে, বিশ্বাসী আদর্শের পক্ষে। তিনি আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন। সকল ধরনের অন্যায়, জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাঁর কলমসংগ্রাম। তাইতো শত সহস্র বাধা বিঘ্নতেও তিনি হতাশ হন না, স্বপ্নের বীজ বুনে এগিয়ে যান সামনে- সম্ভাবনার দুয়ার উন্মুক্ত করে।

www.pathagar.com

চিত্রল প্রজাপতি

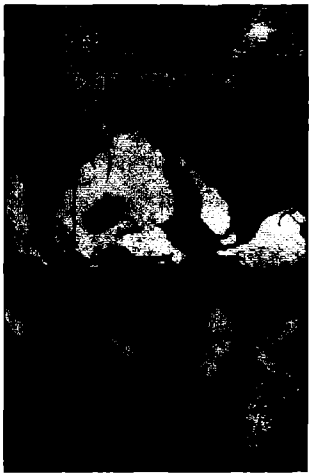

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'চিত্রল প্রজাপতি'। কবি আফসার নিজামের আঁকা প্রচ্ছদে গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে প্রফেসরস পাবলিকেশন্স, ঢাকা। গ্রন্থ স্বত্ব সাবিনা মল্লিক। তিন ফর্মার ঝকঝকে ছাপা এ গ্রন্থটির বিনিময় নির্ধারণ করা হয়েছে ষাট টাকা। সমকালীন বাংলা সাহিত্যের প্রধান কবি আল মাহমুদকে কবি সম্রাট আখ্যা দিয়ে একটি সনেট এর মাধ্যমে উপঢৌকন দেয়া হয়েছে। সনেটের শেষ দুই ছত্রে বলা হয়েছে- 'বুকের গভীরে তাঁর মাটি-নদী-মাঠ, তাঁকে শুধু বলা যায় কবি সম্রাট।' সত্যিই পঙ্‌ক্তিটি যথাযথভাবে কবি আল মাহমুদের জন্যই মানায়।

আটচল্লিশ পৃষ্ঠার ঝকঝকে অফসেট কাগজে ছাপা কবিতার বই 'চিত্রল প্রজাপতি।' বইটির নামের মধ্যেই এক ধরনের রোমান্টিকতা খেলা করে। চল্লিশটি কবিতার সন্নিবেশ ঘটেছে গ্রন্থটিতে। প্রতিটি কবিতাই এক পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ অর্থাৎ এখানে কোন দীর্ঘ কবিতা নেই। এ বইয়ের ১১টি কবিতা আছে উপঢৌকন ও স্মরণ হিসেবে। 'তুমি একটা নদীই' কবিতাটি রেলিং ধরা নদীর কবি আবদুল হাই শিকদারকে, 'প্রখর মানুষ' মীর কাসেম আলী, 'আফসার নিজাম এবং আহমদ বাসিরের ভূগোল' কবি রেদওয়ানুল হককে, 'পাতার বৃত্তান্ত' কবি সোলায়মান আহসানকে, 'অভিনয় পুরুষ' ওবায়দুল হক সরকারকে, 'কবিতা' কবি হাসান আলীমকে, 'আসবে নতুন স্রোতধারা' কবি আবু তাহের বেলালকে, 'মুখোমুখি' কবি সাজজাদ হোসাইন খানকে,

www.pathagar.com

'বীজ' শহিদ অধ্যাপক গাজী আবু বকর স্মরণে, 'পথিক' সাবিনা মল্লিককে এবং সর্বশেষ কবিতা 'মানবতাবাদী' শাহ আবদুল হান্নানকে উপঢৌকনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং স্মরণ ও উপঢৌকনের পরিপ্রেক্ষিতে এ গ্রন্থটিতে এক ধরনের ভিন্ন মাত্রা যোগ হয়েছে।

চিত্রল প্রজাপতির প্রথম কবিতা 'বৃষ্টিরা'। এ এক অদ্ভুত-অসাধারণ কবিতা। কবি মতিউর রহমান মল্লিক মনে করেন, কবিতা শুধু শব্দ, অলংকার আর উপমার ব্যাপার নয়। শব্দের সীমাবদ্ধতাকে ডিঙিয়ে অসীমকে ধরার চেষ্টাই কবিতা। তাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চিত্রকল্প, উপমা ও ছন্দের সাহচর্যে তাঁর কবিতা ডুব দেয় ভাবের স্বচ্ছ সম্ভাবনায়। কবি এখানে বৃষ্টিকে নরম কাশফুল, কোমল উপলব্ধি এবং প্রেমের প্রথম কান্নার সাথে তুলনা করেছেন। তুলনার বৈচিত্র এবং ভিন্নতা বৃষ্টিকে প্রসারিত করেছে। এখানে বৃষ্টি মানে শুধু বৃষ্টি নয়, বৃষ্টি এক মহার্ঘ বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এ ধরনের উপমা কবি মতিউর রহমান মল্লিকের কলমেই মানায়। কবি তাঁর কবিতায় উল্লেখ করেন-

ঐকতানের মত পবিত্রতম বৃষ্টিরা নাজিল হয়ে যায়
শুভ্র এবং শুভ্রতার মত
নরম কাশফুলেরা নেমে আসে আকাশ থেকে
অথবা কোমল উপলব্ধির মত
স্বপ্নের পাখিরা একই সঙ্গে
ডানা মেলে দিলো পৃথিবীর ওপর।
[চিত্রল প্রজাপতি,পৃ. ৯]

উল্লেখিত 'বৃষ্টিরা' কবিতাটি অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ঢঙের। কবি মতিউর রহমান মল্লিক যেহেতু সঙ্গীতের মানুষ সে দৃষ্টিতেই সঙ্গীতমুখর হয়ে বৃষ্টির অনুভূতি ও উপলব্ধি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে এ কবিতাটি। কবিতাংশে বৃষ্টি, শুভ্র কাশফুল, কোমল উপলব্ধি, আকাশ, পাখি প্রভৃতি শব্দগুলো আভিধানিক অর্থ থেকে অন্য অর্থ প্রকাশ করে হৃদয় ছুঁয়ে যায়। মূলত ঐকতানের সাথে বৃষ্টির তুলনা বৃষ্টির সঙ্গীতময়তাকে সামনে নিয়ে আসে। কবিতাটির প্রতিটি চরণে অনুপ্রাসের ব্যবহারের কারণে পুরো কবিতাটি নিজেই সঙ্গীতময় হয়ে উঠেছে। যেমন প্রথম চরণে 'ত' 'র' দ্বিতীয় চরণে 'শ' 'র' এবং তৃতীয় চরণে 'র' 'শ' ধ্বনি পুনঃপুন ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে নাজিল ও পবিত্রতম শব্দ দুটি কবিতাকে আধ্যাত্মিকতার দিকে টেনে নিয়ে যায়। সর্বোপরি উপমা ও

www.pathagar.com

সুন্দর শব্দের বুননের মাধ্যমে কবি মতিউর রহমান মল্লিক এ কবিতায় এক ধরনের স্বকীয় জগৎ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন।

উপঢৌকনসহ চিত্রল প্রজাপতি গ্রন্থে ৪১টি কবিতা আছে। এর মধ্যে ১৫টিই সনেট।

সনেটগুলোর গঠন কৌশলে অষ্টক ও ষষ্টকে বিন্যস্ত। ছান্দিক দিক থেকে অক্ষরবৃত্তের চৌদ্দ মাত্রার [অর্থাৎ ৮+৬]। এখানে আরো একটি বিষয় যে, নামকরণে 'চিত্রল প্রজাপতি' হলেও এখানে চিত্রল প্রজাপতি শব্দটিও সিম্বল হিসেবে এসেছে। বইয়ের শেষ প্রচ্ছদে কবি মতিউর রহমান মল্লিক উল্লেখ করেন-

'শিল্পীর আঁকা বই উড়ে যায়/ বাতাসের নদী ছুঁয়ে দূরে যায়
স্বপ্ন সেলাই করে চলে যায়/ রঙের গল্প খুলে বলে যায়
যায় উড়ে কবিতার সিম্বল/ যায় উড়ে প্রজাপতি চিত্রল।'

কবি ফররুখ আহমদ। বিশ শতকের নবজাগরণের কবি, ইসলামি রেনেসাঁর কবি, মানবতার কবি সর্বোপরি আত্মবিশ্বাসী ঐতিহ্যের কবি। তাঁর কালোত্তীর্ণ সনেট, কাব্য ও মহাকাব্য বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন করে নিতে সক্ষম হয়েছে। কবি ফররুখ প্রচলিত ধারাকে মাড়িয়ে উন্নত নৈতিকতার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন- কবিরা অনৈতিক ও অসত্যের পথিক নয়- তারা ন্যায়দণ্ড নিয়ে আলিফের মতো সটান হয়ে মাথা উঁচু করে থাকে। তাই তাঁকে পুরোপুরি চিনতে পেরেছিলেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। তিনি তাঁকে 'দূরগামী রাহবার' খেতাব দিয়ে 'ফররুখ আহমদ' কবিতার শেষ দুই লাইনে উল্লেখ করেন-

অমর শিল্পী বিশ শতকের কবিতার সম্পদ-
অনাগত কবি, কবি-বিস্ময় ফররুখ আহমদ'
[চিত্রল প্রজাপতি, পৃ. ৩১]

জীবন জগতের একজন পরীক্ষিত মানুষ মতিউর রহমান মল্লিক। বাগেরহাট থেকে ঢাকা পর্যন্ত লক্ষ মানুষের সাথে তাঁর ভাব বিনিময়। জীবনের কাছাকাছি থেকে অবলোকন করেছেন হাজার হাজার মানুষকে- হাজার মানুষের পরিবারের সাথে ছিল তাঁর উঠা-বসা। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি লিখেছেন-

সংসার
দোজখের চেয়ে আরো ভয়ানক বলে
দোজখের চেয়ে দাউ দাউ করে জ্বলে

www.pathagar.com

ধ্বংসের ঢং তার
সংসার
এখানে শান্তি এখানেই সুখ
স্বপ্নের মতো ভরে যায় বুক
বেহেস্ত থেকে এনে দেয় ঝংকার।
[চিত্রল প্রজাপতি, পৃ. ৩৬]

মূলত শান্তির আবাস অনেক বেশিতে নয়। যা আছে তাতেই শান্তির পরশ খুঁজে বের করা কবি মতিউর রহমান মল্লিকের স্বভাবগত অভ্যাস। তাই তাঁর কলমেও উঠে এসেছে–

অল্পে তুষ্টি সেই ভালো, সেই ভালো
ঘর-হীন-ঘরে ত্যাগের সুষমা ঢালো।
[চিত্রল প্রজাপতি, পৃ. ২০]

'চিত্রল প্রজাপতি' মূলত বৈচিত্রময় একটি কাব্যগ্রন্থ। বিভিন্ন স্বাদের কবিতার সমন্বয় ঘটেছে এখানে। শব্দচয়ন, উপমার ব্যবহার ও বিষয় নির্ধারণেও এ গ্রন্থে' ভিন্নতা এসেছে। প্রাবন্ধিক ও গবেষক ইয়াহইয়া মান্নান এ গ্রন্থের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন- 'মতিউর রহমান মল্লিক ঐতিহ্য ধারার একটি সাধক। পৃথিবীর জন্ম অবধি বর্তমান সময় পর্যন্ত বহমান মানবতাবোধ তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে প্রস্ফুটিত। সত্যের সাধনা আর শিল্পের সুষমায় ব্যাঞ্জনাময় তাঁর পঙ্‌ক্তি। মিথ্যা ও অসত্যের ধ্বংসস্তুপের উপর একত্ববাদের নিশান উড়ানোর স্বপ্নে বিভোর তাঁর মানসলোক। ভাবে- ভাষায়, ছন্দ ও অলংকারে প্রতীকীবাদী চেতনার দীপ্ত প্রকাশ ঘটেছে চিত্রল প্রজাপতি কাব্যগ্রন্থে।' সত্যিই এটি একটি অসাধারণ ও কালজয়ী কাব্যগ্রন্থ।

www.pathagar.com

নিষণ্ন পাখির নীড়ে

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'নিষণ্ন পাখির নীড়ে'। ২০০৯ সালের একুশে বইমেলায় গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে 'আত্মপ্রকাশ' ঢাকা। গ্রন্থস্বত্ব সাবিনা মল্লিক। শিল্পী হামিদুল ইসলামের আকর্ষণীয় প্রচ্ছদে ঝকঝকে অফসেট কাগজে ছাপা এ গ্রন্থটির বিনিময় রাখা হয়েছে সত্তর টাকা। উৎসর্গ পত্রে লেখা হয়েছে 'আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক- কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ।' এ পাতায় কবি আবদুল মান্নান সৈয়দকে নিবেদিত কুড়ি লাইনের একটি কবিতা পত্রস্থ করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে– 'কতটা ডুবেছি অহৃদ সাগরে/ কুড়ালাম মোতি তার? নামতে চেয়েছি অথৈ-অতলে/ যদিও বারংবার।' এর দ্বারা তাঁর শিক্ষকের সাথে সম্পর্কের পরিমাণ অনুমান করা যায় বৈকি।

'নিষণ্ন পাখির নীড়ে' কাব্যগ্রন্থটিও তিন ফর্মা তথা আটচল্লিশ পৃষ্ঠার। তবে এখানে কবিতা ঠাঁই পেয়েছে ছাব্বিশটি। 'সন্নিহিত না'তের পঙ্‌ক্তি বিশেষ' দিয়ে শুরু করে সমাপ্তি টেনেছেন 'সিডর' কবিতার মাধ্যমে। হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত ও আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহাসহ্ সাহাবী কবিরা মতিউর রহমান মল্লিকের কবি উপমার শীর্ষে থাকে সব সময়। কথায় কথায় তিনি তাঁদের পঙ্‌ক্তি আওড়াতেন। তাঁদেরকে নিয়েই তিনি কবিতার সূচনা করেছেন।

www.pathagar.com

প্রতিটি কবিতা আর প্রতিটি পঙ্‌ক্তিই এক একটি চেতনা, এক একটি ইতিহাস, একটি স্বদেশের সিম্বল। 'নিষণ্ন পাখির নীড়ে' এসে কবি মতিউর রহমান মল্লিক কবিতার মাঠে নিজেকে মেলে ধরেছেন একেবারে পুরোপুরি স্বকীয় ধারায়।

'তুমি কি এখন' কবিতাটি এ গ্রন্থের পঞ্চম কবিতা। তিন পৃষ্ঠার এ দীর্ঘ কবিতাটি চেতনার বারুদ হিসেবে যেমন সমাদৃত তেমনি ইতিহাসের শেকড় সন্ধানী এক ঐতিহ্যের মহাস্লোগান। গীতিময় এ কবিতায় তিনি চেতনাকে জাগ্রত করেছেন অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে। কবি বলেন-

চলে অবিরাম চির মুজাহিদ বীর
সত্যের পথে সেনানী অকুতোভয়
ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নিরাশার জিঞ্জির
সে শের-দিলীর মানে নাকো পরাজয়।
[নিষণ্ন পাখির নীড়ে, পৃ. ১৫]

পরের পঙ্‌ক্তিগুলোতে সাহসের সিম্বল হিসেবে শহিদ মোস্তফা আল মাদানী, শহিদ আবদুল মালেক, মীর নেসার আলী তিতুমীর, হযরত খান জাহান আলী, হাজী শরীয়তুল্লাহ, হযরত শাহজালাল ও হযরত নূর কুতুবুল আলমের মত বিখ্যাত সংগ্রামী মানুষের উপমা উপস্থাপন করেছেন দৃঢ়তার সাথে। সেই চেতনার সূত্র ধরে তিনি আরো উল্লেখ করেন লখনৌতি বিজয়ী 'ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজি'র কথা–

বখতিয়ারের ঘোড়ার শব্দ ঐ
লোকালয়ে যেন অবিকল শোনা যায়
তাই কি আমিও দুই কান পেতে রই
সতেরো সওয়ার কবে আসে দরোজায়

দুর্বল ভীরুদের দিয়ে কখনো আন্দোলন সফল হয় না- আসে না দ্বীনের বিজয়, এ কথাও তিনি বলেছেন কঠোর ভাষায়-

দুর্বল ভীরু আনে না দ্বীনের জয়
খানিক বিপদে ভয়ে কাঁপা তার কাজ

www.pathagar.com

ঈমানের তেজে পৃথিবীর বিস্ময়
শুধু সেই পারে গড়তে হেরার রাজ।
সুতরাং- সামনে ছুটে চলার কোন বিকল্প নেই। বিজয় তো আনতেই হবে।
তাই তাঁর বিপ্লবী আহ্বান-

তবে তুমি ছুটে চলো বেগে আরো বেগে
বন্যার মতো দুরন্ত দুর্বার
চলো তাকবীর জোরে আরো জোরে হেঁকে
পড়ে থাক পিছে পঁচা লাশ মুর্দার।
[নিষণ্ন পাখির নীড়ে, পৃ. ১৬]।

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ অনেক রক্তে কেনা একটি ভূখণ্ড। নানা উত্থান পতনের মাধ্যমে আজকে আমাদের বাংলাদেশ। আমরা এখন স্বাধীন। সার্বভৌম আমাদের এ আবাস। দেশপ্রেমিক কবি মতিউর রহমান মল্লিকের মনে তবুও হাজার প্রশ্ন। সত্যিই কি সব বিজয় এসেছে? হ্যাঁ অনেক বিজয় এসেছে আবার অনেক বিজয়- এখনো আসেনি।

নদীর শত্রু যাচাই হলো না আজো!
দেশের শত্রু বাছাই হলো না আজো!
জাতির শত্রু এখনো অনেক ভিড়ে
কলিজা চিবায় বক্ষ দু'হাতে চিরে-
ন্যায়ের শত্রু হয়নি অনেক চেনা
অনেক মুক্তি হয়নি এখনো কেনা
এখনো স্বদেশ অনেক জমিনে
আজাদীর চাষ আসেনি যে;
অনেক বিজয় এসেছে আবার
অনেক বিজয় আসেনি যে
অনেক বিহান হেসেছে আবার
অনেক বিহাল হাসেনি যে!
[নিষণ্ন পাখির নীড়ে, পৃ. ২৪]

মতিউর রহমান মল্লিকের হৃদয় জুড়ে ছিল স্বদেশের প্রেম; আন্তরিক

www.pathagar.com

ভালোবাসা। দেশের কোন ধরনের পরাজয় কিংবা বিপর্যয়ে তিনি ভীষণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। স্বাধীনতার পরে আমাদের প্রতিবেশী ভারতের বিভিন্ন আচরণে তিনি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। সর্বশেষ ট্রানজিট নিয়ে তাঁর বক্তব্য ছিল বারুদের মতো। তবে তিনি যখন তাঁর সাহিত্যে ও কবিতায় প্রকাশ করেছেন তা হয়েছে নান্দনিক প্রতিবাদ। এতো অসাধারণ নান্দনিকতার সাথে কোন বিষয়ের 'স্যাটায়ার' প্রকৃতির প্রতিবাদ কলমের দক্ষতা ও কবিতার মুন্সিয়ানা ছাড়া সম্ভব নয়। 'নিষণ্ন পাখির নীড়ে' কাব্যগ্রন্থের 'ট্রানজিট' কবিতাটি না পড়লে সত্যিকার অর্থে কবি মতিউর রহমান মল্লিকের কাব্যমোজেজা ও কাব্যপ্রতিভার মূল্যায়ন করা অনেকাংশেই খণ্ডিত হবে। এটি তাঁর একটি অসাধারণ কবিতা। ইতিহাস যে কবিতা হয়ে যায় এ কবিতাটি পাঠ না করলে তা অনুধাবন করা যাবে না। কবিতার শুরু করা হয়েছে এভাবে-

ট্রানজিট দাও, ট্রানজিট দাও বন্ধুরা আপাতত
নাইবা দিলাম জল
নাইবা দিলাম
চালের মতোন বাঁচবার সম্বল।
রাখি-বন্ধন-ঘোড়াতো দিয়েছি
পাঁচ-ছয়টার মতো-
ট্রানজিট দাও ট্রানজিট দাও বন্ধুরা আপাতত।

এভাবে সূচনা করে সীমান্ত হত্যা, একাত্তরে সহযোগিতার অধিকার, পণ্যবাজার ও গ্যাসফিল্ড দখল, নদী দখল, সন্ত্রাসী লালন, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, বুদ্ধিজীবী মগজ ধোলাই ও দালাল বুদ্ধিজীবী তৈরি, মিডিয়া দখলসহ সব কিছুতে ভারতীয় সাফল্যের উপমা টেনেছেন মুন্সিয়ানার সাথে। সবশেষে তিনি উল্লেখ করেন-

দেবে না এখন?
কিছুদিন পর পারতপক্ষে স্বাধীকার দেবে
ভূগোল নিহিত স্বাধীনতা দেবে
মানচিত্রের পাতা ছিঁড়ে দেবে
ছল-বল-কল বোঝে না যখন,
চাতুর্য্য কার্যত;

www.pathagar.com

ট্রানজিট দাও, ট্রানজিট দাও
ম্লেচ্ছ-যবন-চোষ্যরা আপাতত।
[নিষণ্ন পাখির নীড়ে, পৃ. ৪১-৪৩]

কবি মতিউর রহমান মল্লিক গ্রামীণ ঐতিহ্যের বেড়ে ওঠা কবিস্বত্ত্বা। তাঁর কবিমানসে গ্রামীণ ঐতিহ্য খেলা করে অবলীলায়। বাগেরহাটের বারুইপাড়ার ছায়া ঢাকা মায়াবী অঞ্চল ছেড়েছেন তিনি কৈশোর বা যৌবনের সূচনাতেই। কিন্তু ঢাকার যান্ত্রিক জীবনে এসে একিভূত হলেও তিনি নাড়ির টানকে ছাড়তে পারেননি। তাঁর মনমগজে সব সময় ঘোরাফেরা করতো বাগেরহাটের ঐতিহ্যিক স্মৃতিমালা। তার বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায় 'বাগেরহাটের সারাবেলা' কবিতাটিতে। তিনি অত্যন্ত কাব্যিক মুন্সিয়ানায় সে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন-

'এখনও শটিবন আমাকে কাঁদায়
কাউওডিম গাছের পাতায় আমার মন পড়ে থাকে
ধোপাকোলার বিহ্বল হঠাৎ আমি দীর্ঘ হয়ে উঠি
সোনার ভিটের ছায়ায় বাড়তে থাকে
আমার শৈশবের সোনালি বয়স
এবং এখনও বাঁশ বাগানের সন্ধ্যাবেলা আমাকে ডাকতে থাকে।'

কবি মতিউর রহমান মল্লিক বারুইপাড়া গ্রামকে তিনি নিজের অস্তিত্বের কণায় কণায় অনুভব করেন। 'এবং আমার সমস্ত অস্তিত্বের কণায় কণায় বারোপাড়া' অর্থাৎ এ প্রসঙ্গে তিনি আরো উল্লেখ করেন-

আমাকে জড়িয়ে আছে পূবের ঢবের হাওয়া,
শাপলা ফুলের বাড়াবাড়ি, কচুরিপানার আনুগত্য
গলা-সমান ধানের ক্ষেতের স্বাধীনতা
কালো ফিঙের দাপট, মাছরাঙার অনুধ্যান
ঝাঁক-ঝাঁক সাদা-সাদা বকের নিয়মিত তপস্যা।

দীর্ঘসময় ঢাকায় অতিবাহিত করলেও তাঁর দুই চোখেই ভেসে থাকতো গ্রামীণ ঐতিহ্য। ভালোবাসার টান। তিনি বলেন-

www.pathagar.com

আমার বাম চোখে শোতাল, কাটাখালী, বাগদিয়া, লাউপালা
এবং ঠিক বাম হাতে মরিচের ক্ষেত, মুলোর ভুই, আলু-কপির খামার
এবং ক্রমাগত ফসলের জমি।
আমার ডান চোখে কাঁঠালতলা, পাইকপাড়া, কোমরপুর, মসিদপুর
এবং আমার ঠিক ডান হাতে লিচুর নিষ্ক, কাঁঠালের নিষ্কাশ, বাতাবির বিক্ষেপ
এবং পাতাবাহারের অসংখ্য প্রজাপতি।
তাছাড়া ভৈরব নদের শিল্পকলা আমার সমাহৃত আত্মা হয়ে আছে।
[নিষণ্ন পাখির নীড়ে, পৃ. ২৯-৩০]

সত্যিই অদ্ভূত এক কবিতা। নিজ এলাকার প্রতি এতো গভীরতম প্রেমের সংলাপ সম্বলিত কবিতা মনে হয় বাংলা সাহিত্যে আর খুব বেশি নেই। হৃদয়ের কতটা টান আর ভালোবাসার গভীরতা থাকলে এরকম ভাষায় স্বপ্নচিত্র অঙ্কন করা যায়।

'নিষণ্ন পাখির নীড়ে' কাব্যগ্রন্থটির মূল্যায়নে ছড়াশিল্পী ও প্রাবন্ধিক সাজজাদ হোসাইন খান যথার্থই বলেছেন- 'ভাষার সারল্য, বিষয়ের গভীরতা আর শব্দ বুননের আধুনিক কৌশল তাঁর কবিতাকে ঐশ্বর্যের চৌকাঠ অবধি পৌঁছে দিয়েছে ইতোমধ্যে। কাব্যবৃক্ষে কবি মতিউর রহমান মল্লিক এখন এক মুখর পাখি। বর্তমান কাব্যগ্রন্থ 'নিষণ্ন পাখির নীড়ে' সেই মুখরতারই কলধ্বনি।' সত্যিকার অর্থে সাজজাদ হোসাইন খান যথার্থই মন্তব্য করেছেন। একইভাবে কবি ও প্রাবন্ধিক আবদুল হালীম খাঁর সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বলা যায়- 'কবি মতিউর রহমান মল্লিকের কবিতায় অযথা কল্পনার ডালাপালার বিস্তার নেই। শব্দগুলো দিয়াশলাই কাঠির মতো বারুদ ভরা। ভাষা মেদহীন, ঝরঝরে পরিচ্ছন্ন। কোথাও অবোধ্য বা দুর্বোধ্যতার অন্ধকার নেই। কোথাও বিষয়ভাব ও শব্দের পুনরাবৃত্তি নেই। প্রতিটি পঙ্‌ক্তি ক্রমে ক্রমেই নতুন নতুন দৃশ্যপটের ভাঁজ খুলে উন্মোচন করেছে।' সত্যিই 'নিষণ্ন পাখির নীড়ে' কবি মতিউর রহমান মল্লিককে নতুনভাবে আবিষ্কারের এক অনবদ্য কাব্যভাণ্ডার।

www.pathagar.com

রঙিন মেঘের পালকি

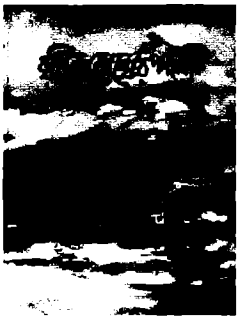

ছড়াকে কবিতা নামে আখ্যায়িত করা গেলেও সব কবিতাকে ছড়া হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। চটুলতা ও মজাদার বিষয় হওয়ার কারণে কবিতার চেয়ে ছড়া প্রিয়তার দিক দিয়েও একধাপ এগিয়ে। নির্মাণ ঢঙের দিক বিবেচনায় কিংবা বিষয়বস্তুর বিবেচনায় ছড়া কবিতার চেয়েও অনেক বেশি রকমের আঙ্গিকে হতে পারে। ছেলে ভুলানো ছড়া, ঘুম পাড়ানীর ছড়া, মেয়েলী ছড়া, শিশুতোষ মজার ছড়া থেকে শুরু করে বিয়ে, বিভিন্ন পার্বনিক অনুষ্ঠান, ধর্মীয় উৎসব, ব্যবহারিক জীবন, প্রকৃতি, কৃষি, শিল্প, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, মানবিক উত্থান-পতন, দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রভৃতি থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি মোড়ে মোড়ে, বাঁকে বাঁকে ছড়ার সরব পদচারণা দেখা যায়। সুতরাং ছড়ার বিষয়বস্তুর নির্দিষ্ট কোন গণ্ডি নেই। ছড়া মানেই জীবনবোধ, ছড়া মানেই মানবতা, ছড়া মানেই অন্য আরেক পৃথিবী।

ছড়ার ভাবের ক্ষেত্রেও একই মাত্রা। ভাবের যেন শেষ নেই। তবে চটুল কিংবা সিরিয়াস ভাব যতই থাকুক না কেন ছড়ার শিরায় শিরায় সব সময় লঘুভাবের চঞ্চলতা খেলা করে। ছড়ার রহস্যময়তা কবিতার মতো গভীর নয়। ছড়া অনেকটা ঠাস্ ঠাস্, ত্রাশ, ত্রাশ, দুশ-ঢাশ- এরকম। 'সুকুমার রায়' ছড়ার খেলোয়াড় হলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা, জসীম উদ্‌দীন, ফররুখ আহমদ থেকে শুরু করে শামসুর রাহমান কিংবা আল মাহমুদ পর্যন্ত কেউই ছড়ায় কম নন। তবে কবি ফররুখ আহমদ এর ছড়াগ্রন্থ সবচেয়ে বেশি। তাদেরই সফল উত্তরসুরী কবি মতিউর রহমান মল্লিক।

www.pathagar.com

মতিউর রহমান মল্লিক সমকালীন ছড়াকারদের মধ্যে অন্যতম আলোচিত ছড়াশিল্পী। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য ছড়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কিন্তু 'রঙিন মেঘের পালকি' তাঁর প্রকাশিত একমাত্র ছড়াগ্রন্থ। তবে ছড়াকার হিসেবে মূল্যায়নের জন্য তাঁর এ একটি বইই যথেষ্ট। কারণ কবি আল মাহমুদ বলেছেন- 'একজন কবিকে বেঁচে রাখার জন্য তাঁর একটি ছড়া বা কবিতাই যথেষ্ট।' সেদিক বিবেচনায় এ গ্রন্থে তাঁর অনেকগুলো টেকসই ছড়ার সন্নিবেশ ঘটেছে।

'রঙিন মেঘের পালকি' কবি মতিউর রহমান মল্লিকের একমাত্র ছড়াগ্রন্থ। তিন ফর্মার এ মজাদার বইটি' প্রকাশ করেছে 'জ্ঞান বিতরণী' বাংলাবাজার, ঢাকা। বিখ্যাত আঁকিয়ে ফরিদী নুমান এর প্রচ্ছদ ও অলংকরণে মনোমুগ্ধকর হয়েছে বইয়ের প্রতিটি পাতা। গ্রন্থস্বত্ব বরাবরের মতো সাবিনা মল্লিক। বইটি প্রকাশিত হয়েছে একুশে বইমেলা ২০০১ উপলক্ষে। গ্রন্থটিতে উৎসর্গপত্রের ছড়াসহ মোট ১৬টি ছড়া আছে। ছড়াগুলোকে শিশু মনের কল্পনা ও কৌতুহল, উপদেশমূলক, প্রকৃতি বিষয়ক, উৎসব আনন্দ বিষয়ক এবং জীবনবোধের চটুল অনুরণন বললেও ভুল হবে না। অসাধারণ এক 'উৎসর্গ ছড়া' দিয়ে গ্রন্থের পাঠ শুরুর পরিকল্পনা করেছেন কবি। বত্রিশ লাইনের এ মজাদার ছড়ায় তিনি ২৫ জন শিশুর নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁর একান্ত আপন এ শিশুরা আগামী দিনের স্বপ্ন হয়ে উঠবে। ইমরান, রুহী, সুমাইয়া, তাহেরা, নাজমী, মুন্না, পরম, প্রকৃতি, শাওকী, নুসাইবা, আবদুহু, মাহসিন, নাওমী, মাশফী, নাসীহা, নাবিদ, নাবিল, সুহাইম, নাহিদ, সৌরভ, শিবলী, তাহিরা, পিউ, মাহফুজ প্রমুখের নাম উঠে এসেছে এ ছড়ায়। ছড়ার শুরুটা করেছেন এভাবে–

মাড়িয়ে পাহাড় মরুঃ সকল বাধা
ইমরান পথ চলে দুঃসাহসে
অবিচল মনোভাব পেয়েছে রুহী
অন্যায় কোনদিন মানে না তো সে।

সুমাইয়া ও তাহেরা, মীর কাসেম আলী ও খোন্দকার আয়েশা খাতুনের সুযোগ্য কন্যা। জুম্মি নাহদীয়া, নাজমী নাতিয়া ও হাসসান মুনহামান্না কবি মতিউর রহমান মল্লিক ও সাবিনা মল্লিকের নয়নতারা।

www.pathagar.com

তাদের প্রসঙ্গটা এনেছেন এভাবে-

সুমাইয়া বেড়ে ওঠে সাগর ঘিরে,
তাহেরার সাথে থাকে আকাশ বুঝি;
জুম্মি ও নাজমীর দুচোখে আশা
মুন্নার বুক ভরা আলোর পুঁজি।

শিশু মনের কবি মতিউর রহমান মল্লিক এ ২৫ জনের কথা বলেই থেমে যাননি। তিনি স্মরণ করেছেন বাংলাদেশের সকল শিশুকে। তাইতো তিনি সব শেষের চার লাইনে উল্লেখ করেন-

আর যারা তোমাদের বন্ধু-সাথি
ছড়িয়ে রয়েছে সারা বাংলাদেশে
তাদের হাতেও তুলে দিলাম আমি
ছড়াতে ছড়াতে ছড়া একটু হেসে।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক ছিলেন স্বাধীনচেতা মানুষ। অধীনতা তাঁর সবচেয়ে অপ্রিয় ছিল। তবে আনুগত্যের ক্ষেত্রে তিনি দৃষ্টান্ত ছিলেন। তিনি কাজের সুযোগ তৈরি করে নিতেন নিজের মতো করে। তখন সে কাজ সমাপ্ত করাই তিনি নিজের স্বাধীনতা মনে করতেন। স্বাধীন চড়ুইপাখি তাঁর প্রিয় ছিল। তাইতো 'রঙিন মেঘের পালকি' শুরু করেছেন 'স্বাধীন চড়ুই' ছড়া দিয়ে-

কিচির মিচির ডাকছে চড়ুই
ছাদের খোপে খোপে
আবার কখন যাচ্ছে উড়ে
ধারের কাছের ঝোপে।
[রঙিন মেঘের পালকি, পৃ. ৫]।

'বাউণ্ডুলে' স্বভাব ও তারুণ্য কবি মতিউর রহমান মল্লিকের হৃদয়ে বাসা বেঁধে ছিলো চিরদিন। তাই তো তিনি খোলা আকাশ, সাগর, নদী, খাল-বিল কিংবা সবুজ প্রকৃতি ও ক্ষেত খামার দেখলে নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন। মনটাকে উড়িয়ে দিতেন সুতো ছেঁড়া ঘুড়ির মতো। বকের সারি কিংবা বাবুই পাখির মতো উড়ে উড়ে যেতে হতো এখানে সেখানে।

www.pathagar.com

তাইতো কবি মতিউর রহমান মল্লিক লেখেন-

মন হতে চায় বকের পালক
বাবুই পাখির বাসা
উধাও আকাশ সাত সাগরের
গভীর ভালবাসা।
[রঙিন মেঘের পালকি, পৃ. ১৪]।

মুক্ত আকাশে উড়ে বেড়ানো কবি মতিউর রহমান মল্লিকের স্বভাবগত অভ্যাস। কিন্তু বাস্তবতা তো কঠিন। অফিস, সংসার, নানামুখী হাঙ্গামা। সত্যের পথে হাঁটতে গেলেই দিনের আলোর সাথে ধেয়ে আসে রাতের আঁধার। পরিকল্পনাগুলো এলোমেলো হয়ে যায়। কিন্তু কবি মতিউর রহমান মল্লিক নিজেকে দুঃসাহসী রাখতে চান তরুণের স্বভাবে। 'আলোর আশা' ছড়ায় তিনি বলেন-

নামবে আঁধার তাই বলে কি
আলোর আশা করবো না?
বিপদ-বাঁধায় পড়বো বলে
ন্যায়ের পথে লড়বো না?

সত্য ও ন্যায়কে তিনি আত্মস্থ করেছেন রক্তের শিরা-উপশিরায়। তাইতো সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ও অসহায়ত্বের মাঝেও তিনি সবাইকে সত্যের পথে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান-

বজ্রপাতের ভয় আছে তাই বিহঙ্গ
পাখার ভেতর গুটিয়ে রাখে সব অঙ্গ?
ঝড় তুফানে মরবো বলে
সাগর পাড়ি ধরবো না?
[রঙিন মেঘের পালকি, পৃ. ১১]।

যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সচেতন তরুণ সমাজকে কবি মতিউর রহমান মল্লিক খুব পছন্দ করতেন। এমন উদ্যোমী জীবনের জন্য প্রয়োজন ছোটবেলা থেকেই সচেতনতা। নিজেকে গড়ে তুলতে হবে শিশু জীবন থেকেই। জীবনের সুস্থতা ও সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য দরকার নিয়মানুবর্তিতা ও সময় সচেতনতা। বর্তমান সময়ে কোন কোন পরিবারে

www.pathagar.com

কিংবা ছাত্রাবাস কিংবা আবাসিক হলের ছাত্র-ছাত্রীরা দীর্ঘরাত অবধি জেগে থেকে সকালে দীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে সময় কাটায়। অথচ একটি কথা ভীষণ সত্য যে, 'আর্লি টু বেড এন্ড আর্লি টু রাইজ- মেকস এ ম্যান হেলদি, ওয়েলদি এন্ড ওয়াইজ।' আমাদের প্রিয় নবীও রাতে আগেভাগে ঘুমিয়ে পড়তেন এবং উঠতেন ফজরের আগে। তাহাজ্জুতের পর ফজর সেরে তিনি নিয়মিত কর্মকাণ্ড সম্পাদনা করতেন। কবি মতিউর রহমান মল্লিকও এ নিয়ম মেনে চলার চেষ্টা করতেন। সবাইকে এ বিষয়ে সচেতন করার জন্য শিশুদের উপমা টেনে তিনি উল্লেখ করেন-

খুব সকালে উঠলো না যে
জাগলো না ঘুম থেকে,
কেউ দিও না তার কপোলে
একটিও চুম এঁকে।

তিনি আরো বলেন-
পড়লো না যে অলস ফজর
ফের দেখালো নানান ওজর
ডাকলো আম্মু আব্বু তবু
বেরোয়না রুম থেকে
কেউ দিও না তার কপোলে
একটিও চুম এঁকে।
[রঙিন মেঘের পালকি, পৃ. ২২]।

অসাধারণ এক অভিমানী আদুরে শাসন। শিশু-কিশোরদের জন্য উপদেশ, মৃদু শাসন আর ভালবাসার এক অনবদ্য পঙ্‌ক্তি এটি। মতিউর রহমান মল্লিকের ছড়া-গানের স্বার্থকতা এখানেই। আদর্শিক বাধ্যবাধকতাকে কড়া শাসনের ফ্রেমে না বেঁধে এভাবেই তিনি উপস্থাপন করতেন বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রেও। কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ স.-এর মতো ফুলসুবাসের চরিত্র গড়তে হলে তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণ করা একান্ত জরুরি। তাইতো কবি মতিউর রহমান মল্লিক লেখেন-

www.pathagar.com

আমার স্বভাব করবো আমি
গোলাপ ফুলের ন্যায়;
আমার সুবাস ছড়িয়ে যাবে
সকল আঙিনায়।
[রঙিন মেঘের পালকি, পৃ. ২৩]

মতিউর রহমান মল্লিক একজন ঐতিহ্যবাদী ছড়াকার। বাংলাদেশের ঋতুবৈচিত্র ও পরিবেশও তাঁর ছড়ায় উপজীব্য হয়ে উঠে। বোশেখের মতো তিনিও জ্বরা-জীর্ণতা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সিদ্ধান্তহীনতাকে মাড়িয়ে নতুন স্বপ্নের বীজ বুনার স্বপ্ন দেখান।

বোশেখ আসে জীর্ণপাতা ঝরিয়ে,
সকল জ্বরা সব পুরাতন সরিয়ে,
সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আগুন ধরিয়ে,
বোশেখ আসে স্বপ্নে দু'চোখ ভরিয়ে।

শব্দ ও অন্তমিলের যাদুতে তিনি ছড়াকে সমৃদ্ধ ও মজাদার করে তোলেন। উপমা ও অনুপ্রাস সৃষ্টিতে ছড়াকার মতিউর রহমান মল্লিকের দক্ষতা অসাধারণ। তিনি যে এক স্বার্থক ছড়াকার তা নিচের চারটি লাইনেই তার প্রমাণ মেলে-

খলখলিয়ে নদীর দোদুল কূল হাসে,
বিজলি হানে আলোর চাবুক উল্লাসে,
মেঘের কামান যায় আকাশে গড়িয়ে,
বোশেখ মাসে স্বপ্নে দু'চোখ ভরিয়ে।'
[রঙিন মেঘের পালকি, পৃ. ১৫]

মজার ছড়া রচনাতেও মতিউর রহমান মল্লিক অনন্য। ছোট্ট বিষয়কে অত্যন্ত হাস্যকর ও আকর্ষণীয় করে উপস্থাপনে তাঁর দক্ষতা প্রশংসনীয়। 'ক্ষুদে মরিচ' ছড়ায় মরিচের গুণাগুণ ও অসাধারণ সব অন্তমিলে ছড়াকে ভীষণ উপভোগ্য করে তুলেছেন। ছড়ার চারটি লাইন উপস্থাপন করলেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে–

ক্ষুদে মরিচ মেশাও যদি
লাল ভেবে কেউ আলতাতে
এবং মাখো বুঝবে তখন
কেমন আছে মাল তাতে।

www.pathagar.com

[রঙিন মেঘের পালকি, পৃ. ৮]

আগেই বলা হয়েছে, 'রঙিন মেঘের পালকি' ছড়াগ্রন্থটি মতিউর রহমান মল্লিকের প্রথম প্রকাশিত ছড়াগ্রন্থ। অসংখ্য ছড়া তাঁর পত্র-পত্রিকার প্রকাশিত হলেও তাঁর একমাত্র ছড়াগ্রন্থ এটি। এ একটি ছড়াগ্রন্থই যেন কবি মতিউর রহমান মল্লিককে ছড়ার রাজ্যে বিজয়ী সেনাপতির পদমর্যাদার মুকুট পরিয়ে দিয়েছে।

ছড়া-কবিতার মূল্যায়ন

কবি ও ছড়াকার হিসেবে মতিউর রহমান মল্লিক এক স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তক। আলোচিত কাব্যগ্রন্থসমূহ ছাড়াও তাঁর অসংখ্য কবিতা ও ছড়া অগ্রন্থিত আছে। কবি মল্লিকের সকল কবিতায় গীতলতাকে ধারণ করে আধুনিক শব্দচয়ন, উপমায় শেকড়ের ডাক, ঐতিহ্যের অনুসন্ধান এবং বিষয়বস্তু নির্বাচনে বিশ্বাস ও মানবতাকে ঠাঁই দিয়েছেন অবলীলায়। শিল্পের জন্য শিল্পচর্চা, যৌনতা বা অশ্লীলতা কিংবা নারীদেহের রসালো বর্ণনা ছাড়াই মননশীল কবিতা রচনার মাধ্যমে যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় মতিউর রহমান মল্লিক তা প্রমাণ করে গেছেন। তাঁর কোন কবিতাতেই অশ্লীলতার কোন ছোঁয়া নেই, নেই কোন সীমালঙ্ঘনের ইঙ্গিত। কবিতার প্রতিটি শব্দ বাক্য উপমা উৎপ্রেক্ষা আঙ্গিক নির্মাণ সবকিছুতেই তিনি মননশীলতার পথে হেঁটেছেন। তৈরি করেছেন নিজস্ব কাব্যভাষা- যা একজন কবির জন্য অপরিহার্য বিষয়। তাঁর কাব্যভাষার যে আধুনিকতা, শব্দের তৎসমতা ব্যবহাররীতি, নন্দিত শব্দের উৎসারণ সবকিছু তাঁর নিজস্ব ঢঙে।

সমাজ, পরিবেশ ও প্রতিবেশসহ ইতিহাস চেতনা একজন কবির কাব্যভাষাকে শাণিত করে। কবিতার বেঁচে থাকার জন্য কবিতায় এ সব বৈশিষ্ট্য নিয়ামক উপাদান হিসেবে কাজ করে। ইতিহাস সচেতন কবি হিসেবে মতিউর রহমান মল্লিক এক্ষেত্রে সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কবিতায় একদিকে যেমন ইতিহাস চেতনা অত্যন্ত প্রখর অন্যদিকে স্বদেশ, জাতীয়তাবাদী ঐতিহ্য ও বিশ্বাসের স্রোতধারা সমভাবে বহমান। বাংলাদেশের বিশ্বাসী ধারার ইতিহাস সৃষ্টিতে যেসব মহামনীষীর ভূমিকা আছে তিনি তাদেরকে তুলে এনেছেন কবিতার ছত্রে ছত্রে। বাগেরহাটের হযরত খান জাহান আলী থেকে শুরু করে মীর নিসার আলী তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ, হযরত শাহজালাল, হযরত শাহমখদুম, হযরত শাহপরান, ইশা খাঁ ও মুসা খাঁর সংগ্রামী চেতনাকে যেমন ধারণ করেছেন তেমনি সাহাবী কবি হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত, হযরত আব্দুলাহ বিন রাওহা, হযরত আলী রা. এর আধ্যাত্মিকতাকে তিনি তাঁর

www.pathagar.com

কবিতায় সন্নিবেশিত করেছেন। যেহেতু কবি মতিউর রহমান মল্লিক একটি সুন্দর সমাজ বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতেন তাই তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে সেই বিপ্লবের সুরধ্বনিই গুঞ্জরিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব বলেন- 'মতিউর রহমান মল্লিক স্বপ্ন দেখতেন। তিনি অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে ছিলেন আমরণ সোচ্চার। তাঁর প্রায় প্রতিটি গান ও কবিতার মধ্যে তাঁর স্বপ্নের অনুরণন শুনতে পাওয়া যায়।'

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যাওয়া। সবুজ মনের এ কবি সবুজের সাথেই কবিতার ঘর-সংসার গড়েছেন। বিশ্বাসের শেকড় থেকে শরীরের লোমকূপ পর্যন্ত তিনি ছুঁয়ে দিয়েছেন কবিতার পরশপাথর; নির্মাণ করেছেন উর্বর পলিমাটির ফসলী আস্তরণ- ফলিয়েছেন কবিতার সোনালি ফসল। তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত শব্দদ্যোতনার ভাঁজে ভাঁজে মানবিক উচ্চারণ; 'বৃক্ষ বাঁচাও, পরিবেশ বাঁচাও, বাঁচাও প্রাণের স্পন্দন-মানুষ্য সমাজ।' কারণ বৃক্ষ শুধু বৃক্ষই নয়- জীবন্ত প্রাণী; মানুষও শুধু প্রাণী নয়, জীবন্ত বৃক্ষ। বৃক্ষের শেকড় ছুঁয়েই উঠে আসে সবুজাভ প্রেম, নির্মিত হয় শান্তিময় আবাস। তাইতো বৃক্ষের বাকল ছুঁয়েই তিনি নির্মাণ করেছেন বিশ্বাসের নতুন ক্যানভাস, কবিতার মানবিক শিল্পকলা। তাঁর শব্দদর্শনে জন্ম নিয়েছে নতুন চেতনা, আবিষ্কৃত হয়েছে বিশ্বাসের বিজয়ী পতাকা।

ঋতুবৈচিত্রের সাথে সাথে প্রকৃতিতেও বৈচিত্র নেমে আসে। বাংলাদেশের এ প্রিয় ভূখণ্ডে ছয়টি ঋতুতে ছয় রকমের পরিবেশ খুঁজে পাওয়া যায়। এ বিষয়টিকে কবি মতিউর রহমান মল্লিক নান্দনিকতার সাথে উপভোগ্য করেছেন তাঁর কবিতার শিল্পকলায়। গ্রীষ্মের দাবদাহ ও বর্ষার ছান্দিক ঢঙ তাঁর কবিতাকে ঋদ্ধ করেছে। তিনি গ্রীষ্মের দাবদাহে বৈশাখের উন্মাতালকে দেখেছেন নতুন সৃষ্টির বেদনা হিসেবে। সমস্ত, জরা-জীর্ণতা, পুরাতন কুসংস্কার ও ঐতিহ্য বিরোধী জঞ্জাল সরাতে তিনি গ্রীষ্ম ও বৈশাখকে টেনে এনেছেন। গাছের পাতায় বৃষ্টির ছন্দময় অনুরণনকে তুলনা করেছেন নবদম্পতির প্রথম মিলনের অনিমেষ শিহরণের সাথে। গাছের পাতায় বৃষ্টির ফোঁটার স্পর্শ সেই অনন্ত ভালোবাসার জন্ম দেয়। বৃষ্টির ফোটার পরশে গাছের পাতার উঠানামার ছন্দময় গতিকে মানবজীবনের উত্থান-পতনের সাথে তুলনা করেছেন তিনি। তবে বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসকে তিনি নিষেধ করেছেন ভাঙার সুর নিয়ে আসতে। এতে জীবন-জীবিকা ও জীববৈচিত্রের

www.pathagar.com

যে ক্ষতিসাধিত হয় তা চিত্রিত করেছেন দরদ ও ভালোবাসার সাথে।

শরৎ ও হেমন্তকালও কবি মতিউর রহমান মল্লিকের একটি প্রিয় ঋতু। 'হেমন্ত দিন' কবিতায় তিনি এ ঋতুর বিস্তারিত বিবরণ চিত্রিত করেছেন। এখানে কবি প্রাচুর্যের কথা বলেছেন, বলেছেন পূর্ণতার কথাও। এ পূর্ণতা শুধু প্রকৃতির পূর্ণতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তা মানবজীবনেও ছড়িয়ে পড়েছে। কবি মতিউর রহমান মল্লিক হেমন্ত প্রকৃতির বর্ণনা দিতে গিয়ে নীল আকাশকে পটভূমি হিসেবে ধরে এটাকে শিল্পীর হাতের ক্যানভাস বানিয়েছেন। শিল্পীরা যেমন পরম মমতা ও যত্নে ক্যানভাসের উপর রং তুলির আঁচড় কাটেন কবিও তেমনি আকাশের নীল ক্যানভাসে হেমন্তের রূপের বর্ণনা দিয়েছেন। নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা, নদীকূলের কাশফুল, মিষ্টিরোদ গায়ে মেখে সাদা বকের উড়াউড়ি, শিউলী ফুলের মনকাড়া সৌন্দর্য, নতুন ধানের মৌ মৌ গন্ধ কবির মনে যেমন দাগ কাটে- কবি সেটি কাব্যে ধারণ করে পাঠকের হৃদয়েও আকর্ষণ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন।

হেমন্ত যে প্রাচুর্য এনে দেয়, শীতে তা আরো মজাদার ও উপভোগ্য হয়ে ওঠে। বিশেষ করে নতুন ধানের হরেক রকমের পিঠাপুলি, খেজুর রসের মজাদার পায়েস, গ্রামগঞ্জে জারি সারি গান ও ওয়াজ মাহফিলের আসর, ইষ্টিকুটুমের ঘুরাঘুরি- এ সবের মজাই আলাদা। তবে শীতের মজা যেন বিত্তবানদের জন্যই নির্ধারিত। শীতের নিষ্ঠুরতায় অভাবীদের কষ্টের যেন শেষ থাকেনা। গরম কাপড়ের অভাব, শীতের তীব্রতা মাড়িয়ে পেটের দায় পূরণে নেমে পড়তে হয় কর্মক্ষেত্রে; এ সবও কবি মতিউর রহমান মল্লিকের দৃষ্টি এড়ায়নি। মজাদার শীতকাল যে নিঃস্ব অসহায় ও গরিবদের জন্য বেদনাময় তাও তিনি দরদী মনের উদারতা দিয়ে চিত্রিত করেছেন। এ সময় অসহায় ও সম্বলহীন এ সব মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তিনি কবিতার ভাষায় বিত্তবানদের প্রতি আহ্বানও জানিয়েছেন।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক বসন্তকে অঙ্কন করেছেন সম্ভাবনাময় ঋতু হিসেবে। বসন্ত মানেই প্রকৃতির নবজাগরণ। মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টাকেও তিনি বসন্তের সাথে তুলনা করেছেন। বসন্ত বাতাস অন্তরে নতুন আশার আলো জ্বালিয়ে দেয়, নতুন জীবনে সুন্দরের সূচনা করে। নতুন সাজে সজ্জিত হয় প্রকৃতি, গাছে গাছে নতুন পাতা, তাজা ফুলের আশার সম্ভাবনাকে

www.pathagar.com

নতুন ভাষায় জাগিয়ে তোলে। পুরনো দুঃখ বেদনা ভুলে নতুনকে বরণ করে নেবার প্রত্যাশায় বুক বাঁধে মানুষ। এ প্রত্যাশা নতুন জীবনের, এ প্রত্যাশা সুখ সমৃদ্ধি আর সুরভিত স্বপ্নের। কবি মতিউর রহমান মল্লিক 'বসন্ত কাব্য' কবিতার মাধ্যমে বসন্তের আগমনী বার্তা দিয়ে সবাইকে আশান্বিত করতে চান। সম্ভাবনার আলোতে তিনি ব্যর্থতাকে পিছনে ফেলতে সদা তৎপর থাকতে পছন্দ করেন।

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের কবিতায় প্রকৃতিপ্রেমের এক নান্দনিক ছবি অঙ্কিত হয়। তাঁর প্রকৃতিপ্রেম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক মাফরুহা ফেরদৌস উল্লেখ করেন, 'প্রকৃতি বন্দনা কবি মতিউর রহমান মল্লিকের কবিতার একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। একদিকে তিনি যেমন প্রকৃতি প্রেমিক হিসাবে তাঁর রূপের বর্ণনায় মশগুল অন্যদিকে তেমনি মানবজীবনে প্রভাব বিশ্লেষণেও তৎপর। প্রকৃতির বিভিন্ন অনুষঙ্গ তাঁর কবিতায় বর্ণিল রূপ ধারণ করেছে। আবার মানব জীবনে তাঁর গুরুত্বের কথাও তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন। তাই তাঁর কবিতায় প্রকৃতি বন্দনার পাশাপাশি মানবতার কথাও আছে। আর এ দুটির মেলবন্ধন সম্ভব হয়েছে তাঁর অসাধারণ কাব্যশৈলীর ব্যবহারে।'

কবি মতিউর রহমান মল্লিক তাঁর কাব্য সাধনার ঐতিহ্য সংগ্রহ করেছেন পূর্বসূরীদের মন্থন করে। আল্লামা ইকবাল ছিলেন তাঁর অন্যতম প্রিয় কবি। ইকবালের রচনাবলী তিনি পাঠ করেছেন অত্যন্ত নিবিড়ভাবে। ইকবাল যেহেতু শেকড়ের সন্ধান করতে গিয়ে সাহাবী কবিদের রচনাও পড়েছেন- কবি মতিউর রহমান মল্লিকও ছুটে গিয়েছেন সেই কাব্যধারার কাছে। কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কবি জীবনানন্দ দাশ, কবি জসীম উদ্দীন, সর্বোপরি কবি ফররুখ আহমদকে আত্মস্থ করেছেন হৃদয়ের মমতা দিয়ে। বাংলা ভাষার কবিদের পাশাপাশি তিনি শেখ সাদী, রুমী, হাফিজ ও অন্যান্য ভাষাভাষী প্রধান কবিদের রচনাশৈলী হৃদয়ে ধারণ করেছেন। তাঁদের লিখনীকে মন্থন করে কাব্যব্যাকরণের সমৃদ্ধ জ্ঞানে ইসলামের সুমহান মর্মবাণীকে তিনি বিন্যাস্ত করেছেন তাঁর রচনায়। তাইতো তাঁর রচনায় ভিন্ন মাত্রার স্বাদ পাওয়া যায়।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক এ সব বিষয়ে অত্যন্ত যত্নশীল ও পরিচ্ছন্ন কবি। 'জ্বলতে জ্বলতে আরো জ্বলে যেতে চাই' এমন অসংখ্য অনুপ্রাস, 'মনের মধ্যে

www.pathagar.com

মন পাখির মতন' কিংবা 'প্রতিটি পাতাই লালিত সিঁথির নদী/ প্রতিটি পাতাই প্রজাপতি পাল তোলা' এমন অসাধারণ সব উপমা, 'তুমি নির্জন, নীরবতা যেন রহস্যঘেরা সুদূরিকা'র মতো অসংখ্য মনোমুগ্ধকর উৎপ্রেক্ষা মল্লিকের কবিতাকে করেছে সমৃদ্ধ। সেইসাথে 'হৃদয়ে উঠেছে চাঁদের অধিক চাঁদ/ চাঁদের ভেতরে সাম্যের মতবাদ' এমন অজস্র রূপকের ব্যবহার, 'সাত সাগরের ঢেউ থামানোর জন্যে বালুর বাঁধ' এর মতো অগণিত শ্লেষ এবং 'কী চমৎকার দেখানো'র মতো পেন্টাগনের/ ভূগোল থেকে জঠর থেকে বেরিয়ে আসে ইরাকের কঙ্কাল/ ফিলিস্তিনের খুলি এবং হাড়গোড়' এর মতো অসাধারণ সব চিত্রকল্প মল্লিকের কবিতাকে জীবন্ত করে তুলেছে। অন্যদিকে বহুমার্তৃক ছন্দের ব্যবহার কবি মতিউর রহমান মল্লিকের কাব্যসম্ভারকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। স্বরবৃত্ত ছন্দের পাশাপাশি অক্ষরবৃত্ত ছন্দ, মুক্তক অক্ষরবৃত্ত ছন্দ, মাত্রাবৃত্ত ছন্দসহ নানাবিধ ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁর কবিতাকে পাঠক হৃদয়ে বিশ্বাসের বীজ বুনতে সহায়তা করেছে। এমনকি তাঁর অষ্টক ও ষটকে লেখা অক্ষরবৃত্তের অসংখ্য সনেট তাঁর কবিতার জগতে স্থায়ী আসন গাড়তে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে।

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের কবিতার মধ্যে আলাদা একটা গন্ধ, ভিন্নরকম একটি ঘ্রাণ, অন্যরকম একটা মজাদার স্বাদ পাওয়া যায়। এ সব মুগ্ধতার মূলে যে ফুলটি সৌরভ ছড়িয়েছে তা হচ্ছে তাঁর নিখাঁদ বিশ্বাস। হৃদয়ে প্রভুপ্রেমের ফুয়ারা থাকলে বিশুদ্ধতার সুবাস বেরিয়ে আসে অবলীলায়- কবি মতিউর রহমান মল্লিকের ক্ষেত্রে এ বাস্তবতাই মূর্ত হয়ে উঠেছে। কবিসঙ্গী মাসুদ মজুমদার কবি মতিউর রহমান মল্লিকের কবি সত্ত্বার বিবরণ দিতে গিয়ে উল্লেখ করেন 'পারস্পারিক শ্রদ্ধা ও মমতায় আমরা ছিলাম বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। আরশের প্রভূর সামনে আমার সাক্ষ্য হবে মল্লিক ছিলেন কবিপ্রাণ। বিশ্বাসের ঝাণ্ডা উঁচু রাখতে তাঁর জীবন ছিল উৎসর্গিত। মৃত্যু তাঁকে আমাদের সান্নিধ্য থেকে আড়াল করেছে, তার অবদান কেড়ে নেয়নি।' তাই প্রাবন্ধিক তৌহিদুর রহমান এর সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বলা যায়- 'কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের প্রেরণার কবি, ফররুখ আমাদের চেতনার কবি, আল মাহমুদ আমাদের প্রাণের কবি আর মতিউর রহমান মল্লিক আমাদের বিশ্বাস আর ভালোবাসার কবি।' কবি শহিদ সিরাজীর কথায় বলা যায়, 'সত্যের কবি তিনি কবি সাহসের/ মানুষের কবি তিনি কবি হৃদয়ের।' সত্যিকার অর্থে কবিপ্রাণ এ মহাপুরুষ হাজার বছর ধরে জাগরুক থাকবেন আমাদের মাঝে কবিতার ডানায় ভর করে- এ কথাটি সন্দেহাতীতভাবেই বলা যায়।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

গানের জগতে মল্লিক

মতিউর রহমান মল্লিক কবিতার অঙ্গনে যেমন নিজেকে মেলে ধরেছেন স্বকীয় ধারায় তেমনি গানের জগতেও সৃষ্টি করেছেন নিজস্ব বলয়, সোনালি জগৎ। তিনি শুধু গীতিকার, সুরকার ও শিল্পীই নন, বিশ্বাসী ধারার সঙ্গীত আন্দোলনের দিকনির্দেশক, সংস্কৃতিচিন্তক এবং প্রধান সিপাহসালার। অসংখ্য গান তিনি লিখেছেন, সুর করেছেন এবং স্বকণ্ঠে গেয়েছেন। অগণিত গান তিনি লিখে দিয়েছেন আর সুর করে কণ্ঠ দিয়েছেন অন্যান্য শিল্পীরা। সব মিলে তাঁর গানের সঠিক পরিসংখ্যান এখনো করা যায়নি। সারাদেশে বিভিন্ন অ্যালবামে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাঁর অনেক গান। গবেষণা চলছে। হয়তো শীঘ্রই তাঁর গানের একটি পরিসংখ্যান আমাদের হাতে এসে পৌঁছাবে।

'শোনেন সবে নবীজীর ঐ হকীকত/ কেয়সা ছিল বেলালেরই মহব্বত; উড়িয়া যায়রে জোড় কবুতর মা ফাতেমা কান্দ্যা কয়/ আজ বুঝি কারবালার আগুন লেগেছে মোর কলিজায়' কিংবা 'এবারের মতন ফিরে যাও আজরাইল মিনতি করিয়া কই তোমারে/ আসমান জমিন চেহারা তোমার আজাবের ডাণ্ডা হাতেতে তোমার' ইত্যাদি গানগুলো এক সময় গজল নামে গাঁও গেরামের ওয়াজ মাহফিলে গাওয়া হতো এবং গ্রামের সহজ সরল মানুষ বিশেষত গ্রামীণ ধর্মপ্রাণ মহিলাগণ দুচোখের পানি ছেড়ে হৃদয় উজাড় করে এসব গান শুনতেন। শহুরে ওয়াজ মাহফিলে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের হাম্‌দ-নাতগুলো গাওয়ার চর্চা থাকলেও এগুলোকেও গজল নামে আখ্যা দেয়া হতো এবং পূর্বোক্ত গানগুলোকেও গাওয়া হতো গজল হিসেবেই। তবে শহর-গ্রাম উভয়স্থানের শিক্ষিত এলাকার মাহফিলসমূহ আল্লামা ইকবাল, রুমী, গালিব কিংবা শেখ সাদীর উর্দু ফার্সি গানের পাশাপাশি আরবি গানেরও প্রচলন লক্ষ্য করা যেতো। তবে যাই গাওয়া হোক না কেন তাকে অবশ্যই 'গজল' নামে আখ্যায়িত করা ছিল বাধ্যতামূলক। কেননা সে সময় গান মানেই অশ্লীল কিছু এবং তা মসজিদ, মাদরাসা, ওয়াজ মাহফিল কিংবা মিলাদ মাহফিলে গাওয়া নাজায়েজ মনে করা হতো।

www.pathagar.com

উত্তর বাংলার লোকসঙ্গীতে ঐতিহ্য ধারার চর্চা শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। শিল্পীসম্রাট আব্বাস উদ্দীন, আবদুল আলীম, নীনা হামিদ, রথিন্দ্রনাথ রায়, ফেরদৌসী রহমান প্রমুখ শিল্পীদের কণ্ঠে ঐতিহ্য ধারার গান উচ্চারিত হলেও অনেক মুসলিম পরিবারে তা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য হিসেবে দেখা যায়নি; বিশেষত ধর্মীয় মঞ্চে এগুলোকে নাজায়েজ মনে করা হতো। এমনকি কবি কাজী নজরুল ইসলামের ঐতিহ্যবাহী প্রেমময় হামদ-নাতগুলোও পুরোপুরিভাবে সর্বজনগ্রাহ্য ছিলনা। এমন সংকটময় সময়েও ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারের একটি অংশ গানের এ ধারাকে বিশ্বাসের সহায়ক হিসেবে ধারণ করে। আলিম-উলামা শ্রেণি ক্রমশ বিভিন্ন মাহফিলে আরবি ফারসি কবিতার পাশাপাশি নজরুলের গান-কবিতাও কোটেশন হিসেবে কিংবা বক্তৃতার অলংকার হিসেবে উপস্থাপন করতে থাকেন। ফলে পঞ্চাশের দশকের পর থেকেই এসব গান-কবিতা অনেক পরিবারে গ্রহণযোগ্য এবং অনেক রক্ষণশীল পরিবারেও সহনশীল হয়ে ওঠে।

এরকম বৈরী ও প্রতিকূল পরিবেশে সত্তর দশকের শেষ দিকে কবি মতিউর রহমান মল্লিকের নেতৃত্বে নতুন আঙ্গিকে ঐতিহ্য ধারার গানচর্চা শুরু হয়। সাইমুম শিল্পী গোষ্ঠীর সাংগঠনিক অবয়বে এ ধারা নতুন রসে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। তাঁর নেতৃত্বে এক ঝাঁক প্রতিভাবান শিল্পী এ যাত্রায় সার্থক কাণ্ডারীর পরিচয় দেন। সাইমুম শিল্পী গোষ্ঠী ঢাকা থেকে সংস্কৃতির এ বিশ্বাসী ধারায় যে নতুন আবহ সৃষ্টি করেছিল তা বিভিন্ন নামে এখন সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের হৃদয় অঙ্গনে বিশুদ্ধ বিনোদনের খোরাক হিসেবে সমাদৃত।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক বিশ্বাসী সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে দেশে বিদেশে এক নামেই পরিচিত। কবি হিসেবে যেমন তাঁর সুখ্যাতি তেমনি সফল গীতিকার, সুরকার, শিল্পী, সংগঠক এমনকি বিশ্বাসী সংস্কৃতির সমকালীন যাত্রায় সাহসী কাণ্ডারীও তিনি। ফররুখ আহমদ, আবদুল লতিফ, আজিজুর রহমান, সিরাজুল ইসলাম, ফজল এ খোদা, সাবির আহমদ চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হুদা, আবদুল হাই আল হাদী, লোকমান হোসেন ফকির প্রমুখ গীতিকারগণ ঐতিহ্যধারার সঙ্গীত অঙ্গনকে বেশ কয়েকধাপ এগিয়ে দিলেও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের পর মতিউর রহমান মল্লিকই হামদ-নাত ও দেশজ অনুষঙ্গ নিয়ে ঐতিহ্যবাদী গানের সবচেয়ে সফল ও স্বার্থক গীতিকার এ কথা অকপটে বলা যায়। তাঁর গান শুধুমাত্র পবিত্রময়তার অপরূপ শোভাই নয়, বরং তা যেন গানফুলের সুগন্ধি মৌ। যে কারণেই বলা হয়ে থাকে, সত্যিকার অর্থে গান রচনা, সুরারোপ এবং কণ্ঠদানের কৃতিত্বের

www.pathagar.com

স্বীকৃতিস্বরূপ মতিউর রহমান মল্লিককে 'সঙ্গীত কোকিল' নামেই অভিহিত করা হয়। মতিউর রহমান মল্লিকের গানকে এক কথায় ইসলামি গান বলে চালিয়ে দেয়া হলেও মূলত তাঁর গানে বৈচিত্রময়তা অনেক। নানা ধরনের গান তিনি রচনা করেছেন। আল্লাহর প্রশংসাসূচক হামদ, রাসুলের স্তুতিজ্ঞাপক নাত, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দেখানো পথে এগিয়ে চলার প্রেরণামূলক 'জিহাদী' বা জাগরণীমূলক গান, ইসলাম বিজয়ের পতাকা হাতে চলমান সাথিদের সর্বস্ব ত্যাগ করার যে স্বার্থকতা 'শহিদি গান' তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি। এছাড়াও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হবার জন্য দেশাত্মবোধক গান, স্মৃতিচারণমূলক গান, মায়ের গান এবং আধ্যাত্মিকতার মায়াময় সঙ্গীতও তিনি রচনা করেছেন।

হাম্‌দ বা আল্লাহর প্রশংসাসূচক গান

আমাদের সঙ্গীতাঙ্গনে আল্লাহর প্রশংসাসূচক হামদ ও প্রার্থনামূলক হামদের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। অনেকেই এ বিষয়ে প্রচুর গান লিখেছেন। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এ ক্ষেত্রে সব চেয়ে বেশি এগিয়ে। অন্যদিকে কবি মতিউর রহমান মল্লিকও রচনা করেছেন অসংখ্য হামদ। গানের ভাষা, উপমা এবং হৃদ্যতার যে মাধুর্যতা তিনি চিত্রিত করেছেন তা কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছাড়া অন্য কারো লেখনীতে পাওয়া দুষ্কর। এমন কি কাজী নজরুল ইসলামের হামদ এর চেয়েও কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গানে কোন কোন ক্ষেত্রে জীবন ঘনিষ্ঠতা অনেক বেশি বলেই অনুমিত হয়। এরকম দু'একটি গানের উপমা দেয়া যেতে পারে।

তোমার সৃষ্টি যদি হয় এতো সুন্দর
না জানি তাহলে তুমি কত সুন্দর
সেই কথা ভেবে ভবে কেটে যায় লগ্ন
ভরে যায় তৃষিত এ অন্তর।
কিংবা
প্রশংসা সবি কেবল তোমারি
রাব্বুল আল আমিন
দয়ালু মেহেরবান করুণা অফুরান
আর কেউ নয়, তুমিই মালিক
কিংবা

প্রশংসা সবি কেবল তোমারি
রাব্বুল আল আমিন
দয়ালু মেহেরবান করুণা অফুরান
আর কেউ নয়, তুমিই মালিক

www.pathagar.com

শেষ বিচারের দিন।

মহান আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপক গানের মধ্যে অন্যরকম এক বৈচিত্রময়তা এনেছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। মহান আল্লাহর বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও সৃষ্টিকৌশলে তাঁর নিপুণতার সুদক্ষ বিবরণ সকল বিশ্বাসী হৃদয়কে আল্লাহর প্রেমে বিগলিত করে তোলে। ভাষার আধুনিকতা, শব্দের দ্যোতনা, দেশজ উপমার অনুষঙ্গ, সর্বোপরি ঈমানের রঙে রাঙিয়ে নিয়ে হৃদয় মনে প্রভুর ভালোবাসায় আলিঙ্গন করার এক দৃঢ় প্রত্যয় ও আশার ফল্গুধারা তাঁর গানের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। নদী, পাখি, ফুল, তারকারাজির প্রাকৃতিক বিবরণের সাথে সাথে বাংলা কবিতার কাব্যময়তা অক্ষুণ্ন রেখে তিনি হামদসমূহ রচনা করেছেন। এমন হামদের সংখ্যার বিচারে কবি কাজী নজরুল ইসলামের চেয়ে কম নয়।

হামদকে প্রার্থনাসূচক ঢঙে উপস্থাপনার কৌশল বাংলা সাহিত্যে অনেকাংশে জনপ্রিয় করেছেন আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। 'তাওফিক দাও খোদা ইসলামে/ মুসলিম জাহা পুনঃ হোক আবাদ, দাও সেই হারানো সালতানাত/ দাও সেই বাহু সেই দিল আযাদ।' এমন প্রার্থনাসূচক হামদে তাঁর কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। কাজী নজরুলের পরে এ ধরনের গান অনেক বেশি সংখ্যায় রচনা করেছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। 'আমার কণ্ঠে এমন সুধা/ দাও ঢেলে দাও হে পরোয়ার। যা পিয়ে এই ঘুমন্ত জাত/ ভাঙ্গে যেন রুদ্ধদ্বার।' গানের সঞ্চারীতে তিনি বলেন, 'আমার গানের সুরে প্রভু/ দিও দিও অগ্নিধারা। দ্বীন কায়েমের চির সবুজ/ অনুভূতি পাগল করা।' হৃদয়ের ব্যথা বেদনা, কষ্ট যন্ত্রণার উচ্ছেদ করে শান্তির জন্য যে আকুতি কিংবা ধৈর্যধারণের যে আকাঙ্ক্ষা ও শক্তি পাবার প্রবল ইচ্ছা তা কবি মতিউর রহমান মল্লিকের কলমেই স্বার্থকভাবে ধরা দিয়েছে–

হে খোদা মোর হৃদয় হতে
দূর করে দাও সকল বেদনা
সকল ভাবনা
দূর করে দাও সব যন্ত্রণা
সকল যাতনা।

হৃদয়ের মণিকোঠায় প্রভুকে একক স্বত্ত্বায় ঠাঁই দিয়েছেন কবি মতিউর রহমান

www.pathagar.com

মল্লিক। তিনি যেন তাঁর পুরো অন্তর জুড়েই বাস করেন। কোন ধরনের মুনাফেকী, শয়তানী কিংবা আল্লাহ বিমুখ কোন চরিত্র কিংবা শক্তি সেখানে জায়গা না পায় সে প্রার্থনাও তিনি করেছেন এ গানের প্রথম ও শেষ অন্তরাতে–

তুমি ছাড়া কেউ যেন আর/ জায়গা না পায় লুকিয়ে থাকার
এই অন্তরে এই পরাণে/ তুমি কামনা।

সবর মুমিনের এক অসাধারণ শক্তি। সবরের কথা ইসলামে গুরুত্বের সাথে এসেছে। এমনকি সবরকারীর সাথে আল্লাহর মিশে থাকার কথাও বলা হয়েছে। কেননা মুমিনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সবর করা। মতিউর রহমান মল্লিক প্রভুর কাছে সেই সবরের দীক্ষাই চেয়েছেন, চেয়েছেন ধৈর্যধারণের শক্তি। আল্লাহ তাঁর ডাক ও প্রার্থনা শুনেছেন বলেই তিনি বাস্তবজীবনে সবরকারী হিসেবে নজরানা পেশ করতে সক্ষম হয়েছেন–

ধৈর্যধারণ করার শক্তি
দাও গো মেহেরবান আমায়
দাও গো মেহেরবান
বুকের ভেতর ব্যথার নদী
বইছে অবিরাম।

গানের প্রথম অন্তরাতে তিনি যে প্রার্থনা করেছেন তার ভাব ভাষা ও উপমা অসাধারণ এক কবিতা।

আঁধার আমার আলো দিয়ে
কানায় কানায় দাও ভরিয়ে
অন্তর জুড়ে দাও গো প্রভু
ভোরের পাখির গান।

প্রভুকে চিনতে হলে নিজেকে চেনা জরুরি। নিজের প্রতিটি অস্তিত্বকে চিনতে পারলেই স্রষ্টাকে চেনা সহজ হয়। স্রষ্টাকে চিনতে পারলে সে মানুষের জীবনে আর কোন অপ্রাপ্তি থাকে না। এজন্য কবি মতিউর রহমান মল্লিকের এ আঁকুতি–

নিজেকে চেনার তুমি তাওফিক দাও খোদা
তোমাকে চেনার তুমি তাওফিক দাও

www.pathagar.com

আলোয় দীপ্ত করো নয়ন আমার
ভোরের বিভায় ভরো এ মন আমার
তবু অচেনার যতো পর্দা সরাও।

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গানের একটা অসাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো নিজেকে আল্লাহর প্রশংসায় বিগলিত করে দেয়া। নিজেকে প্রভুর সাথে মিশিয়ে দিয়ে নিজের প্রতিটি অঙ্গ প্রতঙ্গের জন্য আল্লাহর প্রশংসা করা তাঁর গানের এক অভূতপূর্ব আকর্ষণ। চোখের শুকরিয়া আদায় করতে গিয়ে তিনি অসাধারণ হামদ লিখেছেন–

এই দুটি চোখ দিয়েছো বলে
দেখি যে কত অপরূপ
নয়নাভিরাম ক্ষেত খামারে
জুড়ায় জ্বালা বিধূর ধূপ।

গানটির সঞ্চারীতে কবি চোখের শোকর করতে গিয়ে বলেন–

তোমার দেয়া চোখের শোকর
জানাবো তার ভাষা কই
যতই ভাবি ততই যেন
পলক হারা চেয়ে রই॥

গানটির শেষ অন্তরাতে তিনি প্রভু প্রশংসার এক চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন-

তোমার সৃষ্টি ওগো রহিম
দিক-দিগন্তে অশেষ অসীম
ফুল ফসলের অতুল শোভায়
বাকহারা হই রই যে চুপ।

www.pathagar.com

প্রার্থনাসূচক হামদসমূহে কবি মতিউর রহমান মল্লিক আল্লাহর শুকরিয়া যেমন আদায় করেছেন তেমনি মানবতার উন্নয়নে, বঞ্চিত-শোষিত মানুষের মুক্তির জন্যে আল্লাহর দ্বীন বিজয়ের কামনাও করেছেন হৃদয়-মন দিয়ে। তিনি কবি নজরুলের মতো খোদায়ী সালতানাত কামনা করেছেন নিজস্ব ঢঙে, মল্লিকীয় কাব্যভাষায়–

দাও খোদা দাও হেথায় পূর্ণ ইসলামি সমাজ
রাশেদার যুগ দাও ফিরায়ে দাও কোরানের রাজ॥
তিনটি অন্তরার সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এ গানটি। এ গানের প্রথম অন্তরায় তিনি বলেন–

কোটি কোটি মানুষ হেথায় বঞ্চিত রে বঞ্চিত
বাতিল মতের জিন্দানে হায় শঙ্কিত রে শঙ্কিত
জলে স্থলে বিভীষিকা হায়, পশুত্ব আর বর্বরতায়
তাই তো হেথায় আজ কামনা খোদা তোমার রাজ।

সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্বই পৃথিবীর ইতিহাস। পৃথিবীর সূচনা লগ্ন থেকে অদ্যাবধি শুধুমাত্র হযরত আদম আ. এবং হযরত সোলায়মান আ. কে খিলাফত প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার মুখোমুখি হতে হয়নি। বাকি সব নবী-রাসুল এবং দ্বীন বিজয়ের সকল মুজাহিদকেই কষ্টের সাগর পাড়ি দিতে হয়েছে। বাংলাদেশে দ্বীন বিজয় করতে চাইলেও এর ব্যতিক্রম হবে না। শহিদের রক্তে রঞ্জিত হতেই হবে এ মাটি। কবি মতিউর রহমান মল্লিক সে কথাটিও স্মরণ করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা সূচক দ্বিতীয় অন্তরা রচনা করেছেন–

লাখ শহিদের রক্তে এদেশ রঞ্জিত রে রঞ্জিত
লক্ষ মায়ের বক্ষে ব্যথা সঞ্চিত রে সঞ্চিত
কত ভাই যে হারিয়ে গেল কত বন্ধু প্রাণ হারালো
সকল ব্যথা ভুলবো পেলে খোদা তোমার রাজ।

মহান আল্লাহর বড়ত্বের সাথে কোন কিছুরই তুলনা হয় না। সেই বড়ত্বকে ঘোষণা দিয়ে নিজের অসহায়ত্বকে তুলে ধরেই মূলত তার কাছে প্রার্থনা করা হয়ে থাকে। এ রকম প্রার্থনায় প্রভু প্রেমের এক আবহ তৈরি হয়- যা কবি

www.pathagar.com

মতিউর রহমান মল্লিকের এ প্রার্থনাসূচক হামদটিতে সহজে উঠে এসেছে।

এই গুনাহগার প্রভু
দয়া ছাড়া কিছু চায় না
জ্বলে পুড়ে গেল বুক
সেরে দাও সব অসুখ
সওয়া যায় না।

গানটির সঞ্চারীতে নিজেকে প্রভুর দরবারে সঁপে দিয়ে তাঁকে একমাত্র সহায় হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। শেষ অন্তরাতেও প্রভুর বড়ত্ব উপস্থাপনের সাথে সাথে নিজেকে অবুঝদের কাঁতারে সাজিয়েছেন অতীব দক্ষতার সাথে। কবি মতিউর রহমান মল্লিক বলেন–

আর তো পারি না আমি বুক ভেঙে যায়
শান্ত্বনা তুমি ছাড়া কে দেবে আমায় বল
কে দেবে আমায়
তুমি তো সীমানা বিহীন অসীম অপার
অশেষ অথৈ তব দয়ার পাহাড়
দুটি হাত পেতে পেতে সে দয়ার কিছু নিতে
বড় বায়না।

মতিউর রহমান মল্লিকের গানে মহান প্রভুর প্রশংসাসূচক বাণী থাকলেও তিনি উপমায় দেশজ অনুষঙ্গকে ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। 'সীমানা বিহীন' 'অসীম অপার' দয়ার পাহাড়, বায়না প্রভৃতি শব্দগুলো যেমন তাঁর গানকে দেশজ অনুষঙ্গের সাথে যুক্ত করেছে তেমনি পাখনা, পাখি, আকাশ নীলে মেঘের ভেলা, ঢেউ, সাত সাগর, 'মাঠে মাঠে বনে বনে, সবুজ সবুজ আলাপনে' এ ধরনের শব্দগুলো প্রভু প্রেমকে বাংলার প্রকৃতির সাথে একেবারে একাকার করে দিয়েছে। সেইসাথে সবাইকে আল্লাহ নামের গান গাইতে যে আমন্ত্রণ- এটি এক অসাধারণ দাওয়াত–

এসো গাই আল্লাহ নামের গান
এসো গাই গানের সেরা গান
তনুমনে তুলবো তুমুল
তুর্য তাল ও তান।

www.pathagar.com

এ আহ্বানের পরে পরপর তিনটি অন্তরায় তিনি পৃথিবীর পরতে পরতে প্রভু প্রেমকে মিশিয়ে দিয়েছেন ভাষাশৈলীর দক্ষতার মাধ্যমে-

পাখনা মেলে উড়লে পাখি
গায় কি ও নাম ডাকি ডাকি
আকাশ নীলে মেঘের ভেলা
নিত্য চলমান।
ঢেউ সে দুলে দুলে বুঝি
সাত সাগরে বেড়ায় খুঁজি
ওই নামেরই অরূপ রতন
হীরা ও কাঞ্চন।

মাঠে মাঠে বনে বনে
সবুজ সবুজ আলাপনে
ওই নামেরই আলোক ধারা
জমিন ও আসমান।

আমাদের গানের ভূবনে প্রভুর প্রশংসাসূচক গান মানেই আল্লাহর গুণবাচক নামের সমাহার দেখা যায়। কাজী নজরুল ইসলাম এক্ষেত্রে খানিকটা আধুনিকতা নিয়ে এলেও এ ধারায় সবচেয়ে সফল হয়েছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। সবুজ হৃদয়ের কবি মতিউর রহমান মল্লিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবোধকে মহান প্রভুর প্রশংসার ক্ষেত্রে যুতসইভাবে প্রয়োগ করেছেন। আল্লাহর প্রতিটি সৃষ্টিকে নান্দনিকতার সাথে উপস্থাপন করে তিনি প্রভুর প্রশংসা করেছেন। সবুজ মাঠ, নীল আকাশ, পাখি, কাব্য-কবিতা, সুরধ্বনি, চন্দ্র তারা, ফুলের সৌন্দর্যবোধ এমনকি প্রজাপতির ডানায় ডানায় তিনি প্রভু প্রেমের পঙ্‌ক্তি এঁকেছেন, এখানেই মতিউর রহমান মল্লিককে অনেক বেশি সফল গীতিকবি বলে মনে করা যায়।

মাঠ ভরা ঐ সবুজ দেখে
নীল আকাশে স্বপ্ন এঁকে
যার কথা মনে পড়ে
সে যে আমার পালনেওয়ালা।

www.pathagar.com

মতিউর রহমান মল্লিকের কোন কোন হামদ-এর বক্তব্যের বিষয়বস্তুর ঢঙ খানিকটা নজরুলীয় বলে অনুমান করা হয়। তবে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কাজী নজরুল ইসলাম যে বিষয়বস্তুকে গানে সন্নিবেশিত করেছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক সে বিষয়টিকে আরো বিশুদ্ধভাবে উপস্থাপনের প্রয়াস চালিয়েছেন। বিশেষত তাঁর গানে বিশ্বাসের ধারাটি একেবারে নিখাঁদ ও শিরক-বিদয়াত মুক্ত। ভাষায় ঢঙের দিক থেকেও মতিউর রহমান মল্লিক বর্তমান সময়কে ধারণ করেছেন পুরোপুরিভাবে। কাজী নজরুল ইসলাম যে সময়ে গান লিখেছেন সেটি যে সময়ের সর্বাধুনিক প্যাটার্ণ হলেও সময়ের বিবর্তনে ভাষার দিক থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে বর্তমান পরিভাষাকে খানিকটা দ্বিধান্বিত করতে পারে। কেননা নজরুল-রবীন্দ্র সঙ্গীত আমাদের গানের জগতে একটি অবিস্মরণীয় ধারা হলেও সেই ভাষার ঢঙে অন্য কেউ গান লিখলে তা হবে ভীষণ হাস্যকর। কারণ সময়কে ধারণ করতে না পারলে কেউ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কবি মতিউর রহমান মল্লিক সময়কে ধারণ করার ক্ষেত্রে পুরোমাত্রায় সফলতা দেখিয়েছেন। কাজী নজরুল ইসলাম যখন লেখেন-

এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল
মিঠা নদীর পানি
খোদা তোমার মেহেরবাণী
এই শস্য শ্যামল ফসল ভরা মাঠের ডালিখানি
খোদা তোমার মেহেরবাণী।

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গানে একই বিষয়বস্তুর সুর বেজে উঠলেও পার্থক্যটা চোখে পড়ে আধুনিকতার ঢঙেই-

যেমন তুমি দিলে জমিন দিয়েছ আসমান
সুখের সমাজ গড়তে দিলে তেমনি কোরআন
তোমার দয়া অফুরান- দয়া অফুরান

গানের প্রথম অন্তরাতে কবি কাজী নজরুল ইসলাম উল্লেখ করেন-
তুমি কতই দিলে রতন
ভাই বেরাদর পুত্র স্বজন
ক্ষুধা পেলে অন্ন যোগাওমানি চাই না মানি

www.pathagar.com

কবি মতিউর রহমান মল্লিকও তাঁর হামদে এ রকম বিষয়সমূহ নিয়ে এসেছেন, । তবে তা মল্লিকীয় ঢঙে-

তৃষ্ণা নিবারণে দিলে স্বচ্ছ স্বাদু পানি
জঠর জ্বালা জুড়াতে আর ফল ফসল জানি
পথের দিশায় তেমনি দিলে রাসুলে আকরাম

কবি কাজী নজরুল ইসলামের গানের একটি অন্যতম সৌন্দর্য হচ্ছে সঞ্চারী । গুরুপাকের খাবারে বুরহানী কিংবা সালাদ যেমন স্বাদকে ভিন্নমাত্রায় যোগ করে তেমনি গানের সঞ্চারী 'বুরহানীর, মতো গানের স্বাদকে অন্যরকম এক মজাতে নিয়ে যায় । কাজী নজরুল ইসলামের মতো কবি মতিউর রহমান মল্লিকের অধিকাংশ গানেই সঞ্চারী ব্যবহার করা হয়েছে । এ গানের ক্ষেত্রে নজরুল ইসলাম যখন সঞ্চারীতে উল্লেখ করেন–

খোদা তোমার হুকুম তরক করি
আমি প্রতি পায়
তবু আলো দিয়ে বাতাস দিয়ে
বাঁচাও এ বান্দায়

অন্যদিকে কবি মতিউর রহমান মল্লিকও সঞ্চারীতে গেয়ে ওঠেন–

তুমি দিলে চোখের আরাম
শান্ত নদীর বাঁক
গাছ গাছালীর শাখায় শাখায় পাখ পাখালির ডাক
দিলে পাখ-পাখালির ডাক ।

গানের শেষ অন্তরা কিংবা আভগ অংশে কবি কাজী নজরুল ইসলাম লেখেন–

শ্রেষ্ঠ নবী দিলে মোরো
তরিয়ে নিতে রোজ হাশরে
পথ না ভুলি তাইতো দিলে
পাক কোরানের বাণী ।

www.pathagar.com

কবি মতিউর রহমান মল্লিক তাঁর গানের শেষ অন্তরাতে উল্লেখ করেন–
বৃষ্টি ঢেলে জীবন দিলে শুকনো মরুর বুকে
আদর সোহাগ দান করেছ নানা রঙের দুঃখে
দান করেছ তেমনি তুমি জ্ঞান আরো বিজ্ঞান।

উল্লেখ্য যে, দুটি গানের বিষয়বস্তু প্রায় কাছাকাছি। কবি কাজী নজরুল ইসলাম যে বক্তব্য প্রথম অন্তরাতে এনেছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক তা এনেছেন শেষ অন্তরাতে। আবার কাজী নজরুল ইসলাম যা বলেছেন শেষ অন্তরাতে তা মতিউর রহমান মল্লিক বলেছেন প্রথম অন্তরাতে। তবে বিষয়বস্তুর মিল পরিলক্ষিত হলেও ভাষার ধরণ ও বিশ্বাস-চেতনায় খানিকটা ভিন্নতা অবশ্যই আছে। দু'জনের গানের কাব্যভাষা নিজস্ব ঢঙে উৎসারিত। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর নিজস্ব পরিমণ্ডলকে যেমন ব্যবহার করেছেন সেক্ষেত্রে কবি মতিউর রহমান মল্লিকও পুরোপুরি সফল। তিনিও যে গীতিকবিতার ক্ষেত্রেও নিজস্ব কাব্যভাষা তৈরিতে সক্ষম হয়েছেন সেটাও নির্দ্বিধায় বলা যায়।

না'তে রাসুল বা রাসুলের স. স্তুতিজ্ঞাপক গান

ভালোবাসার মানুষকে ঘিরেই মূলত গান তৈরি হয়, তৈরি হয় রকমারী সুর। হৃদয়ে আকুলতা, বিচ্ছেদ, বিরহ, কিংবা প্রিয়জনের নানা অনুষঙ্গ উঠে আসে গানের ছত্রে ছত্রে। সেই ভালোবাসার মানুষটি যদি হয় প্রিয় রাসুল, আদর্শিক বন্ধু তবে গানটি হয়ে ওঠে আরো ভিন্ন আবহে ভরা। কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে এ রকম গানের অমর স্রষ্টা। তারই সফল উত্তরসুরী হিসেবে কবি মতিউর রহমান মল্লিক এক অনবদ্য নজির সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। সত্যিকার অর্থেই না'তে রাসুল এর ক্ষেত্রে কবি মতিউর রহমান মল্লিক বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য ধ্রুবতারা। তাঁর লেখা ও সুরারোপিত না'তে রাসুলগুলো হৃদয়তন্ত্রিতে এক অন্যরকম নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছে। তাইতো কবি মতিউর রহমান মল্লিককে রাসুল প্রেমিক গীতিকার কিংবা নবী-পাগল শিল্পীও বলা যায়।

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের না'তে রাসুলসমূহ দ্বিমাত্রিক ঢঙে রচিত। কিছু না'তে রাসুলে মহানবীর স. গুণবাচক নাম ও উপাধীর সমন্বয় ঘটিয়ে মহানবীর প্রশংসাসূচক শব্দাবলী ব্যবহারের মাধ্যমে রচিত হয়েছে যা

www.pathagar.com

সাধারণত অন্যান্য লেখকরাও করে থাকেন। তবে এক্ষেত্রে অন্তরা ও সঞ্চারীর বক্তব্যে তিনি দ্বীনের পূর্ণ বিশ্বাস, আস্থা ও দ্বীন কায়েমের অভাবে দেশজ চিত্র ও মানবতার অবমাননার চিত্রও সাহিত্যিক মূল্যবোধের সঠিক মাপে চিত্রিত করেছেন। নিছক মহানবীর স. শানে প্রশংসা ও দূরুদ পাঠের মধ্যেই তিনি সীমাবদ্ধ থাকেননি। ইসলামের পূর্ণাঙ্গরূপ বাস্তবায়িত না হলে যে মানবতার শান্তি কখনো আসবে না সে বিষয়টিও তিনি না'তে রাসুলের মধ্যে তুলে এনেছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ স. যে শুধুমাত্র একজন নবীই নন, তিনি যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল, ইসলামের মতো একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের বাস্তব ও পূর্ণাঙ্গ মডেল এবং সে বিষয়ের আঞ্জাম দিতে গিয়ে তিনি মূলত মানবতার মুক্তির মডেল হিসেবে দায়িত্ব পালনে সফল হয়েছেন সে বিষয়গুলোও তাঁর না'তে রাসুলে উঠে এসেছে। উপস্থাপিত এ নাতটির মধ্যেই তা আমরা অনুধাবন করতে পারি–

ওগো ও কামলিওয়ালা
ইয়ানবী সাল্লেআ'লা
তোমারে মনে পড়েছে
তোমারে মনে পড়েছে।
কি যে কি মন্ত্রণাতে
অসহ যন্ত্রণাতে
মন আমার তোমায় স্মরেছে
তোমারে মনে পড়েছে।

এ না'তে রাসুলটির প্রথম অন্তরাতে মহানবীকে স. মনে পড়ার কারণ চিত্রিত করা হয়েছে। মানবতার অবমাননা, নির্যাতন নিষ্পেষণে জুলুমবাজের নগ্নথাবায় অসহায় মানুষের আর্তচিৎকারে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হওয়ার চিত্র তুলে ধরেছেন। মহানবীর কাছে এসব চিত্র তুলে ধরার কারণ হলো- তিনিই তো দুনিয়া ও আখিরাতে মানবতার মুক্তির মডেল পুরুষ। গানের দুটি অন্তরায় উল্লেখ করা হয়েছে–

মানুষ আজ ধুকে ধুকে
মরছে দেখো পথের ধুলায়
অভাবে অনটনে

www.pathagar.com

দিনে রাতে আব্রু লুটায়
জালিমের অত্যাচারে
অসহায় হাহাকারে
বিধাতার আরশ কেঁপেছে
তোমারে মনে পড়েছে।

এখানে বাতাস যেন
বহে আহা করুণ খেদে
নীরবে মানবতা
অশ্রু ঝরায় কেঁদে কেঁদে
প্রকৃতির বিলাপ শুনে
বিধূর এ সময় শুনে
বেদনায় হৃদয় ভেঙেছে
তোমারে মনে পড়েছে।

কাজী নজরুল ইসলাম দূর আরবের স্বপ্ন দেখেছিলেন বাংলাদেশ থেকে। তিনি উল্লেখ করেন- 'দূর আরবের স্বপন দেখি বাংলাদেশের কুটির হতে'। পবিত্র এ না'তে রাসুলে কাজী নজরুল ইসলাম 'বাংলাদেশ' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন বাংলাদেশ শুধু নয় পাকিস্তান স্বাধীনেরও বহু আগে অর্থাৎ পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য যে ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব সংঘটিত হয়েছিল তারও আগে। তার মানে সবার আগেই কাজী নজরুল ইসলামের হৃদয়ে ঠাঁই করে নিয়েছিল এ বাংলাদেশ। এজন্য বলা হয় 'বাংলাদেশ, বাংলাদেশের মানুষ ও কাজী নজরুল ইসলাম এক ও অভিন্ন সত্ত্বা।' তাঁরই যোগ্য উত্তরসুরী কবি মতিউর রহমান মল্লিক। তিনিও বাংলাদেশের প্রান্ত থেকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ স. কে স্মরণ করেছেন- সালাম জানিয়েছেন। শুধু সালাম জানানোই নয়, তাঁকে জীবনাদর্শের নেতা হিসেবে মেনে নিয়ে দ্বীন কায়েমের সংগ্রামে শহিদ হওয়ারও অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন তিনি। গানটি এ রকম–

বাংলাদেশের প্রান্ত হতে
সালাম জানাই হে রাসুল
আমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়
তোমার আশিক কুল।

www.pathagar.com

তোমায় ছাড়া অন্য কাউরো নেতা মানি না
তোমার জন্য সয়ে যাবো সকল বেদনা
সেই সে শপথ নিতে আমরা এই মাঠে মশগুল।

আমরা তোমায় ভালোবাসি নজির যে তার কত
রক্ত দিলাম সাগর সাগর জীবন শত শত
তোমার পথে এগিয়ে যাবো পিছপা হবো না
শহিদি খুন আর তো বৃথা যেতে দেবো না
এই এ শপথ আঁকড়ে আছি নড়বো না এক চুল।

প্রেম ও অনন্ত ভালোবাসার মানুষ হিসেবে মহানবীকে স. উপস্থাপন করেছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। সত্যিকার অর্থেই তিনি যে প্রেমের নবী তা বলার অপেক্ষাই রাখে না। মানবতার কোন ধরনের অবমাননাই তিনি সহ্য করতে পারেন নি। তিনি শুধু মানবপ্রেমিকই ছিলেন না সৃষ্টির সব কিছুতেই তাঁর প্রেম উপচে পড়তো। তাই তো তিনি দয়াল নবী, প্রেমের ছবি, ধ্যানের ছবি সকলের। কবি মতিউর রহমান মল্লিক অন্য একটি না'তে রাসুলে উল্লেখ করেছেন–

ও প্রেমের নবী
ও ধ্যানের ছবি
তোমার পানে চেয়ে ব্যাকুল ধরা
ও রবির রবি
ও শ্রেষ্ঠ নবী
তোমার ছোঁয়ায় ভাঙে লৌহ কারা

আইয়্যামে জাহেলিয়াতের লৌহ কারা ভেঙে মানবতাকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন রাসুলে করিম স.। আজকের দুনিয়ায় তিনি স্বশরীরে নেই। তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ দিয়েই স্বদেশ থেকে সমস্ত অন্যায় জুলুম ও শোষণবাদের উচ্ছেদ করে খোদায়ী বিধান কায়েমের মধ্য দিয়ে সোনার স্বদেশ গড়ে তুলতে হবে।

www.pathagar.com

সে কথাটি মতিউর রহমান মল্লিক তুলে এনেছেন এ গানের প্রথম অন্তরাতে–

তোমার পথের সোনার রেখা
মুক্তির জওহর তসবীহ আঁকা
নির্যাতিত প্রাণে জাগায় সাড়া
ও খোদার রাসুল
ও নেতা নির্ভুল
তোমায় বিনে স্বদেশ যায় না গড়া।

রাসুল স. এর দেখানো পথ যতো সুন্দর হোক না কেন জাহিলিয়াতের সংস্পর্শে থাকা কায়েমী স্বার্থবাদী বা প্রতিষ্ঠিত শক্তি কখনো সে আদর্শ প্রতিষ্ঠাকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখবে না। হযরত আদম আ. থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ স. পর্যন্ত সকল নবী-রাসুলের সংগ্রামী ইতিহাস সে সাক্ষ্যই দিয়ে যাচ্ছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হযরত মুহাম্মদকেও স. হাজার সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়েছে। রক্তে রঞ্জিত হয়েছে বদর, উহুদ, তাবুক, মুতাসহ শত শত যুদ্ধের প্রান্তর। প্রায় সাতাশটি যুদ্ধে মহানবী স. নিজে সেনাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন। বাকি ষাটটি যুদ্ধে তিনি সেনাপতি নিয়োগ দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। সুতরাং তিনি শুধু নবীই নন, তিনি একজন বিপ্লবী, সেরা সংগ্রামী। তাঁর মতো নেতার আদর্শের জন্যই আজো তাকিয়ে আছে সর্বহারা দুঃখী মানুষ। সে কথাটাই কবি মতিউর রহমান মল্লিক সুন্দর ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন এ গানের দ্বিতীয় অন্তরাতে।

তুমি সেরা বিপ্লবী যে
তুমি সেরা সংগ্রামী যে
জুলুম নিপাত যায় না তুমি ছাড়া
ও সেনাপতি
ও মহামতি
তোমার পানে চেয়ে সর্বহারা।

www.pathagar.com

মহানবী হযরত মুহাম্মদ স. শুধু দুনিয়ার নেতাই নন। তিনি আখিরাতেও নিদানের কাণ্ডারী।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক এ গানের শেষ অন্তরায় উল্লেখ করেন–

তোমার প্রাণের সুষমাতে
নিখিল ভূবন উঠলো মেতে
তোমার প্রেমে সবই আপন হারা
ও কামলিওয়ালা
ও কাওসারওয়ালা
সাগর তোমার নামে পাগল পারা।

হযরত মুহাম্মদ স. বিশ্বমানবতার মুক্তির কাণ্ডারী। কোন দেশ জাতি ও কালের আবদ্ধে বন্দি নয় তাঁর আদর্শ। সকল দেশের, সকল কালের, সকল মানুষের জন্য তিনি আদর্শ। কবি মতিউর রহমান মল্লিকও সে বিষয়টি তুলে এনেছেন গানে গানে। এ আন্তর্জাতিকতা আদর্শের ভিত্তিতেই বিশ্বের সকল মানুষকে একভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়েছে। গানের ভাষায় বলা হয়েছে– ।

তিনি ননতো শুধু আরবের
নন কোন চিহ্নিত সীমানার
নন শুধু বিস্তৃত আজমের
তিনি এ দেশের
তিনি সে দেশের
তিনি সকল দেশের সারা বিশ্বের।

জাত শ্রেণিভেদ, বর্ণভেদ ও ধনী গরিবসহ মানবতার যে কোন বৈষম্যকে ঘৃণা করতেন হযরত মুহাম্মদ স.। সকল মানুষকে এক কাতারে এনে তিনি সবাইকে ভাই হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গানের প্রথম অন্তরাতে তাইতো কবি মতিউর রহমান মল্লিক উল্লেখ করেন-

তার কাছে উঁচু নিচু সকলে সমান
মানুষে মানুষে কোন নেই ব্যবধান
কালোয় ধলোয় গভীর প্রেমের
ভিত রচে বলেছেন 'আমরা সবাই'
এক খান্দান আদমের

www.pathagar.com

তিনি গরিবের, তিনি ফকিরের
তিনি সব হারাদের যত নিঃস্বের।

এমন মানুষকে আসলে কী নামে আখ্যা দেয়া যায়? পৃথিবীর যত মানুষ, যত নেতা-নেত্রী, জনদরদী হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে বা হচ্ছে তাদের প্রত্যেকের জীবনের হাজারো কালো অধ্যায় আছে। মানবিক দুর্বলতা, ভুল করার প্রবণতা, নিজের বড়ত্ব প্রতিষ্ঠার খায়েশ কখনো কখনো তাদেরকে অন্ধ করে ফেলে। কিন্তু নবীরা এক্ষেত্রে ভিন্ন চরিত্রের। আর নবীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হচ্ছেন আমাদের প্রিয় আদর্শ হযরত মুহাম্মদ স.। বিশাল আকাশের চেয়েও অনেক বড় তাঁর হৃদয়ের ব্যাপ্তি, অনেক প্রশস্ত তাঁর মনের আঙিনা। কবি মতিউর রহমান মল্লিক মহানবী স.-এর চরিত্রের এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের অনুপম চিত্র এঁকেছেন একটি গানে। এ গানটিকে তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ না'তে রাসুল বলা যায়।

সে কোন বন্ধু বলো বেশি বিশ্বস্ত
কার কাছে মন খুলে দেয়া যায়
কার কাছে সব কথা বলা যায়
হওয়া যায় বেশি আশ্বস্ত
তাঁর নাম আহমাদ বড় বিশ্বস্ত।

গানের প্রথম অন্তরাতে বলা হয়েছে-

সে জন কখনো ব্যথা দিতে জানে না
যে জন কেবলি মুছে দেয় বেদনা
হৃদয়ের হাহাকার আপন করে নিতে আর
কার বুক এতো প্রশস্ত।

এ না'তে রাসুলটির 'সঞ্চারী' এক অসাধারণ কাব্যময় প্রেমসঙ্গীত। গানের কথা ও সুরে যে মাধুর্যতা, হৃদয়ের গভীরতা, প্রেমের আলাপন উপস্থাপন করা হয়েছে তা সত্যিই যেন নবীপ্রেমের এক শ্রেষ্ঠ উপমা। মহানবীকে স. কবি মতিউর রহমান মল্লিক 'প্রিয়তম' বলে সম্বোধন করে তাঁর অস্তিত্বের সাথে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন নিবিড়ভাবে।

www.pathagar.com

তাঁর এ স্বপ্নের মানুষকে উপস্থাপন করেছেন এভাবে-

মহানবী বলে তারে কেউবা ডাকে
আমি ডাকি প্রিয়তম
সে আমার ধ্যান ভালোবাসা প্রেম
মধুময় মনোহর স্বপ্ন সম ।

গানের প্রথম অন্তরার মত শেষ অন্তরাতেও তিনি প্রেমর ছবি এঁকেছেন মনের মাধুরী মিশিয়ে–

যে জন করুণার অনুপম উপমা
যার মতো মরমী কোথাও আর মেলে না
জীবনের আঙিনায় আবাদ করে দিতে আর
কার বুক এতো প্রশস্ত ।

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গানের কাব্যভাষা ও উপমার মাধুর্যতা খুঁজতে গেলে এ একটি গানই যথেষ্ট । হৃদয়ের গভীরতম স্থান থেকে উজাড় করা ভালোবাসা, ভাষার পাণ্ডিত্য এবং গীতি কবিতার উৎকৃষ্ট কথামালার মাধ্যমে সঙ্গীত ভূবনকে সমৃদ্ধ করার যে ক্ষমতা তা মতিউর রহমান মল্লিকের এ গানটি অনুধাবন করার চেষ্টা করলেও বুঝা যায় । সত্যিকার নবী প্রেমে দিওয়ানা হতে পেরেই তিনি ঘোষণা করেছেন– 'আয় কে যাবি সঙ্গে আমার/ নবীর দেশে আয় । যেথা মরুর ধুলো মুক্ত হলো/ লেগে নবীর পায় ।' সত্যিই নবী প্রেমের এক উৎসর্গিত প্রাণ কবি মতিউর রহমান মল্লিক । তাঁর নির্মিত যে কোন না'তে রাসুলের ছত্রে ছত্রে, সুরের আবহে আবহে তাঁকে পাওয়া যায় রাসুলের এক নিমগ্ন প্রেমিক ও নিষ্ঠাবান অনুসারী হিসেবে ।

গণমুখী বা মানবতাবাদী আধুনিক গান

কবি মতিউর রহমান মল্লিক মূলত গণমানুষের কবি, মানবিক অনুষঙ্গের গীতিকার । দেশের শোষিত, বঞ্চিত নিপীড়িত পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য তাঁর হৃদয়আকাশ কেঁদে কেঁদে ওঠে । বুভুক্ষ মানুষের হাহাকার, বঞ্চিত জনতার আর্তচিৎকার, মজলুমের কষ্টের নোনাজল এবং সমস্ত আঁধারের জঞ্জাল সরিয়ে মুক্তির আলোর জন্য ছুটে চলেছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক । ব্যক্তিগত জীবনে যেমন তিনি মজলুমের পাশে

www.pathagar.com

দাঁড়াতে অভ্যস্ত ছিলেন তেমনি গান-কবিতা-ও ছড়া-প্রবন্ধেও তিনি তাদের সহায়-সাথি হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেছেন। গ্রামীণ জীবন থেকে শহুরে ইট-পাথরের সংস্কৃতিতেও মানুষ কিভাবে জুলুমবাজের শিকারে পরিণত হচ্ছে তা তিনি স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন। আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও এ জুলুম-নির্যাতনের যেন কোন শেষ নেই বরং ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে ; তাইতো কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গানে উঠে এসেছে এমন সুর-

নিপীড়িত মানুষের হাহাকার চিৎকার
প্রতিদিন প্রতিক্ষণ বাড়ছে
জালিমের কালো থাবা বিষাক্ত লোলুপতা
স্বাধীনতা স্বাধীকার কাড়ছে।

অন্য আরেকটি গানেও তিনি একই কথা তুলে ধরেছেন ভিন্ন ভাষায়–

শহরের ফুটপাতে পল্লীর পথে ঘাটে
সবহারা মানুষ ঐ কাঁদছে
বেদনার কাল গুণে
আজাদীর জাল বুনে
বিপ্লবী কাফেলা ডাকছে।

ভূপেন হাজারিকা, নচিকেতা এবং ফকির আলমগীরসহ অনেক শিল্পীকে আমরা গণমানুষের শিল্পী বা মানবতাবাদী শিল্পী নামে আখ্যা দিয়ে থাকি। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে বলা হয় প্রান্তিক সুবিধা বঞ্চিত জনমানুষের কবি। তাদের লেখা ও সুরে উঠে এসেছে অসহায় নির্যাতিত নিপীড়িত বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর হৃদয়ের আকুলতা। কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গান-কবিতা ও প্রবন্ধেও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কথা উঠে এসেছে মমতার আদরে মেখে।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক ব্যক্তিগত জীবনেও ছিলেন কোমল হৃদয়ের মানুষ। অসহায় মানুষের আকুলতা তাকে আবেগে আপ্লুত করে তুলতো। শুধু তাঁর মানবিক হৃদয়টাই কেঁদে ফিরতো না, তাঁর গানও কেঁদে কেঁদে ওঠে মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখে। তাইতো তিনি গেয়ে ওঠেন–

www.pathagar.com

গান আমার কাঁদেরে
প্রাণ আমার কাঁদেরে আজ আজ কাঁদে
মানুষের মুক্তি চেয়ে জীবনের স্বস্তি চেয়ে।

কেন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ
কেন উঁচু নিচুর এতো বিদ্বেষ জেদ
হৃদয়ের ব্যথা ভার
সমাজের হাহাকার আজ আজ শুধু
ফেলিছে আকাশ ছেয়ে ফেলিছে বাতাস ছেয়ে।

গানটির দ্বিতীয় ও শেষ অন্তরাতে তিনি বিশ্বময় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বিবরণ দিতে গিয়ে কষ্টের সাথে উচ্চারণ করেন–

কেন হানাহানি চলে বিশ্বময়
কেন সত্যের আজো ঘটে পরাজয়
রাত কাটে মজলুমের
দুঃস্বপ্ন নির্ঘুমের হায় হায়রে
হতাশার চাবুক খেয়ে নিরাশার আঘাত পেয়ে

কেন সুখের সুদিন আজো আসে না
কেন ফুলের মত মানুষ হাসে না
বেদনার অশ্রু বয়
যাতনার অশ্রু বয় বয় কেন
গরিবের দুচোখ বেয়ে দুঃখীদের দুচোখ বেয়ে।

এ রকম একটি গানের মাধ্যমেই প্রমাণ করা যায়, কবি মতিউর রহমান মল্লিক আপাদমস্তক একজন মানবতাবাদী কবি। শুধু এমন একটি গান নয়, অসংখ্য কবিতা ও গানে তিনি মানবতার কথাই গেয়ে গেছেন।

www.pathagar.com

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গানই তাঁকে একজন খাঁটি মানবতাবাদী কবি-গীতিকার ও শিল্পী হিসেবে সমুজ্জ্বল করে রাখতে সক্ষম। তবে এসব শিল্পী-কবিদের সাথে মতিউর রহমান মল্লিকের তফাৎ হচ্ছে যে অন্যান্য কবিরা আকুলতাগুলোকে হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থাপন করলেও সংকট সমাধানে যৌক্তিক কোন মতাদর্শ উপস্থাপন করতে সমর্থ হননি। তারা উপস্থাপন করেছেন মানুষের মনগড়া মতবাদ। সত্যিকার মুক্তির জন্য 'ইসলামের বিজয় অনিবার্য'। তাই কবি মতিউর রহমান মল্লিক মানবতার মুক্তির চিরন্তন দর্শন 'ইসলামের' সুমহান আদর্শকে উপস্থাপন করেছেন শিল্পীত ঢঙে। ইসলামের মুক্তিদর্শনের বাস্তবায়নেও তিনি রাসুলের স. দেখানো পথকে অনুসরণ করে সাংগঠনিক অবয়ব দানেরও দীক্ষা দিয়েছেন। তাইতো তিনি সত্যিকার অর্থে মানবতাবাদী ও শক্তিশালী বিশ্বাসী কবি। কবি মল্লিক তাঁর গানে উল্লেখ করেন-

আগুনের ফুলকিরা এসো জড়ো হই
দাবানল জ্বালাবার মন্ত্রে
বজ্রের আক্রোশে আঘাত হানি
মানুষের মনগড়া তন্ত্রে।

এ গানের প্রথম অন্তরা, সঞ্চারী ও শেষ অন্তরাতে ইসলামের বিজয় নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মানবতার মুক্তি খোঁজার আহ্বান জানিয়েছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক-

এসো বন্যার খর তেজ মাড়িয়ে
এসো উল্কার ক্ষিপ্রতা ছাড়িয়ে
নির্দয় নির্মম আঘাত হানি
তাগুতের সব ষড়যন্ত্রে।

www.pathagar.com

তৌহিদী বিপ্লব দিকে দিকে আনো আজ
শান্তির সয়লাব বুকে বুকে দানো আজ

এসো সত্যের সূর্যটা উদিয়ে
এসো জেহাদের সঙ্গীন উচিয়ে
প্রলয়ের হুংকারে ধ্বংস আনি
বাতিলের সব ষড়যন্ত্রে ।

সত্যের বিজয় আনতে হলে সহ্য করতে হয় অনেক কষ্ট, পার হতে হয় অনেক ঘাত-প্রতিঘাত; কবি মতিউর রহমান মল্লিক বিষয়টি ভালোভাবেই জানেন। তাই তিনি সমস্ত দুর্যোগ, কষ্ট ও বাঁধার প্রাচীর ভেঙে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। তিনি তাঁর সাথে নিয়ে যেতে চান বিশ্বস্ত সাথিদেরও-

ঘন দুর্যোগ পথে দুর্ভোগ
তবু চল তবু চল
পাহাড় বনানী পেরিয়ে সেনানী
ভাঙ্গ মিথ্যার জগদ্দল ।

অন্য আরেকটি গানেও তিনি একই আহ্বান জানিয়েছেন–
এই দুর্যোগে এই দুর্ভোগে আজ
জাগতেই হবে জাগতেই হবে তোমাকে
জীবনের এই মরু বিয়াবানে
প্রাণ আনতেই হবে আনতেই হবে তোমাকে ।

গানটির প্রথম অন্তরাতে তিনি এ যাত্রার পথ বাতলিয়ে দিয়েছেন–

জড়তার দেশে দাও দাও হিন্দোল
বহাও বন্যা তৌহিদী হিল্লোল
অমারাত্রির সকল কালিমা মুছে
সূর্য উঠাতেই হবে উঠাতেই হবে তোমাকে ।

www.pathagar.com

গানটির সঞ্চারী এবং শেষ অন্তরাতে তিনি সতর্ক করেছেন এবং কুফুরির ভিত ভাঙার কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করে গেয়ে ওঠেন-

এখানে এখনও জাহেলী তমুদ্দন
শিকড় গাড়ার প্রয়াসে যে তৎপর
সজাগ সান্ত্রী প্রস্তুতি নাও নাও
প্রতিটি শিকড় উপড়াতে পরপর।

কুফুরির ভিত ভাঙ্গার সময় হলো
মরু সাইমুম আগুনের ঝড় তোলো
কোরানের ডাকে বাতিলের ঝংকার
শেষ করতেই হবে, করতেই হবে তোমাকে।

শিশুদের জন্যও অসাধারণ কিছু গান লিখে গেছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। শিশুতোষ গান লিখতে হলে গীতিকারকেও যে শিশু মানসের অধিকারী হতে হয় তার স্পষ্ট প্রমাণও দিয়েছেন তিনি। তাঁর এমন অনেক গান রয়েছে যা শিশুকিশোরকে শুধু আদর্শ জীবন গঠনেই উজ্জীবিত করেনা বরং সেগুলো দুষ্টোমি মাখা মিষ্টি বিনোদনও এনে দেয়। তাঁর গান দুষ্টোমি মাখা অভিমানী শাসনে শিশুদের মনকে সজাগ করে তোলে অবলীলায়।

খুব সকালে উঠলো না যে
জাগলো না ঘুম থেকে
কেউ দিওনা তার কপোলে
একটুও চুম এঁকে।

মাজলো না দাঁত অলসতায়
মুখ ধুলোনা কোন কথায়
লজ্জা দিও সবাই তাকে
আস্ত হুতুম ডেকে।

www.pathagar.com

তবে একটা বিষয় ভীষণভাবে লক্ষণীয় যে, শিশুদের সাথে দুষ্টোমির সময়ও কিন্তু কবি মল্লিক প্রকৃতিকে ভোলেননি। এমনকি উপমা উৎপ্রেক্ষাতেও মুন্সিয়ানা বজায় রেখেছেন, তবে তা অবশ্যই শিশুদের হজমযোগ্য-

ডাকলো দোয়েল টুনি টোনা
জলদি ওঠো খোকন সোনা
নইলে আগে উঠবে সুরুজ
আলোর কুসুম মেখে।

এমন অসংখ্য শিশুতোষ গানের গীতিকার কবি মতিউর রহমান মল্লিক। ছড়াগানের জগতেও তিনি স্বকীয়তা নির্মাণে সফল হয়েছেন। গানের ভূবনে বহুমার্তৃকতা তাঁকে সত্যিকার দেশপ্রেমিক মানবতাবাদী বিশ্বাসী সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

গীতিকার হিসেবে মূল্যায়ন

জীবন পরিক্রমার ভাঁজে ভাঁজে আবেগ অনুভূতির স্ফুরণই মূলত গান। ফুল-পাখিদের উচ্ছ্বাস, নদীর ছলাৎ ছলাৎ বয়ে চলা এবং প্রকৃতির মনোহর রূপময়তার ছন্দই সঙ্গীতের আবহ। এককথায় সমকালের সমগীতই সঙ্গীত; যা খেয়ালে কিংবা বেখেয়ালে সকল মানুষের হৃদয়বাঁশির সুরের মূর্ছনায় উচ্চকিত হয়। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই এর পথ চলা। পরিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিত এর মায়াবী দেহে রঙ-রূপের বৈচিত্রময়তা এনে দেয়। ফলে সঙ্গীত হয়ে ওঠে পবিত্রময়তার অপরূপ সৌন্দর্য কিংবা রুচিহীনতার নোংরা ফানুস। শিল্পী ও গীতিকার মতিউর রহমান মল্লিকের গানে সে পবিত্রময়তার অপরূপ সৌন্দর্যই প্রকাশ পেয়েছে; রুচিহীনতার নোংরা ফানুস নয়।

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের হাজার গানের মধ্য থেকে এ গ্রন্থে নমুনা হিসেবে আলোচিত গানগুলো সামান্য উপমা মাত্র। আগেই বলা হয়েছে যে, কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গানের পরিসংখ্যান এখনো পুরোপুরিভাবে হয়নি। হাজার গানের মধ্যকার মাত্র ১০/২০টি গানের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করে মল্লিকের গানের পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন সম্ভব না হলেও এটাকে প্রতীকী হিসেবে গণ্য করেও বলা যায়- কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গান বহুমাতৃকতায় বিভাজিত। বিশ্বাসী ধারা তথা ইসলামি মূল্যবোধের আলোকে

www.pathagar.com

নির্মিত গানের ভূবনে মতিউর রহমান মল্লিক নিঃসন্দেহে একটি স্বতন্ত্র ধারার স্রষ্টা। কবি কাজী নজরুল ইসলাম যে আধুনিক ধারার প্রবর্তন করে গেছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিকের হাতে তা ফুলে ফলে সুশোভিত ও বিকশিত হয়ে উঠেছে।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক সম্পাদিত গ্রন্থ 'সুর শিহরণ' থেকে শুরু হয়েছে গানগুলো মলাটবদ্ধ হওয়া। তাঁর মাত্র কিছুদিন পর অর্থাৎ ১৯৭৮ সালে শতাব্দী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয় মল্লিকের একক গানের বই 'ঝংকার'। প্রায় অর্ধশতকের বেশি গান নিয়ে বইটি প্রকাশিত হয়। কবি মতিউর রহমান মল্লিকের বড় ভাই কবি মল্লিক আহমদ আলী, ক্বারী রুহুল আমিন এবং কবিবন্ধু মতিয়ার রহমানকে উৎসর্গ করে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। শতাব্দী প্রকাশনীর পক্ষ থেকে মোহাম্মদ বারাসাত হোসেন গ্রন্থটির প্রকাশকের কথা লিখেছে ভূমিকা হিসেবে। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন-

ভাব আর আবেগ প্রকাশের মাধ্যম ভাষা। এ ভাষার ভিতর মানুষ সৃষ্টি করেছে আর্ট- যা ভাষার প্রকাশ ক্ষমতাকে আরো মূর্ত, আরো হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে। ভাষার আর্টের ক্ষেত্রে সুরের স্থান সর্বাগ্রে। অতি প্রাচীনকাল থেকে ভাষার মধ্যে সুরের সংযোজন করে মানুষ একে আরো বেশি আকর্ষণীয় করেছে। বর্তমানে তা এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছে যে এটাকে ভাষা এবং সংস্কৃতি থেকে আলাদা করে দেখা যায় না। সংস্কৃতি মানুষের জাতীয় চরিত্রের আয়না। যে জাতির সংস্কৃতি যত উন্নত সে জাতি দুনিয়ার বুকেও তত সভ্য ও উন্নত। এ সংস্কৃতিই তুলে ধরবে জাতীয় চরিত্র, আদর্শিক চেতনা। তাকে হতে হবে মার্জিত, রুচিশীল। কিন্তু সংস্কৃতির নামে উদ্দেশ্যহীনতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, বেহায়পনা আর অশ্লীল ছন্দগাঁথা আজ সমাজকে গ্রাস করতে উদ্যত। জাতীয় ভাবধারার সাথে সঙ্গতিহীন বিপরীতমুখী এ ভাবধারা নিশ্চয়ই আমাদের জাতীয় চরিত্র তুলে ধরতে পারে না। এ মুখোমুখি-স্রোত থেকে জাতিকে রক্ষা করতে হলে প্রয়োজন আর একটি উৎসাহী, মজবুত অথচ সর্বাঙ্গীন কল্যাণমুখী সংস্কৃতির সুদৃঢ় পদচারণা।

ইসলাম আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কৃতিকে উৎসাহ দেয়। এ ভাবধারায় পরিপুষ্ট হামদ, না'ত, গজল, আদর্শিক ও বিপ্লবীগান আমাদের কাছে অতি পরিচিত। বাংলাভাষায় কবি নজরুল, গোলাম মোস্তফা, ফররুখ আহমদ এ

www.pathagar.com

ভাবধারা উন্নত এবং সমৃদ্ধ করে তাকে পরিচিত ও জনপ্রিয় করে তুলেছেন। বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী ধীরে হলেও আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এর চাহিদা কমেনি বরং বেড়েছে। আমাদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করতে হলে এ ক্ষেত্রে আরো নতুন ও যুগোপযোগী সংযোজন প্রয়োজন।

এ প্রয়োজনকে সামনে রেখে ঝংকারের আত্মপ্রকাশ। লিখেছেন প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ কবি মতিউর রহমান মল্লিক। তাঁর রচিত হামদ, না'ত, গজল, গান ইতোপূর্বে পত্র-পত্রিকা-সাময়িকী- সংকলনে প্রকাশিত হয়ে সুধীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কবির লেখা একক গানের বই হিসেবে 'ঝংকার' প্রথম প্রকাশিত হলো। আমাদের আশা তা পাঠক মহলে সমাদৃত হবে।

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গানগুলো সারাদেশের ইসলামি আদর্শে উদ্বুদ্ধ জনগোষ্ঠীর খোরাক হিসেবে অতিদ্রুত ছড়িয়ে যায়। আর ঝংকার এক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে মফস্বল অঞ্চলের মাদরাসা, স্কুল, কলেজ-এ পড়ুয়া ইসলামি ভাবাদর্শে উজ্জীবিত ছাত্র/ছাত্রী কিংবা মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন, স্কুল-কলেজ-মাদরাসার শিক্ষক, মাহফিলের বক্তা ও ওয়ায়েজিন মহোদয়গণ তাঁর এ গ্রন্থকে পুঁজি করেই গান গেয়েছেন। সুরের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছে কবির স্বকণ্ঠে গাওয়া একক অ্যালবাম 'প্রতীতি-১' এবং 'প্রতীতি-২'। গ্রামীণ জনপদে রেকর্ড প্লেয়ার কম থাকলেও গানগুলো মুখে মুখে ছড়িয়ে গিয়েছিল। বিশেষত ঈদগাহে, ওয়াজ মাহফিলে, মিলাদ মাহফিলে, ইসলামি দিবস পালন অনুষ্ঠানে এমনকি মাদরাসা-মক্তব ও স্কুল কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতায় কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গানগুলো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। যে প্রেক্ষিতেই 'ঝংকার' এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সালে এবং ১৯৯৬ সালেই প্রকাশিত হয় তৃতীয় সংস্করণ। এরপর কবির একক গান নিয়ে প্রকাশিত হয় 'যত গান গেয়েছি।' এটি ইসলামি গানের এক বৃহৎ সংকলন। মূলত এ সংকলনটি প্রকাশিত হবার পরপরই মতিউর রহমান মল্লিক একজন সেরা গীতিকার হিসেবে জননন্দিত হয়ে ওঠেন। সেই সাথে ২০১১ সালের মার্চ মাসে বাংলা সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর গীতিকাব্য 'প্রাণের ভেতরে প্রাণ'। শিল্পী হামিদুল ইসলামের ঝকঝকে প্রচ্ছদের এ গ্রন্থটির স্বত্ব যথাযথভাবে সাবিনা মল্লিককে দেয়া হয়েছে। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে জাতীয় কবি কাজী

www.pathagar.com

নজরুল ইসলাম ও শিল্পী আব্বাস উদ্দীনকে। চার ফর্মার অফসেট কাগজে ছাপা এ বইটির মূল্য রাখা হয়েছে একশত টাকা। এখানেও ঊনপঞ্চাশটি গীতি কবিতা ঠাঁই পেয়েছে যার প্রায় সবগুলোই নতুন গান।

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গানগুলো সর্বমহলে বিশেষত আদর্শিক চেতনাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর কাছে সামান্য সময়ের ব্যবধানে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠে। এর বিবিধ কারণ ছিল–

প্রথমত, মানুষ স্বভাবগতভাবেই আদর্শিক বিষয়ের প্রতি স্পর্শকাতর। আল্লাহ-রাসুল, ইসলামের সুমহান আদর্শিক কথা সম্বলিত বাণীর প্রতি প্রত্যেক বিশ্বাসী মানুষের হৃদয়ের টান থাকে বিশ্বাসের কারণেই। সে কথাগুলো যদি সুরেলা কণ্ঠে, উন্নত ভাষায় ও আকর্ষণীয় ঢঙে পরিবেশন করা হয় তাহলে মানুষের হৃদয় কাড়বে অবলীলায়। কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গান সে কাজটিই করতে সক্ষম হয়েছে। কেননা মল্লিকের গানে আল্লাহর প্রশংসা, রাসুলের প্রশংসা, স্বদেশের কথা, মানবতার কথা, দুনিয়া ও আখিরাতের কথা উঠে এসেছে একেবারে আধুনিক ভাষায়, হৃদয়গ্রাহী সুরে। তাঁর বিশ্বাস অত্যন্ত প্রগাঢ় এবং ইসলামের সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকার কারণে তাঁর কোন গানেই শির্কের মিশ্রণ ঘটেনি। সেইসাথে শব্দ চয়নে কবি মল্লিক ভীষণ সুকৌশলী ছিলেন। যে গানে যেমন ভাষা দরকার সে গানে তেমন ভাষাই ব্যবহার করেছেন তিনি। অত্যন্ত সময়োপযোগী ও সহজ-প্রাঞ্জল ভাব-ভাষা তাঁর গানকে মানুষের কাছে অতিদ্রুত সমাদৃত করেছে।

দ্বিতীয়ত, মতিউর রহমান মল্লিক একজন সফল গীতি কবি। গ্রামীণ জনপদে জন্ম ও বেড়ে ওঠা। পরিণত বয়সে রাজধানী শহরের জীবনযাত্রা তাকে বৈচিত্রময় জ্ঞানের অধিকারী করে তুলেছে। তাঁর গানের পরতে পরতে বৈচিত্রময় উপমার সমাবেশ ঘটেছে। যে গানে যে ধরনের উপমার প্রয়োজন সে গানে সে ধরনের যুতসই উপমাই তিনি ব্যবহার করেছেন। গ্রামীণ ঐতিহ্য, ফুল-পাখি প্রকৃতি, বৃক্ষের সজীবতা, নদীর কলতান, উদার আকাশ, ঝরনার গান, শহুরে জৌসুল-খরা, মানবতার জীবনবোধ, জাহিলিয়াতের রক্তচক্ষু, মুমিনের রহম দিল সবকিছুই তাঁর গানে সাবলীলভাবে এসেছে। সে কারণে মল্লিকের হামদ-নাত, ইসলামি গান ও জীবনমুখী গানগুলো ভীষণভাবে হৃদয়গ্রাহ্য হয়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

তৃতীয়ত, বিষয়বস্তুর সাথে কালকে ধারণ করা একজন বড় কবির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। বর্তমানের উপযোগিতাকে পুরোপুরিভাবে ধারণ করে তা ভাষা ও উপমার লালিত্যে কালজয়ী করে তোলা একজন প্রতিষ্ঠিত কবির পক্ষেই সম্ভব। কবি মতিউর রহমান মল্লিক তা স্বার্থকভাবেই করেছেন। সময়ের সব বড় বড় বাধাগুলো- যা জীবনকে অতিষ্ট করে তোলে তা ফিরে আসে আবার ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে। কবি মল্লিক আঙ্গিকগুলো ভালোভাবে রপ্ত করে সুকৌশলে তা গানে প্রয়োগ করেছেন। যে কারণে তাঁর গান হয়ে উঠেছে কালজয়ী ও হৃদয়গ্রাহী।

চতুর্থত, সুর হচ্ছে গানের প্রাণ। কথার সাথে সুরের সঠিক সমন্বয় হলেই গান হৃদয়গ্রাহী হয়– গানটি হয়ে ওঠে কালজয়ী। মতিউর রহমান মল্লিক নিজে যেমন লিরিক লিখেছেন তেমনি সুরও করেছেন অধিকাংশ গানে। এছাড়া যেগুলো তিনি সুর করেননি তাঁর একটি বৃহত্তম অংশের গানে সুর দিয়েছেন বিশিষ্ট সুরকার ও শিল্পী মশিউর রহমান। এছাড়া অনেক তরুণ প্রবীণ সুরকারগণ তাঁর গান নিয়ে কাজ করেছেন। ফলে তাঁর গানগুলো নানা আঙ্গিকে বৈচিত্রময়তার সাথে সাথে মাধুর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

পঞ্চমত, কবি মতিউর রহমান মল্লিকের কণ্ঠ ছিল অসাধারণ সুরেলা। তিনি নিজে গান লিখতেন, সুর করতেন এবং স্বকণ্ঠে তা ছড়িয়ে দিতেন। হৃদয়ের মাধুরি মিশিয়ে গাওয়া তাঁর দরদ ভরা কণ্ঠের গান শুনে সমস্ত জনপদের মানুষ স্তব্ধ হয়ে যেতেন, আল্লাহ-রাসুলের প্রেমে গদগদ হয়ে উঠতেন। দুনিয়া ও আখিরাতের এক অসাধারণ সমন্বয়ের আহ্বানে মুমিন হৃদয় আলোড়িত হয়ে ওঠে তাঁর গানে। তাঁর কণ্ঠও ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। এ প্রসঙ্গে তাঁর সংস্কৃতি জীবনের নিকটতম সহযাত্রী অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর মন্তব্য করেন– 'যিনি গান লেখেন তিনি নিজে সুর সাধারণত কমই দেন আর নিজ কণ্ঠে তার ধারণ খুব কম দেখা যায়। কবি মল্লিক এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। কলম যেমন ছিলো শাণিত ঠিক তেমনি মহান আল্লাহ তাঁকে মধুর একটা কণ্ঠ দিয়েছিলেন। মিডিয়াতে যে ধরনের কণ্ঠ আমরা সবাই সাধারণভাবে শুনে অভ্যস্ত তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কণ্ঠ ছিলো তাঁর। এক ধরনের মায়াময় পরিবেশ তৈরি করতো। শ্রোতাদের হৃদয় ছুঁয়ে যেতো তাঁর কণ্ঠ। তিনি নিজে খুব যে বেশি গানে কণ্ঠ দিয়েছেন তা নয় তবে যে কয়টি অ্যালবাম আছে তার ব্যাপক কাটতি সে সত্যতারই প্রমাণ বহন করে।'

www.pathagar.com

ষষ্ঠত, বহু ভাষাবিদ না হলেও বিভিন্ন ভাষার উপর দখল ছিল কবি মতিউর রহমান মল্লিকের। মাতৃভাষা ও কবি পরিবারের প্রিয় ভাষা হিসেবে বাংলার উপর তাঁর যেমন দখল ছিল তেমনি আরবি, উর্দু ও ফার্সি ভাষার উপরও ছিল তাঁর আধিপত্য। ইংরেজি ভাষা চর্চাও তিনি পছন্দ করতেন। সে দৃষ্টিতে তাঁর কবিতা ও গানে অন্যান্য ভাষার প্রভাব কম থাকলেও সেসব ভাষার সাহিত্যকে তিনি হজম করে খুব সহজে বাংলা ভাষায় উপস্থাপন করতেন। গান নির্মাণের ক্ষেত্রেও তিনি আন্তর্জাতিকতাবাদে আগ্রহী ছিলেন। যে কোন দেশের ও ভাষার গান তিনি শুনতে পছন্দ করতেন। যেসব গান তাঁর হৃদয় কাড়তো, সেসব গান তিনি কখনো হুবহু আবার ভাবগতভাবে অনুবাদও করতেন। অনেক উর্দু, আরবি ও ফার্সি গানের অনুবাদ তিনি সফলভাবে করেছেন। ছন্দের হাত ছিল তাঁর ভীষণ দক্ষ। যে কারণে তাঁর প্রতিটি গান যেন এক একটি কবিতা। ছন্দ, মাত্রা, উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও বিষয়বস্তুর অসাধারণ সমন্বয়ে গানগুলো জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

সপ্তমত, মতিউর রহমান মল্লিক তাঁর গানের একটি বৃহত্তম বলয় তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। বিশেষ করে নিজের কণ্ঠে তিনি সারাদেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে গান শুনিয়েছেন। সেইসাথে সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠীর মতো অসংখ্য শিল্পীগোষ্ঠী তিনি সারাদেশে তৈরি করেছিলেন যারা তাঁর গানগুলো ছড়িয়ে দিয়েছে সারাদেশে। এছাড়াও বিভিন্ন অডিও-ভিজ্যুয়াল ক্যাসেট, সিডি-ভিসিডি তাঁর গানকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। যে কারণে দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় মাহফিলসহ প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিযোগিতাসমূহে অদ্যাবধি কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গান সবচেয়ে বেশি গাওয়া হয়ে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, আমাদের দেশে প্রচলিত হামদ-নাত ও ইসলামি গান মানেই ভক্তিমূলক গানকেই বুঝানো হতো। জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলোতেও এ ধরনের গানকে ভক্তিমূলক গান হিসেবে প্রচার করা হয়ে থাকে। কবি কাজী নজরুল ইসলাম এক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নতার স্বাদ ছড়ালেও কবি মতিউর রহমান মল্লিক এগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের ক্ষেত্রে অনেকাংশে সফল হয়েছেন। ইসলামের পরিপূর্ণ উপস্থাপনা ও শিক্ষাকে তিনি গানের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তিনি কখনো মানবতার দুর্গতি থেকে উত্তরণের জন্য, সামাজিক সম্প্রতি ও ভালোবাসা প্রতিষ্ঠার জন্য, মানবিকতার বিকাশের জন্য, নৈতিকতা গঠনের জন্য; সর্বোপরি দ্বীন প্রতিষ্ঠার ফরজিয়াতকে তিনি গানের

www.pathagar.com

মাধ্যমে উপস্থাপিত করে মুমিন হৃদয়ে সর্বোচ্চ ও স্থায়ী আসন করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আলী আকরাম ওজায়ের বলেন- 'ব্যক্তি নজরুলকে আমি তেমন জানি না। কিন্তু আমি ব্যক্তি মল্লিককে জানি। তাঁর গানে বা কবিতায় যে বিষয়গুলো আমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে তা হচ্ছে মানুষের জীবনোদ্দেশ্য, মানুষের কর্ম, আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক, মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা, পৃথিবীতে আল্লাহর সৃষ্টির সৌন্দর্যের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর গানে ও কবিতায় এবং ইসলামি আন্দোলন আর ইসলামি আন্দোলনে নিবেদিতপ্রাণ কর্মীর যে চিত্র তিনি আঁকতেন তাঁর কবিতা বা গানে যা শুধু মানুষকে উৎসাহিতই করতো না, মানুষকে পাগল করে তুলতো। হৃদয়ে তুলতো ঝড়।' কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গানে যেমন আলিম-উলামা শ্রেণি মেতে উঠেছেন তেমনি তাঁর গানকে উল্লাসিত হৃদয়ে কণ্ঠে ধারণ করেছেন বিশ্বাসী ঘরানার সাধারণ ছাত্র/ছাত্রীরা। এমনকি কৃষক-শ্রমিকসহ সাধারণ জনতাও তাঁর গানে মুগ্ধ হয়েছেন এ কথাও বলার অপেক্ষা রাখেনা। তাই তো কবি হারুন ইবনে শাহাদত তাঁর কবিতার একটি পঙ্‌ক্তিতে উল্লেখ করেন- 'তোমার গানে জেগেছে কৃষক, জেগেছে শ্রমিক, জেগেছে ছাত্র জনতা।' কবি আহমদ বাসির তার কবিতায় বলেন– 'তোমার সুরের সুধা চারিদিকে আজ/ গড়ে তোলে অবিরাম আলোর সমাজ।' গড়তে গড়তে একদিন সে গান আলোকিত করবে গোটা সমাজ, সারাদেশ এমনকি সারা পৃথিবী- এ প্রত্যাশা কোন উচ্চাভিলাষ নয়, বাস্তবতার নিরিখেই এ কথা বলা যায়।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়
মল্লিকের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক দর্শন

কবি মতিউর রহমান মল্লিক শুধু একজন ব্যক্তি নন, বরং তিনি একাই একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন। সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে তিনি দিনরাত ব্যস্ত থাকতেন দৈহিক ও মানসিকভাবে। নিজের দুনিয়াদারী, তথাকথিত উন্নত ক্যারিয়ার, অর্থবিত্ত, বিষয়বৈভব কোন কিছুর প্রতি তাঁর কোন টান ছিল না, ছিল না কোন আকর্ষণ। এমনকি ব্যক্তিগত আরাম আয়েশ, উন্নত পোশাক পরিচ্ছদ খাওয়া-দাওয়া, সুখ-সমৃদ্ধি কোন কিছুই তাঁর মগজে ঠাঁই পায়নি। তাঁর মগজ জুড়েই ছিল একটাই চিন্তা, অপসংস্কৃতির মূলোৎপাটন করে আদর্শিক চেতনার বিশ্বাসী সংস্কৃতির লালন ও প্রতিষ্ঠা; জাতিকে শির্‌ক ও অশ্লীলতা মুক্ত করে মননশীলতার আবহে গড়ে তোলা। তাঁর প্রধান ধ্যান-জ্ঞানই ছিল প্রিয় বাংলাদেশের প্রতিটি জনপদে সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। তাঁর চিন্তা চেতনার পুরোটা জুড়েই এই একটি বিষয়ই আবর্তিত হতো। সাহিত্য-সংস্কৃতির বিষয়গুলো সম্পর্কে নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ স. কি দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন তার অসংখ্য বিবরণ তাঁর যেন নখদর্পণে থাকতো। সাহাবী আজমাঈন রা. এ বিষয়ে কি ভাবতেন, তা'বেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন রহ., মুসলিম মনীষীগণ কি বক্তব্য দিয়ে গেছেন এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে অপসংস্কৃতির মোকাবেলায় কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার সে সব বিষয় নিয়ে তিনি গবেষণামূলক বেশকিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধসমূহে সাহিত্য-সংস্কৃতির বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেনা পাওয়া যায়।

মল্লিকের প্রবন্ধ সাহিত্য

কবি মতিউর রহমান মল্লিক ছিলেন সত্যিকার অর্থে একজন শুদ্ধ সংস্কৃতিচিন্তক। বক্তৃতা, আলোচনা এমনকি লেখালেখিতেও তিনি সংস্কৃতির শেকড় অনুসন্ধান করে বিশ্বাসী সাংস্কৃতিক দর্শনের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার পরিকল্পিত প্রয়াস চালিয়েছেন। ছড়া, কবিতা ও গান ছাড়াও সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি বেশ কিছু গবেষণামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ রচনা করেছেন। 'কবি-কবিতা: রাসূলে খোদা স. এর অনুরাগ ও উৎসাহ, রাসুল স. এবং তাঁর সাহিত্য দর্শন, ইসলামি সংস্কৃতি, আমাদের সংস্কৃতি: প্রেক্ষিত কবি নজরুল ইসলাম, সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলন:

www.pathagar.com

দায়িত্বশীলদের ভূমিকা' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। প্রবন্ধগুলো বিশুদ্ধ সাংস্কৃতিক দর্শনভিত্তিক এবং সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক একটি মাইলফলক।

'কবি-কবিতা: রাসুলে খোদা স. এর অনুরাগ ও উৎসাহ' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে তিনি আরবের সাহিত্যচর্চার ঐতিহ্য, আরবি সাহিত্যের শেকড় ও সমৃদ্ধি, মহানবী স.-এর জীবনে কবিতার প্রভাব, সাহাবী আজমাঈনদের কাব্যচর্চায় উৎসাহ প্রদান, সাহাবী কবিদের প্রতি মহানবীর স. অতি ভালোবাসা প্রদর্শন, সাহাবী কবিদের সম্মানার্থে অতিরিক্ত আনুকূল্য প্রদান এবং 'রাসুলের জীবন দর্শনকে কবিতার মতো ছন্দময়' বলে উল্লেখ করেছেন। প্রবন্ধের শেষপ্রান্তে এসে তিনি উল্লেখ করেন, 'সত্যিকার অর্থেই রাসুলে খোদা স. কবিতার মতো ছন্দময়, হৃদয়ময় এবং সৌন্দর্যময় একটি নমনীয় পৃথিবী রচনা করতে চেয়েছিলেন। সে পৃথিবী গড়বার জন্যে কবিদের প্রতিও তাঁর আহ্বান ছিল বড় আবেগঘন, বড় প্রাণস্পর্শী।' কবি মতিউর রহমান মল্লিক তাঁর প্রবন্ধে আরো উল্লেখ করেন, 'তাঁর একটি স্বভাব ছিল কোন দিকে যখন তিনি তাকাতেন আদৌ বাঁকা চোখে তাকাতেন না; বরং সম্পূর্ণভাবে নিজেকে ঘুরিয়ে নিয়েই সে দিকেই তাকাতেন। অর্থাৎ যে কোন সিদ্ধান্ত দেয়ার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন ঐ স্বভাবের। অর্ধেক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী মানুষ তিনি একেবারেই ছিলেন না। সুতরাং কবি ও কবিদের ব্যাপারে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ হৃদয়ের মানুষ, পূর্ণাঙ্গ পরিতৃপ্তির মানুষ।'

'রাসুল স. এবং তাঁর সাহিত্যদর্শন' কবি মতিউর রহমান মল্লিকের একটি তথ্যভিত্তিক গল্পময় মজাদার প্রবন্ধ। অত্যন্ত আড্ডাময় পরিবেশে ও গল্পচ্ছলে তিনি মহানবী স.-এর ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য সংস্কৃতির দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। সেইসাথে সুরা আশ শুয়ারার শেষ রুকুতে কবি-সাত্যিকদের সম্পর্কে আল্লাহর বাণীকে অধিকাংশ আলিম নিজের চিন্তার ঘাটতি রেখেই বিশ্লেষণ করে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিরুৎসাহিত করেন- সে বিষয়টিও অত্যন্ত রসালো ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন। বিশেষত আয়াতের প্রথমাংশ 'আশ শুয়ারাউ ইয়াত্তা বিউহুমুল গাউন' অর্থাৎ 'কবিরা বিভ্রান্তির উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়' এর মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেন। এরপরে যে বলা হয়েছে 'ইল্লাজিনা আমানু...' অর্থাৎ সেই সব কবিরা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে সলেহ করেছে... অর্থাৎ যারা মুমিন কবি-সাহিত্যিক তারা এ বিভ্রান্ত কবিদের অন্তর্ভুক্ত নয়। ঠিক যেন সেই আয়াতের মতো- 'লা তাকরাবুস

www.pathagar.com

সলাত'। এ আয়াতাংশে যেমন বলা হয়েছে 'তোমরা নামাজের ধারে কাছেও যেয়ো না' পরের অংশে বলা হয়েছে 'ওয়া আনতুম সুকারা' অর্থাৎ যখন তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকো। অর্থাৎ আয়াতের পূর্ণ অর্থ হলো তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত ও মাতাল অবস্থায় থাকো তখন নামাজের কাছাকাছিও যেও না।' অর্থাৎ পুতঃপবিত্র ও সুস্থমানসিকতা নিয়েই নামাজে দাঁড়াতে হবে। এক্ষেত্রে নেশাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এতে কেউ যদি আয়াতের প্রথমাংশ পড়ে আজীবন নামাজ থেকে দূরে থাকেন তিনি যেমন বোকার স্বর্গে বসবাস করছেন ঠিক তেমনি সুরা আশ শুয়ারার এ আয়াতেও ভুল ব্যাখ্যা করে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকলে জাতির জন্য মহাসর্বনাশ নেমে আসবে। যখন বিশ্বাসী সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা থাকবে না তখন এককভাবে গোটা সংস্কৃতির মাঠ দখল করে নেবে অপসংস্কৃতি। আজ জাতির ভাগ্যে সে দশাই নেমে এসেছে।

এ প্রবন্ধে তিনি আরো উল্লেখ করেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ স. মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের খুব পছন্দ করতেন। যে কারণে তিনি সব সময় বিশেষত সফরে, যুদ্ধের ময়দানে, বিভিন্ন সময়ে কবিদের সাথে রাখতে পছন্দ করতেন। এক্ষেত্রে হযরত আলী রা., হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওহা, হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত রা. সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান ছিলেন। এমন কি হযরত হাস্‌সান বিন সাবিতসহ মুসলিম কবিদের কবিতা চর্চা ও কবিতা পাঠের জন্য মহানবী স. কর্তৃক মসজিদে নববীতে আলাদা মিম্বার তৈরি করে দেয়া হয়েছিল; সে বিষয়টিও তিনি এ প্রবন্ধে স্ববিস্তারে উল্লেখ করেছেন। সেই সাথে উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়শা রা., হযরত আবু বকর সিদ্দিকীসহ রা. বিভিন্ন সাহাবীর কাব্যপ্রীতির নানা ঘটনাও তিনি উল্লেখ করেছেন।

সাহিত্য-সংস্কৃতিসহ মহানবীর স. জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে খুব বেশি গবেষণা প্রয়োজন বলে কবি মতিউর রহমান মল্লিক মনে করেন। আজ অবিশ্বাসীরা তাদের চিন্তা-চেতনা নিয়ে যেভাবে গবেষণা করছে, ইসলামের বিপক্ষে তাদের বিভ্রান্ত মতামতগুলো জোরালোভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে সত্য হিসেবে মানব সমাজে ছড়িয়ে দিচ্ছে সেই তুলনায় আমাদের সত্য বিষয় নিয়েও গবেষণার ভূমিকা অত্যন্ত দুর্বল। তাই কবি মতিউর রহমান মল্লিক বলেন, 'আজকে আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে রাসুলের সমস্ত দিক ও বিভাগকে আবিষ্কার করা। রাসুল স.-এর যে বিশ্বাস, রাসুল স.-এর যে ধারণা, রাসুল

www.pathagar.com

স.-এর যে উক্তি, রাসুল স.-এর যে বক্তব্য, সে বক্তব্য সরাসরি আবিষ্কার করা।'

মহানবী হযরত মুহাম্মদ স. হচ্ছেন আমাদের জীবন চলার মডেল। তাঁর নীতিমালাই মূলত আমাদের জীবন পদ্ধতি ও সাহিত্য-সাংস্কৃতিক দর্শন। ইসলামের ধর্মীয় বিধি-বিধান যেমন আমাদের জানা অত্যাবশ্যক তেমনি তাঁর সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, খাদ্যনীতি, সাহিত্য-সাংস্কৃতিকনীতি, অভিভাষণ নীতি, এমনকি পথ চলার নীতিও আমাদের জানা জরুরি। অথচ এ বিষয়গুলো আমাদের গবেষণার বাইরেই থেকে যাচ্ছে। তাই কবি মতিউর রহমান মল্লিক গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেন, যে অধ্যাপক সে আবিষ্কার করুক রাসুল স. এর শিক্ষানীতি কী? যে আইনজীবী, সে আবিষ্কার করুক রাসুল স.-এর আইন কী? যে শিল্পী সে আবিষ্কার করুক আঁকিবুকির ব্যাপারে রাসুল স.-এর কী সিদ্ধান্ত? সাংবাদিক আবিষ্কার করুক তাঁর সংবাদনীতি, সাহিত্যিক আবিষ্কার করুক তাঁর সাহিত্যনীতি।' সত্যই যদি প্রত্যেক অঙ্গনের গবেষকরা স্ব স্ব অঙ্গনে মহানবীর স. নীতি-আদর্শ নিয়ে গবেষণায় রত থাকতে পারতাম তাহলে হয়তো আমাদের এ দীনতা স্পর্শ করতেই পারতো না।

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের আরেকটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ 'ইসলামি সংস্কৃতি'। প্রায় সতের পৃষ্ঠার এ প্রবন্ধে তিনি সংস্কৃতি শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন সবিস্তারে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন মনীষীর মতামতও বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। ইসলামি সংস্কৃতির মৌল উপাদান, ইসলামি সংস্কৃতির লক্ষ্য, ইসলামি সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য স্ববিস্তারে আলোচনা করেছেন। সেইসাথে ইসলামি সংস্কৃতির স্বরূপ নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করেছেন তিনি। ইসলামি সংস্কৃতি চর্চার প্রেরণা গ্রহণের জন্য তিনি আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বক্তৃতার একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন, 'আমাদের ইসলামাবাদ হোক ওরিয়েন্টাল কালচারের পাঠস্থান- আরাফাত ময়দান। দেশ-বিদেশের তীর্থযাত্রী এসে এখানে ভিড় করুক। আজ নব জাগ্রত বিশ্বের কাছে বহু ঋণী আমরা, সে ঋণ আজ শুধু শোধই করব না- ঋণ দানও করব, আমরা আমাদের দানে জগতকে ঋণী করব- এই হোক আপনাদের চরম সাধনা।' কবি কাজী নজরুল ইসলাম আরো বলেন, 'হাতের তালু আমাদের শূন্য পানে তুলে ধরেছি এতদিন, সে লজ্জা আজ আমরা পরিশোধ করব। আজ আমাদের হাত উপুড় করার দিন এসেছে। তা যদি না পারি সমুদ্র বেশি দূরে নয়, আমাদের

www.pathagar.com

এ লজ্জার পরিসমাপ্তি যেন তারি অতল জলে হয়ে যায় চিরদনের তরে।' সত্যিকার অর্থে কবি কাজী নজরুল ইসলামের এ অভিভাষণ আমাদের চেতনার মূলে নাড়া দেবার এক অমৃত মহৌষধ।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার পাদপীঠ গড়ে তোলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা সম্পর্কেও খোলামেলা বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য যে গুরুত্ব তুলে ধরেছেন তা কবি মতিউর রহমান মল্লিক তাঁর প্রবন্ধে উদ্ধৃতি আকারে উপস্থাপন করেছেন। কাজী নজরুল ইসলাম বলেন, 'আমি বলি, রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতনের মত আমাদেরও কালচারের, সভ্যতার জ্ঞানের সেন্টার বা কেন্দ্রভূমির ভিত্তি স্থাপনের মহৎ ভার আপনারা গ্রহণ করুন। আমাদের মতো শত শত তরুণ খাদেম তাদের সকল শক্তি আশা-আকাঙ্ক্ষা জীবন অঞ্জলির মত করে আপনাদের সে উদ্যমের পায়ে অর্ঘ্য দেবে।' কাজী নজরুল ইসলামের এ তাগিদের ভিত্তিতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। সেই চিন্তা থেকেই তিনি সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার পাদপীঠ হিসেবে ঢাকায় বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর তা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন সারাদেশের জেলাসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থানে। তাঁর স্বপ্ন কিছুটা হলেও বাস্তবায়িত হয়েছে।

সাহিত্য সংস্কৃতির বিষয়ে দিক নির্দেশনামূলক সবচেয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ হচ্ছে 'সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনঃ দায়িত্বশীলদের ভূমিকা।' প্রায় পঁচিশ পৃষ্ঠার এ প্রবন্ধে কবি মতিউর রহমান মল্লিক একটি পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রূপরেখা ও পরিচালনার জন্য দায়িত্বশীলদের ভূমিকা স্ববিস্তারে আলোচনা করেছেন। সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পরিশীলিত ধারার উপর বাংলা ভাষায় এটিই সম্ভবত সবচেয়ে খোলামেলা ও বাস্তবধর্মী একটি প্রবন্ধ যা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মীদের যে ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয় তাও তিনি বর্ণনা করেছেন এ প্রবন্ধে।

প্রবন্ধটি শুরু করা হয়েছে সাহিত্যের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দের বিশ্লেষণ করার মধ্যদিয়ে। গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলো হচ্ছে- সাহিত্য, সংস্কৃতি, আন্দোলন, দায়িত্বশীল ও ভূমিকা'। এ বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্লেষক ও বিশেষজ্ঞগণের মতামত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে তিনি এ শব্দগুলোর ব্যাখ্যা

www.pathagar.com

করেছেন। তিনি দায়িত্বশীলদের দায়িত্ব-কর্তব্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে ব্যক্তিগত দায়িত্ব, সাংগঠনিক দায়িত্ব, আন্দোলন বিষয়ক দায়িত্ব, আন্তর্জাতিক দায়িত্বসহ আরো কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের বিভাজন করে আলোচনার প্রয়াস চালিয়েছেন। প্রত্যেক বিভাগকে নিয়ে অত্যন্ত যৌক্তিক কিছু দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে প্রবন্ধটিতে। অন্যভাবে বলা যায়, একটি সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিচালনার জন্যে যে ধরনের নিদের্শনা প্রয়োজন তাঁর পুরোটাই এ প্রবন্ধে পাওয়া যায়।

প্রবন্ধে যে বিষয়গুলোর উল্লেখ করা হয়েছে তার প্রথমেই আছে ব্যক্তিগত দায়িত্ব। ব্যক্তিগত দায়িত্ব হিসেবে তিনি কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। যেমন- পরিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, সিদ্ধান্ত-গৃহীত বিষয়ের দখল প্রতিষ্ঠা করা, মূল আদর্শের আলোকে চরিত্র গঠন করা, অব্যাহতভাবে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা করা, বিশেষজ্ঞদের সাথে এবং সম্ভাবনাময় তরুণদের সাথে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলা, পরামর্শের স্বভাবকে আয়ত্ব করা, সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করা। সর্বোপরি সর্বদা আল্লাহর সাহায্য কামনা করা এবং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রগুলোতে উন্মুখর করা। মূলত মজবুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে সাথে যদি নিজের যোগ্যতা বাড়িয়ে সাহিত্য-সংস্কৃতির নির্দিষ্ট বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করে নিজেকে সেই আদর্শে গড়ে তুলে আদর্শ দায়ী হিসেবে ময়দানে কাজ করা যায় তবে ব্যক্তিগত তাগিদেও সাহিত্য সাংস্কৃতিক আন্দেলনকে সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

প্রবন্ধটির দ্বিতীয় পর্যায়ে দায়িত্বশীলদের ভূমিকাকে বলা হয়েছে 'সাংগঠনিক দায়িত্ব' হিসেবে। এ পর্বে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও বাস্তবভিত্তিক দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে স্ববিস্তারে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিক হলো- সংশ্লিষ্ট সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করা, আত্মনির্ভরশীল সংগঠনে পরিণত করা, প্রাক্তনদের কাজে লাগানো ও নতুনদের জায়গা করে দেয়া, সৃষ্টিশীল কাজের দিকে গুরুত্ব নিবদ্ধ করা, মাঝে মধ্যেই সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের ব্যবস্থা করা, সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে আন্দোলনমুখী সংগঠনে পরিণত করা, বিভিন্ন পর্যায়ে সমন্বয় সাধন করা [বিশেষত সহযাত্রীদের সঙ্গে সমমনা সংগঠন, স্থানীয় ও জাতীয় সংগঠনের সাথে সমন্বয় সাধনের কথা বলা হয়েছে] নিয়মিত প্রোগ্রাম চালিয়ে যাওয়া, অধিকতর উদারতার পরিবেশ গড়ে তোলা, একত্রিত হওয়া যায়- এমন একটি জায়গার ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন

www.pathagar.com

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা, মূল সংগঠনের সাথে যুক্ত করা, সংগঠনের অভ্যন্তরে আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করা, সংগঠনের অভ্যন্তরভাগে সুকৃতির লালন করা, অকপটে কথা বলার পরিবেশ সৃষ্টি করা, পরিশ্রমী ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী জনশক্তি গড়ে তোলা, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, প্রাকৃতিক অভিজ্ঞতা এবং ইতিহাসের অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে গোটা জনগোষ্ঠীকে জ্ঞানের তিনটি উৎস সম্পর্কে সচেতন করা, প্রশিক্ষণের কাজকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া, জনগণের আস্থা অর্জন করা যায় এমন অনুষ্ঠানের আঞ্জাম দেয়া, আমাদের অনুষ্ঠানগুলোতে মাটি-মানুষ-আদর্শ-সত্য ও সুন্দরের স্বাভাবিক প্রকাশ ঘটানো, চোখ কান খোলা রেখেই কাজ করা, অর্জিত যা কিছুরই সংরক্ষণ করা, মাঝে মাঝে ওয়ার্কশপ করা, দেশি বিদেশি মূল্যবান গ্রন্থ ও সিডি-ভিসিডির সমন্বয়ে সংগহশালা গড়ে তোলা, সময়নিষ্ট স্বতঃস্ফূর্ত-কর্মঠ-ধৈর্য্যশীল-উদার-আত্মপ্রত্যয়ী-অধ্যবসায়ী-দূরদর্শি-অতিথিপরায়ণ-মিষ্টভাষী বিপ্লবী জনশক্তি গড়ে তোলার মাধ্যমে মজবুত সংগঠন গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা গ্রহণ করা। মূলত এসব বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ পাঠে সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনের প্রত্যেক কর্মীকে সামনে চলতে ব্যাপকভাবে সহায়তা করবে।

প্রবন্ধের তৃতীয় পর্বে 'আন্দোলন বিষয়ক দায়িত্ব' শিরোনামে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। এ আলোচনার শুরুতেই তিনি বলেন, 'শুধু অনুষ্ঠান সর্বস্ব কার্যক্রম পরিচালনা করাই একটি যথার্থ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের কাজ নয়; কাজ নয় জীবনের যাবতীয় দুর্যোগ ও দুর্ভাবনা থেকে পরিত্রাণের সমস্ত উদ্যোগকে এড়িয়ে গিয়ে স্বার্থপরের মতো কেবল বিনোদনের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া।' মূলত একটি জাতীয় বিশ্বাসের সাহিত্য-সাংস্কৃতির বুনিয়াদ বিনির্মাণই সাহিত্য সংস্কৃতি কর্মীদের উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে তিনি বেশ কিছু বিষয়ের উল্লেখ করেন। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য শিরোনাম হচ্ছে, অপসংস্কৃতির মোকাবেলা করা, সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মোকাবেলা করা, বিভিন্ন স্থানে জনশক্তিকে ইতিহাস ঐতিহ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া, যুব শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করা, পত্র-পত্রিকা, মিডিয়ার প্রচার সংক্রান্ত কাজকে এগিয়ে নেয়া, প্রতিষ্ঠিত ও পুরনো শিল্পীদের কাজে লাগানো, একটি শক্তিশালী তহবিল গঠন করা, শিশু সংগঠনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা, তথ্যসমৃদ্ধ পাঠাগার

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠা করা, জনশক্তিকে পাঠ্যতালিকা তৈরি করে দেয়া, কালচারাল কমপ্লেক্স গড়ে তোলা, দুঃস্থ সাহিত্য সংস্কৃতি কর্মীদের জন্য সাহায্য তহবিল গঠন করা, বিভিন্ন সংগঠনের জন্য উপকমিটি গঠন করা, সর্বোপরি বিজাতীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলনমুখী কর্মসূচি উপস্থাপন করার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মোকাবেলার ধারা অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করা।

প্রবন্ধটির সর্বশেষের অংশে 'আন্তর্জাতিক দায়িত্ব' শিরোনামে বেশ কিছু বিষয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। আল্লামা ইকবালের বিশ্বভ্রাতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি গোটা বিশ্বকে এক মিল্লাতের আওতায় আনার পরামর্শ দেন। এক্ষেত্রে নিজেদের সমৃদ্ধ করার জন্য তিনি যে সব বিষয়ের উল্লেখ করেন তা হলো, মুসলিম দুনিয়ার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক যাবতীয় সৃষ্টি সংগ্রহ করা, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের সাহিত্য-সংস্কৃতির মৌল বিষয়ের অনুবাদ করা, সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিনিময় বৃদ্ধি করা, দেশে দেশে নিজেদের আদর্শের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা এবং সর্বোপরি সাহিত্য-সাংস্কৃতিক বৃত্তির প্রচলন করা জরুরি বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রবন্ধের উপসংহারটি অনেকগুলো দার্শনিক তত্ত্বে ভরপুর। এ অংশে তিনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেন, তা হল- 'যে সময় অতিক্রান্ত হচ্ছে, সে সময়ে আমাদের এই জাতির বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের ভিত্তিভূমি তছনছ করে দেয়াই হচ্ছে শত্রুদের প্রধান লক্ষ্য। কারণ তারা জানে, এই জাতির ঐক্যের সর্বোত্তম হাতিয়ার যে ঈমান, সেই ঈমানকে পর্যুদস্ত করতে না পারলে এই জাতিকে পর্যুদস্ত করা যাবে না। সে জন্যই তারা চায় আমাদের ঈমান যেন আমাদের রাজনীতির সাথে জড়িত না থাকে, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য-ভাবনা, সংস্কৃতি-চিন্তা, দেশপ্রেম, মানবপ্রীতির সাথে সংযুক্ত না থাকে, সেই কারণেই আমাদেরকে কেবল বিচ্ছিন্ন রাখতে চায়, বিভক্ত রাখতে চায়, নিরপেক্ষ রাখতে চায়, অন্ধ রাখতে চায়।' তাঁর এ মন্তব্য যে অত্যন্ত যথার্থ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের সংস্কৃতি চিন্তা অত্যন্ত দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। কবি মল্লিক অপসংস্কৃতির বিস্তারকারী ও ঈমানী সংস্কৃতির বিরোধী মহলের কর্মকাণ্ডের মূল টার্গেট নির্ণয় করতে গিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে উল্লেখ

www.pathagar.com

করেন– 'তারা জানে যে, সাহিত্য হচ্ছে জীবনের দর্পণ আর সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জাতির শুদ্ধতম পরিচয়। কিন্তু সেই দর্পণ যদি ঈমানের পারদে অভিষিক্ত হয়, সেই পরিচিতি যদি ঈমানের আলোয় আলোকিত থাকে তাহলে ঐ ঈমানদীপ্ত জাতিকে পদানত করা সম্ভব নয়। তারা এও জানে যে, বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের ব্যূহ ভেদ করতে হলে সর্বপ্রথম সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ওপরই হামলা করতে হবে। তাই তো তারা নানা কলা কৌশলের মধ্যদিয়ে করছে, দেদার করে যাচ্ছে। আর তা করতে গিয়ে তারা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে যাচ্ছে।' কবি মল্লিক বিশ্বাসবিরোধী সংস্কৃতিকর্মীদেরকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য সুস্থ সাহিত্য-সংস্কৃতির সকল সিপাহসালারকে অনুরোধ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি মন্তব্য করেন, "বিষয়টি বুঝতে হবে বিপ্লবী অভিভাবকদের। অন্তত আর কেউ না বুঝুক জাগ্রত তারুণ্যকে তা বুঝতে হবে অরুণপ্রাতের তরুণদলকে- যারা উর্দ্ধগগণে বাজে মাদল, নিম্ন উতলা ধরণীতল, হলেও 'চলরে চলরে চল' গাইতে গাইতে 'হেরার রাজ তোরণ' এর দিকে ধাবিত হয়। প্রভাবিত হয় বিপুল বন্যাবেগে, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে উল্লাসে।"

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের সংস্কৃতিকেন্দ্রীক এ প্রবন্ধমালায় ইসলামি সংস্কৃতির উপর একটি পূর্ণাঙ্গ দার্শনিক দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। মূলত ইসলামি জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক প্রচেষ্টাসমূহের নানাদিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হচ্ছে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিশুদ্ধতা আনায়ন করা। চিন্তার শুদ্ধতা না আনতে পারলে জাতিকে ইসলামের সঠিক পথে চালানো কঠিন। তাই সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে জাহিলিয়াতমুক্ত না করতে পারলে ইসলামি বিপ্লব কখনো সফল হতে পারে না। তথ্য প্রযুক্তি ও বিশ্বায়নের এ যুগে তাই সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে খাটো করে দেখার কোন সুযোগ নেই। বরং ঈমানের বিশুদ্ধতা ও দৃঢ়তাসম্পন্ন যোগ্যতম ব্যক্তিদেরকেই এ পথে নেতৃত্ব প্রদানে এগিয়ে আসতে হবে।

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের প্রবন্ধগুলো কোনটা খুব সহজবদ্ধ ও বক্তৃতাসূলভ আবার কোন কোন প্রবন্ধের ভাষার গাঁথুনী বেশ শক্ত ও গভীর। সবদিক বিবেচনায় কবি মল্লিকের প্রবন্ধগুলো সুখপাঠ্য বললে ভুল হবেনা। সেইসাথে সাহিত্য বিষয়েও বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। বাংলা নামের উৎপত্তি: কয়েকটি বিবেচনা; স্বাধীনতা : বিষয় ও

www.pathagar.com

ভাবনার অনুষঙ্গে, কবি ইকবাল : তাঁর যববে কলীম ও অনূদিত যববে কলীম, ইকবালের হাস্যরস, বঙ্গবন্ধু মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, কবি ফররুখ আহমদ : তাঁর সিরাজাম মুনীরা, ডক্টর মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ : তাঁর সাহিত্য চিন্তা, কথাশিল্পী জামেদ আলী ও তাঁর সাহিত্যচিন্তা, ঈদুল ফিতরের তাৎপর্য প্রভৃতি তাঁর রচিত প্রবন্ধ/নিবন্ধ। এ প্রবন্ধগুলোর সমন্বয়েই তাঁর নির্বাচিত প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

আলোচিত প্রবন্ধ নিবন্ধগুলো নিয়েই মূলত ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয় কবি মতিউর রহমান মল্লিকের এ প্রবন্ধ গ্রন্থটি। আল-আমিন ফাউন্ডেশন থেকে এ গ্রন্থটি প্রকাশ করেন ফাউন্ডেশনের ফাউন্ডার চেয়ারম্যান মুহাম্মদ রুহুল আমীন। নির্বাচিত চৌদ্দটি প্রবন্ধের সমন্বয়ে ১২৬ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন জাহিদ হাসান বেনু এবং গ্রন্থটির মূল্য ধরা হয়েছে একশো ত্রিশ টাকা। এ গ্রন্থের বাইরেও কবি মতিউর রহমান মল্লিকের বেশ কিছু প্রবন্ধ নিবন্ধ রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। সার্বিকভাবে উল্লেখ করলে কবি মতিউর রহমান মল্লিককে একজন সফল প্রাবন্ধিক ও বিজ্ঞ গবেষক এবং বিশ্বাসী সংস্কৃতির দিকদর্শন হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়।

মল্লিকের পত্র সাহিত্য

মোবাইল টেকনোলজির বদৌলতে পত্র সাহিত্য এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বিশেষ প্রয়োজনেও এখন আর চিঠিপত্র লেখা হয় না। অথচ একজন কবির লেখা চিঠিপত্রও যে একটি অনবদ্য সাহিত্য তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম থেকে শুরু করে সকল বড় বড় কবিরই পত্র সাহিত্যের দিগন্ত অতি উজ্জ্বল। বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম সিংহপুরুষ আল্লামা ইকবাল, মির্জা গালিব প্রমুখের চিঠিপত্রও সাহিত্যের একটি বড় সম্পদ। এ অঙ্গনে কবি মতিউর রহমান মল্লিকের অবদানও ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। তিনি সারা দেশের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীদের উদ্দেশ্যে প্রচুর চিঠিপত্র লিখেছেন। প্রতিটি চিঠিই এক একটি দার্শনিক তত্ত্বে ভরপুর সাহিত্যসমাগ্রী। তাঁর লেখা চিঠিপত্রগুলো সব এখনো সংগৃহীত না হলেও যা দু'একটি হাতে পাওয়া গেছে তাতেই তাঁর চিন্তা, দর্শন এবং সাহিত্যিক মূল্য ঝরনাধারার মতো উৎসারিত হয়ে পড়েছে জ্ঞানের সাগরে।

www.pathagar.com

মতিউর রহমান মল্লিকের বুক জুড়ে মায়া-মমতার পাখি খেলা করতো। যাকে তিনি ভালোবাসতেন তার জন্য হৃদয়ের ভালোবাসার সকল জানালা উন্মুক্ত করে দিতেন। তাঁকে প্রকাশ্যভাবেই জানাতেন ভালোবাসার কথা। আর যার প্রতি তাঁর অভিমান থাকতো তার সাথে প্রকাশ্যে অভিমানী চেহারা দেখাতে না চাইলেও তা চেহারায় ফুটে উঠতো। তবে ভেতরে ভেতরে কখনো তার অমঙ্গল কামনা করেননি। নিজ গ্রাম ও পিতৃপরিবারের কারো কারো সাথে অভিমান থাকলেও তা তিনি কখনো বুঝতে দিতেন না। অন্যদিকে যাদেরকে তিনি বেশি ভালোবাসতেন তাদের ব্যাপারে চিঠি লিখেও খবর রাখতেন নিয়মিত। চিঠিগুলো যেন চিঠি নয়, এক একটি কাব্যসাহিত্য, মনোমুগ্ধকর পত্র-সাহিত্য। তাঁর লেখা অসংখ্য চিঠির মধ্যে মাত্র কয়েকটি চিঠি থেকে তাঁর পত্র সাহিত্যের প্রসঙ্গটি তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

অধ্যাপক মুহাম্মদ হায়দার আলী। বাগেরহাটের সন্তান। সংস্কৃতিকর্মী। তার সাথে অনেকবার তিনি পত্রালাপ করেছেন। হৃদয়ের ব্যথা বেদনার কথা, ভালোবাসা ও বিরহের কথা, এলাকার সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিচালনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনাসহ নানা বিষয়ে চিঠিপত্র লিখেছেন তিনি। হায়দার আলীর লেখা একটি চিঠির জবাবে তিনি হায়দারকে লেখেন, 'প্রাণের চেয়েও প্রিয় হায়দার। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। তোমার চিঠি পেয়ে যারপর নাই আনন্দিত, উৎসাহিত ও উদ্বেলিত হয়েছি। আল্লাহ তোমাদের যোগ্যতা মেধা এবং পরিশ্রম কবুল করুন। অসম্ভব রকম ব্যস্ততার মধ্যে আমার সময় কাটছে। সকাল ৮টায় বের হই, ফিরি রাত ১০/১১ টায়। এই ব্যস্ততার মধ্যেও তোমার মুখচ্ছবি হৃদয়ের অ্যালবাম থেকে হারিয়ে যায়নি। হাদীর কথাও খুব মনে পড়ে। তার দুঃসময়ে, আমি কিছুই করতে পারছি না। এ দুঃখ কোথায় রাখি?'

মোহাম্মদপুরের ৫/৫ গজনবী রোডে ছিলো বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্রের অফিস। ভীষণ সাজানো গোছানো ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত এক চিলতে সবুজ মাঠ ও বাগানের মধ্যে জমতো সাহিত্য আড্ডা। প্রতিষ্ঠাকালীন থেকেই এ অফিসে সহকারী সদস্য সচিব হিসেবে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল আমার। আর মতিউর রহমান মল্লিক ছিলেন সদস্য সচিব। সে অফিসের কর্মকাণ্ড নিয়ে একই চিঠিতে তিনি হায়দার আলীকে লেখেন- 'আমার অফিস এখন অনেক বড় হয়েছে এবং আলাদা। ৫/৫ গজনবী রোডে। অফিস খোলা

www.pathagar.com

রাখতে হচ্ছে রাত ৮টা অবধি। একটা লাইব্রেরির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শুক্রবারের সকাল ৮টায় চলবে শিশুদের জন্যে আর্টের ক্লাস। এ পর্যন্ত ম্যাসেজ ও ওমর মুখতার ছবি দেখানো হয়েছে- প্রতি শুক্রবার বিকেল ৩টায় আমরা ইসলামি ফিল্মও দেখাচ্ছি। 'মেধাবী মুখ' নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভাও আমরা করছি। করছি ঐ শুক্রবারেই সকাল ১০টায়, প্রতি শুক্রবারে। বলতে পারো আমার হাতে এখন শুক্রবারটাও নেই-ছুটি কাটানোর জন্যে।' অফিসে আমরা যারা কাজ করতাম তারা অবশ্য সাপ্তাহিক ছুটির জন্য মাঝে মধ্যেই বায়না ধরতাম। তখন কবি মতিউর রহমান মল্লিক অত্যন্ত সুকৌশলী উত্তর দিয়ে তা এড়িয়ে যেতেন।

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের চিঠির প্রতিটি শব্দের লেজের সাথে ঝুঁকে থাকতো দরদ, ভালোবাসা আর সাহিত্যের মর্মবাণী। তিনি এই চিঠিতেই একটি প্যারায় উল্লেখ করেন, 'তোমাকে যখন চিঠি লিখছি তখন তোমার আব্বার শান্ত চোখের দৃষ্টি, হাসিবের বিস্তারিত হাসি, ফরহাদের একগোছা প্রশ্নবোধক চুল আমাকে প্রবলভাবে টানছে- টানছে ভট্টপ্রতাপের দিকে। হায়! আমি যদি পাখি হতে পারতাম!'

মানুষকে মূল্যায়ন করার দৃষ্টিভঙ্গিটাই ছিল তাঁর অন্যরকম। হায়দারকে লেখা অন্য আরেকটি চিঠিতে তিনি লেখেন 'মুজিব দাদা আমাদের এলাকারই শুধু নয়, সারা দেশের সম্পদ। অনেকেই হয়তো তা বুঝতে পারেনা, কিন্তু ঠিকই বুঝবে। তোমরা তাঁর যত্ন নিও, তাঁর সুবিধা-অসুবিধার দিকে, তাঁর দুঃখ-কষ্টের দিকে খেয়াল রেখো এবং অন্তত আমাকে তোমাদের সঙ্গী করো- মুজিব দাদার সার্বিক অবস্থার উৎকর্ষে।'

শুধু পোশাক পরিচ্ছদে নয়, খানা-পিনাতেও ভীষণ সাদাশিধে ছিলেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। মজাদার নানা রকমের মেনুর চেয়ে সাধারণ খাবারই পছন্দ করতেন বেশি। তবে অফিসের ফাঁকে দুপুরে কাচ্চি বিরিয়ানী খুব পছন্দ করতেন। খুব পছন্দ করতেন মোহাম্মদপুর বিহারী কলোনীর গরুর চপ্ ও নান রুটিও। তবে গ্রামে গেলে তিনি একেবারে গ্রামীণ খাবারই খুঁজতেন। অধ্যাপক হায়দারকে তিনি লিখেছিলেন- "তোমার বউকে বলবে- এবার গেলে যেন জাউঃ নারকেল কোরা, গুড় [খেজুরের] দিয়ে গরম গরম খাওয়ায়। মনে থাকে যেন।' তাঁর চিঠিপত্রগুলোতে মানবিকতা, সাংস্কৃতিক

www.pathagar.com

আন্দোলনের দিক নির্দেশনাসহ নানাবিধ বিষয়ের কথা উঠে আসে। অসম্ভব আন্তরিক এ কবির চিঠিপত্রগুলো সংগ্রহ করতে পারলে বাংলা সাহিত্যের এক অসাধারণ পত্র-সাহিত্য সংযোজিত হবে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

অধ্যায় সমাপনী হিসেবে বলা যায়, মূলত ইসলামের শুদ্ধতম পূর্ণাঙ্গরূপই কবি মতিউর রহমান মল্লিকের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক দর্শন। মহানবী স. ও আসহাবে রাসুল রা. এ বিষয়ে কি ভাবতেন, তা'বেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন রহ. মুসলিম মনীষীগণ কি বক্তব্য দিয়ে গেছেন- সে সবও তিনি কেবল লেখনীতে নয়, অবিরাম ধারা বর্ণনার মতো করে বলে যেতে পারতেন। এমন কি মুসলিম চিন্তাবিদ, দার্শনিক, কবি-সাহিত্যিকগণের অসংখ্য বক্তব্য, দার্শনিক তত্ত্ব, এবং ছড়া-কবিতার পঙ্‌ক্তিমালা তার কণ্ঠস্থ ছিল। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠক সরদার আবদুর রহমান উল্লেখ করেন- 'ইকবাল-নজরুল-ফররুখ এর মতো জাগরণের কবিরা যেন তাঁর চিত্ত ও আবেগের সবটুকু দখল করে রাখতো। মুসলমানদের পশ্চাদগামিতা ও পদবিচ্যুতির বিষয়ে এসব কবির অজস্র পঙ্‌ক্তি আর অভিভাষণের উদ্ধৃতি ছিল ঠোঁটের আগায়। নবজাগরণের বিষয়ে এঁদের মতো করেই ভাবতেন তিনি।'

অপসংস্কৃতির প্রতিটি বিষয় নিয়ে উৎকণ্ঠিত হতেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। এর ভয়াবহ বিষবাষ্প সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবতেন। এ বিষয়ে কখনো কখনো খোলামেলা কথাও বলতেন সংশ্লিষ্ট বোদ্ধাজনের কাছে। অপসংস্কৃতির এ জাহেলিয়াতকে উচ্ছেদ করার জন্য তিনি নানাবিধ পন্থা উদ্ভাবন করতেন। তাঁর অনুগামী ও চেতনাসম্পন্ন সংস্কৃতিকর্মীদের সামনে অপসংস্কৃতির ভয়াল থাবার নৃংশংস দিকগুলো যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করতেন তিনি। তিনি প্রায়শই বলতেন, 'একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক জাহিলিয়াতকে মোকাবেলা করতে হলে আমাদেরকে আরো বেশি জ্ঞানী ও দক্ষতাসম্পন্ন হয়ে গড়ে উঠতে হবে।'

তিনি আরো বলতেন, 'ফতুয়া কিংবা বক্তব্য দিয়ে অপসংস্কৃতির বিষবাষ্প প্রতিরোধ করা যাবে না। এজন্য দরকার গানের বদলে গান, কবিতার বদলে কবিতা, ছড়ার বদলে ছড়া, ছোটগল্পের বদলে ছোটগল্প, উপন্যাসের বদলে উপন্যাস, নাটকের বদলে নাটক, চলচ্চিত্রের বদলে চলচ্চিত্র নির্মাণ।' অর্থাৎ সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের আদর্শিক সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে হবে। কেননা মিডিয়া এখন সবচেয়ে বড় অস্ত্র। এজন্য যেমন

www.pathagar.com

দরকার লেখক-সাংবাদিক তৈরি করার সর্বত্মক প্রচেষ্টা চালানো, তেমনি দরকার যোগ্যতম আর্টিস্ট তৈরি ও মিডিয়াক্ষেত্র প্রস্তুত করা। সাহিত্য-সংস্কৃতি ও তথ্যপ্রযুক্তির মাঠে পিছিয়ে থেকে আদর্শিক বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা অবাস্তব কল্পনা বিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। এ অনেক সময় অপসংস্কৃতির ভয়াবহতা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি মতিউর রহমান মল্লিক আবেগে কেঁদে ফেলতেন। তখন মনে হতো সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মোকাবেলা এবং সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে নিজেদের বিনিয়োগ করাই হলো সবচেয়ে বড় আদর্শিক সংগ্রাম, 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'। তাঁর গানে তিনি বিষয়টি এভাবে তুলে এনেছেন- 'এখানে এখনো জাহেলি তমুদ্দুন শিকড় গাড়ার প্রয়াসে যে তৎপর/ সজাগ সান্ত্রী প্রস্তুতি নাও নাও প্রতিটি শিকড় উপড়াতে পর পর।' জাহিলিয়াতের শেকড়ের মূলোৎপাটন করে বিশ্বাসী সংস্কৃতির আবাদ করাই ছিল তাঁর জীবনের মূল কাজ। কবি মতিউর রহমান মল্লিকের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক দর্শন উপলব্ধির জন্য যেমন গান-কবিতার বিশ্লেষণ জরুরি তেমনি তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যও ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা হওয়া দরকার। সেইসাথে অপসংস্কৃতির মোকাবেলা করে আদর্শিক মূল্যবোধের বিজয় আনতে হলে বিষয়ভিত্তিক গবেষণা সেল বা থিংকট্যাংক প্রতিষ্ঠা করা জরুরি।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়
মতিউর রহমান মল্লিকের ব্যক্তিত্ব ও জীবনবোধ

সাধারণত কবিরা দ্বৈত চরিত্রের অধিকারী হয়ে থাকেন। তারা লেখনী এবং বক্তৃতায় যেমন চরিত্রে তার উল্টোটা ঘটতে দেখা যায়। কিন্তু মতিউর রহমান মল্লিক এক্ষেত্রে পুরোপুরি ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি যা বিশ্বাস করতেন তাই বলতেন, তাই লিখতেন। বাস্তব জীবনেও তিনি তারই প্রতিফলন ঘটাতেন। আপাদমস্তক তিনি ছিলেন বিশ্বাসী ঘরানার সত্যসন্ধানী ও মানবতাবাদী কবি। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ এর মন্তব্যটি এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'মতিউর রহমান মল্লিক একজন নিবেদিত প্রাণ মানবতাবাদী কবি ছিলেন। তাঁর ইন্তেকালে বিরাট একটা শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। তিনি শুধু কবি-সাহিত্যিক শিল্পী-সংগঠক হিসেবে বড় মাপের ছিলেন না; ব্যক্তি হিসেবেও ছিলেন অত্যন্ত উঁচু স্তরের, মতিউর রহমান মল্লিক সত্যিকার অর্থেই ছিলেন অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব।'

'অনিষ্টি ইজ দ্য বেষ্ট পলিসি'। কথাটি বইয়ের পাতায় ঘুরপাক খেলেও কবি মতিউর রহমান মল্লিকের জীবনে তা ছিল বাস্তবসম্মত। ব্যক্তিত্ববান মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার পিছনে মল্লিকের সততা ছিল দিনের আলোর মতো উজ্জ্বল। জীবনে কোন ধরনের লোভ লালসার ফ্রেমে তিনি আটকা পড়েননি। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি সততার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে চলচ্চিত্র পরিচালক হাফিজ উদ্দিন মন্তব্য করেন- 'কবি মতিউর রহমান মল্লিক আমার খুব ঘনিষ্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন লোভ-লালসার উর্ধ্বে সত্যিকার এক নির্ভেজাল মানুষ। দুনিয়ার প্রতি তাঁর আকাঙ্ক্ষা ততটুকু ছিল যতটুকু নিয়ে আল্লাহর দ্বীনের পথে চলা যায়। আল্লাহর দ্বীনের জন্য তিনি ছিলেন উৎসর্গিত প্রাণ।' চিত্র পরিচালক হাফিজ উদ্দিন আরো বলেন, 'আমাদের জন্য তিনি যা রেখে গেছেন তা হচ্ছে অনুসরণ করার মতো সততা। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সিপাহসালার ছিলেন তিনি। তাঁর গান কবিতা আমাদের সম্পদ।'

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের একটি বড় পোশাক ছিল বিনয়। অত্যন্ত বিনয়ী এ কবি সব সময় নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পছন্দ করতেন। যে কোন অনুষ্ঠানে কিংবা যে কোন গুণীজন অথবা সভা সমাবেশে তিনি নিজেকে খুব

www.pathagar.com

কম জানা শোনা লোক হিসেবে উপস্থাপন করতেন। বৃক্ষ যত বেশি বড় হয়, যত বেশি ফলবান হয় তার মাথা ততবেশি মাটির দিকে নূয়ে পড়ে, বিনয়ী হয়; কবি মতিউর রহমান মল্লিক ছিলেন বিনয়ী ফলবান বৃক্ষ। সংস্কৃতিকেন্দ্রের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁকে মঞ্চে বসানো অনেকটা কষ্টকর ছিল। তিনি একজন সাধারণ সংস্কৃতি কর্মীর মতো অন্যান্যদের খেদমত করতে পছন্দ করতেন। তিনি যখন কাউকে অন্যের সামনে পরিচিত করে দিতেন তখন তার বিভিন্ন গুণকে উদ্ভাসিত করে অনেক বড় গুণী হিসেবে উপস্থাপন করতেন। হৃদয়ের গভীরতা, জ্ঞানের প্রশস্ততা এবং বিনয়ের পরাকাষ্ঠা ছাড়া এমনটি সম্ভবই নয়। এক্ষেত্রে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের প্রধান কবি আল মাহমুদ বলেন, 'জ্ঞান হলো আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের বিষয়। তিনি যাকে তা দান করেন তার চেহারাটাই একটু অন্যরকম থাকে। সম্ভবত সেই চেহারা কবি মতিউর রহমান মল্লিকের মতোই নিস্পৃহ, অহংকারহীন ও বিনয়ী হবে হয়তো।' সত্যিই তিনি ছিলেন বিনয়ী মানুষের একনিষ্ট প্রতিকৃতি।

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের ছিল একটি দরদী মন। প্রতিটি হৃদয়কোষে দরদ আর ভালোবাসা বিচরণ করতো সব সময়। খাঁটি এ হৃদয়ে মানুষের কল্যাণ-ভাবনা ঘুরপাক খেতো নিয়মিত। অন্যরা মেধা ও যোগ্যতায় এগিয়ে আসুক-এটা তিনি সব সময় কামনা করতেন। কারো কোন মেধার সাক্ষর পেলে তিনি তা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অনেক বড় করে উপস্থাপন করতেন। বিশেষত মফস্বল অঞ্চলের কোন কবি, সাহিত্যিক, সংস্কৃতি কর্মী তাঁর কাছে গেলে তিনি তার লেখা দেখে, গান শুনে অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। তাকে পুরস্কৃত করার মাধ্যমে উৎসাহিত করতেন তিনি। কারো কোন বই প্রকাশ পেলে তিনি নতুন বই হাতে নিয়েই হৃদয়ের সমস্ত উচ্ছ্বাস উজাড় করে দিয়ে তাঁকে মিষ্টি খাওয়াতেন, বইয়ের টাকা বাবদ পকেটে হাত দিয়ে যতটুকু সম্ভব বেশি দিয়ে দিতেন। পকেটে টাকা না থাকলেও অন্যের কাছ থেকে ধার নিয়ে হলেও লোককে উৎসাহিত করতেন। সুযোগ হলে দ্রুত ব্যানার বানিয়ে সেই বইয়ের প্রকাশনা উৎসব করে পত্রিকায় খবর ছাপিয়ে দিতেন। অন্যকে বড় করে উপস্থাপনের মধ্যেই তিনি অফুরন্ত সুখ ও আনন্দ অনুভব করতেন। কবি আসাদ বিন হাফিজের ভাষায়-

বুকভরা মায়া তার চোখে আলো ঝিকমিক
সকলের প্রিয় ভাই, প্রিয় কবি মল্লিক।

www.pathagar.com

'ভোগে নয় ত্যাগেই প্রকৃত সুখ' কথাটি কবি মতিউর রহমান মল্লিকের চরিত্রের সাথে পুরোপুরিভাবে মানিয়ে যায়। নিজের সংসারে অভাব থাকলেও অন্যের অভাব পূরণে তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তেন। যে কোন কবি-সাহিত্যিক কিংবা সংস্কৃতিকর্মী কিংবা সংস্কৃতি কর্মীর উদ্ধৃতি দিয়ে যে কোন লোক তাঁর অফিসে গেলে তিনি তাকে আতিথেয়তা দিতেন পুরোপুরি। তার কোন অভাব থাকলে তিনি প্রয়োজনে পকেট থেকে টাকা দিয়ে তাকে সাহায্য করতেন। সংস্কৃতিকর্মী ছাড়াও কারো চিকিৎসা সেবা, কারো চাকরির ইন্টারভিউ, কারো ভর্তি পরীক্ষা এরকম হাজারো কাজে অনেকে অফিসে এসে থেকেছেন। মল্লিক তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এছাড়াও গরিব ছাত্রদের ফরম ফিলাপ, বই কেনা প্রভৃতি কাজেও প্রচুর সহযোগিতা করতেন তিনি। নিজের খাবারের টাকা না থাকলেও অন্যের খাবারের ব্যবস্থা করতে তিনি প্রয়োজনে ঋণ করতেন। তিনি না খেয়ে কষ্ট করে দিন পার করে দিতে পারতেন। নিজের অভাবের কথা কখনো কাউকে বলতেন না। কবি সাজজাদ হোসাইন খান এ প্রসঙ্গে বলেন, 'নজরুল গবেষক মরহুম বুলবুল ইসলাম প্রায়ই ঢাকায় আসতো। দীর্ঘপত্র লিখতো আমাকে কুমিল্লা থেকে। তার একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। কিন্তু বিপদ ঘটলো অন্য জায়গায়। ঢাকায় তার কোন আস্তানা নেই; যেখানে সে রাত কাটাবে। মল্লিককে জানিয়ে ছিলাম বিষয়টি।' সাজজাদ হোসাইন খান আরো বলেন, 'সময়ক্ষেপন না করে বুলবুল ইসলামের থাকা-খাওয়ার ব্যাপারটি মল্লিক গ্রহণ করেছিল আনন্দের সাথে। পরে খবর পেলাম মল্লিক এখানে-সেখানে রাত কাটায় আর বুলবুল ঘুমায় তাঁর বিছানায়। এমনকি মল্লিকের খাবার দাবারও বুলবুলের জন্য বরাদ্দ, কিন্তু ব্যয়ভার বহন করেছে মতিউর রহমান মল্লিক।' এ রকম অসংখ্য ত্যাগের মানসিকতাই তাঁকে এতো বড় মানুষে পরিণত করেছে। আর নিজের অভাব অনটনে কখনো তিনি খেই হারাতেন না। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে নির্দ্বিধায় সামনে চলতেন তিনি। কবি নয়ন আহমেদ এর কবিতায়-

মল্লিকের দিকে তাকালে একটা সম্পূর্ণ ভোর দেখতাম।
সূর্যসমেত লাল উদ্দীপনা
আঁধার কেটে গিয়ে একটা স্পষ্টতা তৈরি হয়েছে,
কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে যাচ্ছে ভালোবাসার মূর্ছনা।

www.pathagar.com

কবি মতিউর রহমান মল্লিক ছিলেন মুক্ত মনের মানুষ। তাঁর মনে কোন কুটিলতা কখনো বাসা বাঁধতে পারেনি। তবে তিনি ভেতরে ভেতরে ছিলেন ভীষণ অভিমানী। সে অভিমান তাঁকে কখনো কখনো একরোখা বানিয়ে ফেলতো। এ ধরনের আচরণ অনেক সময় স্বৈরাচারের প্রতিচ্ছবি বলে মনে হলেও সত্যিকার অর্থে কোন খারাপ উদ্দেশ্যে তিনি কখনো এমনটি করতেন না। শিশু মনের অধিকারী মানুষেরা সহজেই জেদী হয়ে ওঠেন এবং সহজে খুব কষ্ট অনুভব করেন, কবি মল্লিকের ভেতর এ স্বভাবটিও ছিল। তবে তাঁর মনের জমিনটা ছিল খুবই সবুজ। মুক্ত বিহঙ্গের মতো প্রাণবন্ত থাকতে পছন্দ করতেন তিনি। সবুজাভ মধুর পরিবেশ পেয়ে তিনি পাখির মতো ডানা মেলতেন। প্রাণ খুলে হাসতেন, রসিকতা করতেন। গ্রামীণ পরিবেশ, নদীর কিনার কিংবা ঐতিহাসিক কোন স্থানে গেলে তিনি নিজের আবেগকে ধরে রাখতে পারতেন না। পাখির মতো পাখনা মেলে উড়ে বেড়াতে চাইতেন। আবৃত্তি করতেন মজার মজার কবিতা, কণ্ঠে ধরতেন সুমধুর গান।

হালকা পাতলা গড়নের সহজ সরল অনাড়ম্বর এক সাদামাটা মানুষ ছিলেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। অবিচল বিশ্বাস, পরিচ্ছন্ন মনন ও গভীর মনীষার অধিকারী সক্রিয় চেতনার এ মানুষটির কণ্ঠে ছিল মধু। কি বক্তৃতা, কি আবৃত্তি, কি তেলাওয়াত; অসাধারণ এক আকর্ষণ ছিল তাঁর কণ্ঠে। যে কোন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সাহিত্যাড্ডা, আলোচনা অনুষ্ঠান এমনকি টেবিলের আলোচনায় তাঁর কণ্ঠে যেন মুক্তো ঝরতো। অবিরাম বর্ষণের মতো শাওনের বারিধারা ছুটে চলতো তাঁর কণ্ঠ থেকে। বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে প্রয়োজন মতো কুরআন, হাদীস ও কবিতার উদ্ধৃতি টানতেন। ইতিহাসের গলিপথ ঘুরে ফিরে তিনি তুলে আনতেন বক্তৃতার যাদু। ইতিহাসের উদ্ধৃতি টেনে টেনে তিনি শ্রোতা মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে দিতেন। সাধারণত এক ঘন্টার কমে তাঁর বক্তৃতা শুনে তৃপ্তি মিটতো না। কখন যে সময় কেটে যেতো শ্রোতারা অনুমানই করতে পারতো না। তাঁর বক্তৃতার গুণমুগ্ধ শ্রোতা কবিবন্ধু হাসান আলীম এ প্রসঙ্গে বলেন, 'মতিউর রহমান মল্লিকের বক্তৃতা কখনো কখনো গভীর গবেষণা দীপ্ত প্রবন্ধের মতো হয়ে যেত। সাহিত্যের বক্তৃতা ছাড়াও ধর্ম-দর্শন নিয়েও অসাধারণ বক্তৃতা এমনকি ওয়াজ নছিহত পর্যন্ত করতে পারতেন। এক্ষেত্রে তিনি ড. মুহম্মদ শহিদুল্লাহকে অনুসরণ করতেন।' দারসে কুরআন পরিচালনাতেও তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। যেমন ছিল সুমধুর কণ্ঠের তিলাওয়াত তেমনি আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত রসালো তাফসীর শ্রোতা মণ্ডলীকে মুগ্ধতায় বেঁধে রাখতো।

www.pathagar.com

সুন্দরের সকল আয়োজনই শিল্প; আর সুন্দরের নির্মাতাগণই শিল্পী। এ কাজে যিনি যত মহৎ শিল্পকর্ম উপস্থাপন করতে পারেন তিনি তত বড় শিল্পী। বিশ্বাসী মানুষেরা তাই মহান স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহকে এবং অবিশ্বাসীরা প্রকৃতিকে সবচেয়ে বড় শিল্পী হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন। মানুষ কোন কিছু সৃষ্টি করতে না পারলেও স্রষ্টার মূলসূত্রকে অবলম্বন করে নতুন নতুন বিষয়কে নিজস্ব ঢঙে আবিষ্কার করেন। এজন্য মানুষের নির্মাণকেও এক ধরনের সৃষ্টি বলে আখ্যা দেয়া হয়। সাধারণভাবে সকল সৃষ্টিকর্মই শিল্পের আওতায় আনা হয়ে থাকে। তবে তাতে মননশীলতা ও নান্দনিকতার ছাপ যত বেশি থাকে তাকে তত সফল শিল্পকর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এটা হতে পারে কোন বস্তুগত শিল্পকর্ম কিংবা মানবীয় ও জৈবিক শিল্পকর্ম। একজন শিল্পীর সৃষ্টিকর্ম এবং মানবিক স্বত্ত্বার মধ্যে যদি সমন্বয় ঘটে তবে তিনি হয়ে ওঠেন অমর শিল্পী। আর সে কারণেই মতিউর রহমান মল্লিককে একজন অমর শিল্পী হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। লেখনী, কণ্ঠ এবং সমাজ বাস্তবতায় তিনি ছিলেন একাকার। তাঁর কলমে যেমন আবিষ্কৃত হয়েছে- 'যে কোন কাজ করো না ভাই যে কোন কাজ করো/ তা যেন হয় সবার চেয়ে সবচেয়ে সুন্দরো' তেমনি বাস্তব জীবনেও তিনি সুন্দরকে বেছে নিতে আমৃত্যু সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর প্রতিটি কাজই ছিল শিল্পসম্মত। খাওয়া, গোসল, গোসল শেষে কাপড়টা শুকানোর জন্যে মেলে দেয়া, অফিসের টেবিলে খাতা-পত্র রাখা, চুল-দাড়ি আঁচড়ানো, এমনকি তাঁর হাসিও ছিল শিল্পসম্মত।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত আড়ালপ্রবণ মানুষ ছিলেন। নিজেকে লুকিয়ে রাখার মধ্যেই যেন সুখ খুঁজে পেতেন তিনি। তবুও সারাদেশের মানুষ তাঁকে সামনে টেনে এনেছেন. হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা উজাড় করে তাঁকে সম্মানিত করার চেষ্টা করেছেন। দেশের বিভিন্ন সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান তাঁকে পুরস্কৃত করেছে নানা আঙ্গিকে। বর্ণাঢ্য সাহিত্য-সাংস্কৃতিক জীবনে তিনি সর্বমোট ১৩টি পুরস্কার পেয়েছেন। বাগেরহাটের সবুজ মিতালী সংঘ সাহিত্য পুরস্কার, ঢাকা জাতীয় সাহিত্য পরিষদ স্বর্ণপদক, ঢাকা কলমসেনা সাহিত্যপদক, লক্ষীপুর সাহিত্য সংসদ সাহিত্য পুরস্কার, রাঙ্গামাটি সাহিত্য পরিষদ সাহিত্যপদক, বাগেরহাটের খান জাহান আলী শিল্পী গোষ্ঠী সাহিত্য পুরস্কার, সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ সাহিত্যপদক, প্যারিস সাহিত্য পুরস্কার, বায়তুশ শরফ সাহিত্য পুরস্কার, কিশোরকণ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার, ইসলামি সমাজ কল্যাণ পরিষদ চট্টগ্রাম ইসলামি সংস্কৃতি পুরস্কার,

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্য পরিষদ ফ্রান্স সাহিত্য পুরস্কার প্রভৃতি। এসব পুরস্কার তাঁকে আরো বেশি বিনয়ী করেছে, করেছে আরো বেশি উদ্যোমী ও সাহিত্য-সংস্কৃতিপ্রেমিক মানুষ।

সাহিত্য সংস্কৃতির টানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছুটে বেড়িয়েছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। বিশেষত, ইউরোপের ইয়ং মুসলিম অর্গানাইজেশন এর আহ্বানে ১৯৮৫ সালে বৃটেন, স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্ট অব ইন্ডিয়ার বার্ষিক সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে ১৯৯২ সালে ভারত, ২০০০ ও ২০০১ সালে ইকবাল পরিষদ আয়োজিত সেমিনারে ভারত, ২০০২ সালে ফ্রান্সের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদের আমন্ত্রণে ফ্রান্স এবং সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অতিথি হিসেবে ২০০২ সালে সিঙ্গাপুর এবং ২০০৩ সালে সৌদি আরব সফর করেন।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক ছিলেন একজন ইনসানে কামিল বা পরিপূর্ণ মানুষ। তিনি তাঁর কবিতা গান, বক্তৃতা ও জীবন দর্শনে সকল মানুষকে ইনসানে কামিল হিসেবে দেখতে চাইতেন। তিনি কোন মানুষকে আলাদা চোখে দেখতেন না। উদার মন নিয়ে তিনি ইতিহাসের ব্যাখ্যা করতেন। ইসলামের বিভিন্ন মতবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের অবদানও তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করতেন। বিশেষ করে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় যাদের অবদান আছে তিনি তাদের অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অগ্রগামী ছিলেন। প্রেক্ষণ সম্পাদক খন্দকার আবদুল মোমেন বলেন, 'অনেক গুণে গুণান্বিত কবি মতিউর রহমান মল্লিক ইনসানে কামিল হওয়ার সাধনায় দিনযাপনে ছিলেন সদা তৎপর। তাঁর তৎপরতার লক্ষ্যবস্তু ছিল ইসলামি জীবনাদর্শনের রূপায়ন। কি কবিতায়, কি গানে, ইসলামি ধ্যান ধারণার এক অপরূপ শিল্পীত বিকাশ লক্ষ্য করা যায় তাঁর সৃষ্টিসম্ভারে।' গবেষক শেখ মিজানুর রহমান উল্লেখ করেন, 'কবি মতিউর রহমান মল্লিক মিল্লাতের গৌরব, দুর্যোগের রাহবার। অন্ধকারের মশালবাহী জিন্দাদিল মুজাহিদের নাম। জাতির অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে দিশার ধ্রুবতারা।'

অতিসংক্ষিপ্ত পরিসরে সার্বিক মূল্যায়নে সন্দেহাতীতভাবেই উচ্চারণ করা যায়, কবি মতিউর রহমান মল্লিকের কলমে এক অসাধারণ বৈচিত্রতেজ লক্ষণীয়। তাঁর কবিতায় গীতলতার স্বাভাবিক আবহ চোখে পড়লেও গান ও

www.pathagar.com

কবিতার ভাঁজে ভাঁজে পার্থক্যের দেয়াল খুব শক্ত। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ আবর্তিত তৃণলতা, অনবরত বৃক্ষের গান, তোমার ভাষায় তীক্ষ্ণ ছোরা, চিত্রল প্রজাপতি, নিষণ্ন পাখির নীড়ে কিংবা ছড়াকাব্য রঙিন মেঘের পালকির সাথে গানের সংকলন ঝংকার ও যতগান গেয়েছি'র মধ্যে পার্থক্যের প্রাচীর খুব মজবুত। কাব্যের শব্দগাঁথুনিতে গীতলতার দোলা থাকলেও তা গানের শব্দভঙ্গি থেকে পুরোপুরি ভিন্ন স্বাদের। এখানেই কবি মল্লিক এবং গীতিকার মল্লিকের এক অসাধারণ বৈচিত্রঘ্রাণ ভেসে আসে। এ বিষয়ে কবি হাসান আলীম এর মূল্যায়নটি যথার্থ। তিনি বলেন, 'মল্লিকের গানের ভাষা থেকে তার কাব্যভাষা সম্পূর্ণ আলাদা, স্মার্ট, সুন্দর ললিত এবং অনেক ক্ষেত্রে তৎসম তদ্ভব শব্দগুচ্ছে আবৃত। লালিত্যে, চিত্র-কল্পে, অলংকারে মল্লিকের কবিতা মল্লিকাময়।'

কণ্ঠশিল্পী হিসেবেও অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী কবি মতিউর রহমান মল্লিক। প্রতীতি ১ এবং প্রতীতি ২ তাঁর স্বকণ্ঠে গাওয়া অডিও অ্যালবাম। বিশ্বাসী চেতনাকে শাণিত করার প্রয়াসে নির্মিত এ অ্যালবাম দীর্ঘ দুই দশক একচ্ছত্র ভূমিকা পালন করেছে বলা যায়। গানের ভাষা, সুর-কণ্ঠ এবং প্রতীকের মোহনীয় ব্যবহার তৃষিত হৃদয়কে তৃপ্ত করে তোলে। এছাড়াও যে সব অ্যালবামে তিনি কণ্ঠ দিয়েছেন সেখানেও তাঁর কণ্ঠের স্বাতন্ত্রতা অতি সহজেই অনুধাবন করা যায়। সত্যিকার অর্থে সফল গীতিকার-সুরকার ও শিল্পী হিসেবে সঙ্গীত জগতেও তিনি একজন অমর ব্যক্তিত্ব।

জীবন নদীর বাঁকে কবি মতিউর রহমান মল্লিককে মূল্যায়ন করতে অতি সাহসের সাথেই বলা যায়, পরিশুদ্ধ জীবনবোধের স্বপ্ন এঁকেই পথ চলেছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। দেশ-জাতি এবং বিশ্বাসের কাছে তাঁর সমস্ত দায়বদ্ধতা। জীবনের বাঁকে বাঁকে তিনি নির্মাণ করেছেন বিশ্বাসের সীসাঢালা মজবুত প্রাচীর। ঘুণপোকার চোখ রাঙানিকে প্রশ্রয় দেননি কখনো। তাইতো তিনি তাদের কারো কারো কাছে খানিকটা অপছন্দের ব্যক্তি হিসেবেও পরিগণিত ছিলেন। 'পাছে লোকে কিছু বলে' এমন ভয় তাঁকে স্পর্শ করেনি। একটি সুন্দর পৃথিবী বিনির্মাণেই তাঁর পথচলা। এ যাত্রায় তিনি অবশ্য ভুলের উর্দ্ধে থাকেন নি। থাকলে তিনি নবী হতেন, কবি নয়। তবে এ কথাও সত্য যে, 'বিশ্বাসী কবিরা কর্মচঞ্চল জীবনে ভুল করলেও দার্শনিকতত্ত্ব ও স্বপ্ন বিনির্মাণে কখনো ভুল করেন না' এ কথা কবি মতিউর রহমান মল্লিককে নিয়ে দৃঢ়তার সাথেই বলা যায়। কেননা একদিকে যেমন শৈল্পিক ছন্দের

www.pathagar.com

বসবাস তাঁর জীবনের বাঁকে বাঁকে অন্যদিকে বিশ্বাসী নূরের আবরণে আপাদমস্তক শিল্পীত মানুষ তিনি। তাই ড. মুহাম্মদ আখতারুজ্জামান চৌধুরীর সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বলা যায় 'কবি মতিউর রহমান মল্লিক যে ইলম দান করে গেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে বহমান থাকবে।' ইনশা আল্লাহ, তাঁর সাহিত্য-সাংস্কৃতিক দর্শন ও মূল্যবোধকে ধারণ করে জাতি এগিয়ে যাবে পরিশীলিত সংস্কৃতির দিকে, কালের ধারায় অপসংস্কৃতির মায়াজাল ছিন্ন করে একদিন আমাদের সমাজে বিকশিত হবে বিশুদ্ধ বিশ্বাসী সংস্কৃতির পরিচ্ছন্ন আলো। আর পরকালে তাঁকে নিয়ে জান্নাতুল ফেরদৌসে বসাবো কবিতা-গানের সুখময় জমকালো আড্ডা।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

ঘর পুড়ে যাচ্ছে ঘর

ঘরের মধ্যে কী-সুন্দর ঘর পুড়ে যাচ্ছে, ঘর
মনের মধ্যে কী-সুন্দর তুষের আগুন
ঠিক যেমন দেশের মধ্যে দেশ
প্রতিদিন বিদগ্ধ হলো
মূলত এখন আর চোখের মধ্যে চোখ নেই
বুকের মধ্যে বুক
মননের মধ্যে মনন এবং
মানুষের মধ্যে মানুষ থাকলো না
মেঘনার মধ্যে এখন কি আর মেঘনা আছে?
পদ্মার মধ্যে পদ্মা?
ঠিক যেমন যমুনা সেতুর মধ্যে
যমুনা থাকার কথা ছিলো!
স্বাধীনতার মধ্যে কী-সুন্দর স্বাধীনতা মরে যাচ্ছে, স্বাধীনতা!
স্বাধীকারের মধ্যে কী-সুন্দর ভারতের শুভংকর
ঠিক যেমন জাতিসংঘের মধ্যে ক্রমাগত
বিধ্বংস হলো জাতিসংঘ
মূলত এখন আর পৃথিবীর মধ্যে পৃথিবী নেই
নিসর্গের মধ্যে নিসর্গ
লোকালয়ের মধ্যে লোকালয়
এবং জীবনের মধ্যে জীবন থাকলো না
বিবেকের মধ্যে এখন কি আর বিবেক আছে?
হৃদয়ের মধ্যে হৃদয়
ঠিক যেমন ষড়ঋতুর মধ্যে
ষড়ঋতু থাকার কথা ছিলো!
বিশ্বাসের মধ্যে কী-সুন্দর বিশ্বাস হারিয়ে যাচ্ছে, বিশ্বাস!
সততার মধ্যে কী-সুন্দর সাদা সাদা বক
ঠিক যেমন ইনসাফের মধ্যে অনবরত
ডুবতে লাগলো আস্থা ও আশ্বাসের চৌদ্দপুরুষ
মূলত এখন আর সংবিধানের মধ্যে সংবিধান নেই
সংসদের মধ্যে সংসদ

www.pathagar.com

আইনের মধ্যে আইন এবং
নিরাপত্তার মধ্যে নিরাপত্তা থাকলো না
সরকারের মধ্যে এখন কি আর সরকার আছে?
বিরোধী দলের মধ্যে বিরোধী দল!
ঠিক যেমন গণতন্ত্রের মধ্যে
গণতন্ত্র থাকার কথা ছিল!
উন্নয়নের মধ্যে কী-সুন্দর উন্নয়ন জ্বলে যাচ্ছে, উন্নয়ন!
গড়ে তোলার মধ্যে কী-সুন্দর ভাঙনের শব্দাবলী
ঠিক যেমন স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন
অনবরত ধর্ষিত হলো
ঘরের মধ্যে কী-সুন্দর ঘর পুড়ে যাচ্ছে, ঘর!
মনের মধ্যে কী-সুন্দর তুষের আগুন!

www.pathagar.com

তবুও আকাশে চাঁদ

যদিও এখানে জাহেলিয়াতের আঁধার নেমেছে ঘোর
যদিও এখানে পিশাচের উল্লাস
যদি এখানে পুরনো শকুন আবার মেলেছে পাখা
শংকার মেঘ ছড়ালো দিগন্তরে
জীবন রঙ প্রতিদিন যায় ক্ষয়ে
অথবা চোখের তারায় অন্য ছবি-
ছবির ভেতরে দশ কোটি কঙ্কাল
অথবা বুকের ভেতরে দুঃখের নদী-
নদীর ভেতরে নতুন গণকবর
তবুও আকাশে স্বপ্নের মতো চাঁদ
হঠাৎ কখন ভূরুর আড়ালে বাঁকা
সাত বছরের কিশোরী কন্যা
যেখানে যৌন-হায়না খুবলে খায়
যেখানে বৃদ্ধা সম্ভ্রম ধরে
জীবনের বাকি দিন-
পারলো না পার হতে
এবং পৃথিবী দেখলো দু'চোখে আহত শিল্পকলা
এবং পৃথিবী দেখলো দু'চোখে বধূর সর্বনাশ
এবং যেখানে পাষাণ দেয়ালে রক্তরা ছোপ-ছোপ
যখন-তখন মৃত্যুরা দেয় হানা
বিচারের দাবি পড়ে থাকে মুখ গুঁজে
আকাশে ওড়ে না পাখি
আকাশে ওড়ে না মেঘ
থমকে দাঁড়ায় বাতাসের স্রোতধারা
পলক ফেলে না তারা
বৃক্ষরা হতবাক
শোক-বই খোলে নিসর্গ নিপীড়িত
নীরবে ঋতুরা কাঁদে

www.pathagar.com

কাঁদে পতঙ্গ
কাঁদে মৃত্তিকা
ঘাসের নয়নে জল
প্রাণীরাও বিস্মিত-
এখন মানুষ জন্তুর চেয়ে
জানোয়ার সবচেয়ে
তবুও আকাশে চাঁদ
আড়ালে হঠাৎ কখন
স্বপ্নের মতো চাঁদ
ক্ষমতার পরে মূর্তির কালো ছায়া
ক্ষমতার পরে তেত্রিশ কোটি
মিথ্যার কালো হাত
ক্ষমতার পরে মীরজাফরের নীল নকশার কপি
ক্ষমতার পরে ঘষেটি বেগম দাঁত বের করে হাসে
তখন দুখের কলিজা বেয়ে
নদীতে থাকে না নদী
বাজারে থাকে না বাজার
মগজে থাকে না মগজ
পাহাড়ে থাকে না পাহাড়
মাটিতে থাকে না মাটি
খনিতে থাকে না খনি
পণ্যে থাকে না পণ্য
এক অরক্ষিত স্বাধীনতা নিয়ে
স্বদেশ থাকে না দেশে
তবুও আকাশে চাঁদ
হঠাৎ কখন ভূরুর আড়ালে
তলোয়ার-আঁকা-চাঁদ
ভেলিকা ও আবরুণকায় হাঁটে স্বাধীনতা বিরোধীরা
পদুয়েভা থেকে কাঁদতে কাঁদতে মানবতা চলে যায়
কসোভোয় নামে সার্বিয় বর্বর
দাঁতাল শুয়োর

www.pathagar.com

কাশ্মীরে নড়েচড়ে
দাঁতাল শুয়োর ঝিলাম নদীতে নামে
শিরী নগরের অলিতে-গলিতে
দাঁতাল শুয়োর নামে
রোহিঙ্গাদের বুকের ওপরে স্বাধীনতা বিরোধীরা
আরাকানীদের মাথার ওপরে গৃধ্নের কালো ছায়া
আরব সাগরে সাদা ভল্লুক নামে
নীল দরিয়ায় সাদা ভল্লুক নামে
ফিলিস্তিনের পথে-প্রান্তরে মাগ্‌দুব-দল্‌লীন
সুদ-খেকো গৃধ্নরা
এবং এখন দাঁতাল শুয়োর
সাদা ভল্লুক কোনখানে নামেনি যে
কোনখানে নামেনি যে
তবুও আকাশে চাঁদ
হঠাৎ কখন ভূরুর আড়ালে
তলোয়ার-বাঁকা-চাঁদ
চাঁদের ভেতরে অবিসংবাদী আলো
চাঁদের ভেতরে দশ কোটি পথ জ্বলে
চাঁদের ভেতরে সমুদ্র দশ কোটি
চাঁদের ভেতর দশ কোটি সূর্যরা
চাঁদের ভেতরে দশ কোটি আশ্বাস
প্রতিপক্ষের তমশার কাছে পরাভব মানেনা তো
পদক্ষেপের দোরগোড়াতেই
সাহসের মতো দোল
আল্লাহর আয়াত প্রেরণার দোল
ভূরুর আড়ালে হঠাৎ কখন
তলোয়ার-আঁকা-চাঁদ
ঈদের তন্বী চাঁদ ।

www.pathagar.com

ট্রানজিট

ট্রানজিট দাও, ট্রানজিট দাও বন্ধুরা আপাতত ।
নাইবা দিলাম জল
নাইবা দিলাম
চালের মতোন বাঁচবার সম্বল ।
রাখি-বন্ধন-ঘোড়াতো দিয়েছি
পাঁচ-ছয়টার মতো-
ট্রানজিট দাও, ট্রানজিট দাও বন্ধুরা আপাতত ।
সীমান্তে কাড়ি প্রতিদিন বিডিআর
সাধারণ লোক? তাও গাড়ি বর্ডারে
কৃষক-মজুর-গ্রাম্য নির্বিচারে ।
গাড়বো না কেনো?
কেনো গাড়বো না?
যা খুশি করতে কেনো পারবো না?
পারবো না কেনো?
পাকওয়ালাদের বারোটা বাজিয়ে
হানাদারদের পাঁজরে ঘা দিয়ে
এইতো সেদিন তোমাদের হাতে
দিয়েছি যে তুলে পতাকা স্বাধীনতার!
ভোলো তাই যতো
বিধিসম্মত
চিরঅক্ষত
বিমল ভাষ্য একাত্তরের যুদ্ধের
চেতনার!
এখনি সময়- এবং সময় মতো
ট্রানজিট দাও ভ্রাতৃরা আপাতত ।
একাত্তরের বিনিময় দাও
কৃতজ্ঞতার এটাই ক্রান্তি- প্রান্তীয় বস্তুত-
ট্রানজিট দাও, ট্রানজিট দাও ভৃত্যরা আপাতত ।

www.pathagar.com

ভেঙেছি না হয় কলসীর কাণাকোণা;
তাই বলে কি গো প্রেম দেবে না?
প্রেম দেবে না?

দেবে না বাজার?
দেবে নাকো গ্যাস?
দাবি মানবে না নিত্য বড় দাদার?
ভালোয় ভালোয় তবু সব শেষে
এঁটোভুজী ভীরু ভক্তের বেশে
করো সোনা মাথা নত।
ট্রানজিট দাও, ট্রানজিট দাও পোষ্যরা আপাতত।
তোদের জন্য কম্‌তো করিনি;
বল্, আজো করি কম?
অনন্ত কাল আশ্রয় দেই
তোদের দেশের যতো সন্ত্রাসী : যম।
গোপন অস্ত্রধারীদের রাখি
জামাই আদরে
অতিথি বানাই ঢাকিয়া চাঁদরে
চলে হরদম
দহরম
বহরম-
তবু কি তোদের হবে না রে বোধ ক্রমাগত উন্নত?
ট্রানজিট দে, ট্রানজিট দে বশ্যরা আপাতত।
গেঁথেছি কতো যে রাজনীতিবিদ
বুদ্ধিজীবী ও লেখক
হোমরা-চোমরা কতো যে বেঁধেছি
তোদের
হাঁ-হাঁ-হাঁ বেশক;
কিনেছি বিবেক-
মান-সম্মান-অহং-আত্মবোধের।

www.pathagar.com

প্রচারপত্র তাওতো কিনেছি-
মন্ত্রমুগ্ধ মিডিয়া কিনেছি কতো।
আমাদের গড়া নফররা দেখ্
কতো বেশি- হা-হা-হা- কতো বেশি সংহত
এবং তা হলে-
ট্রানজিট দে, ট্রানজিট দে

বিকলাঙ্গ ও নস্যরা আপাতত।
দেবে না এখন?
কিছু-দিন-পর পারতপক্ষে স্বাধীকার দেবে
ভূগোলনিহিত স্বাধীনতা দেবে
মানচিত্রের পাতা ছিঁড়ে দেবে
ছল-বল-কল বোঝো না যখন-
চাতুর্য্য কার্যত;
ট্রানজিট দাও, ট্রানজিট দাও
ম্লেচ্ছ-যবন-চোষ্যরা আপাতত।

www.pathagar.com

একটি হৃদয়

একটি হৃদয় কলির মত, ওলীর মত,
মেঘনা নদীর পলির মত।
পাখ-পাখালীর উধাও উধাও ক্লান্ত প্রহর,
উথাল পাথাল ধান সিঁড়ি ঢেউ নিটোল নহর,
সবুজ খামার হাওয়ার খেলায় সুরের বহর;
একটি হৃদয় লতার মত, লজ্জাবতীর পাতার মত,
অনেক কথকতার মত।
ঝুমুর ঝুমুর ঝাউয়ের নূপুর দুপুর বেলা,
সুদূর প্রদেশ আলোর ঝালর সাগর বেলা,
ঝোপঝাড় ও ঝিল জোনাক জোনাক তারার মেলা;
একটি হৃদয় ফুলের মত, সুরমা নদীর কূলের মত,
বট পাকুড়ের মূলের মত।
রাঙামাটির স্বপন্ সজীব সুখদ পাহাড়,
মন মাতানো নাফ নদীটির এপার ওপার,
তেতুলিয়ার একটানা পথ নানান খামার;
একটি হৃদয় মাঠের মত, পল্লী গাঁয়ের বাটের মত,
নৌকা বাঁধা ঘাটের মত।
একটি হৃদয় কলির মত, ওলীর মত,
মেঘনা নদীর পলির মত।

www.pathagar.com

প্রত্যাশা

যৌবন আজ উদ্ধত হোক সত্যের সঙ্গীনে
জীবনের তরে গাঢ়তর হোক স্বপ্নের সম্ভার
দু'ধারী সাহস বিপুল আবেগে দিগন্ত নিক চিনে
প্রত্যয় যেন পথ খুঁজে পায় প্রার্থিত সমাহার।
অন্ধকারের বাঁধ ভেঙে দিক অথৈ আলোর বান
সূর্যের গানে মুখরিত হোক প্রভাতের কলরব
নিষ্পাপ দিন নামুক আবার নিসর্গ পাক প্রাণ
সৈকতে শুধু সচ্ছল হোক সাগরের উৎসব।
বহুদিন হলো হেরার তোরণ পায়নি প্রহরী কোন
এই হতাশার সুগভীর শোক রক্তের দাবি তোলে
তাহলে তুমূল তির্যক দিন প্রহরে প্রহরে গোণ
যদি শুভক্ষণ সূর্যের মত দিক দিগন্তে দোলে।
হোক অগণন গাঢ় প্রহসন আলেয়ার হাতছানি
তবুও তোমার প্রবল সাহস- নির্দেশ আসমানী।

www.pathagar.com